উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,৯১৩.৫০ (-৫৮২.৮৬)

নিফটি : ২৩,৯৯৭.৫৫ (-১৮০.১০)

দীর্ঘস্থায়ী অবরোধ চান ট্রাম্প ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	২০°	২৬°	২০°	২৬°	২১°	২৭°	২০°

কোহিনুর ফেরত চাইলেন মামদানি ৭

বৈভব তাণ্ডব ঠেকাতে দিল্লির বাজি স্টার্ক ১২

শিলিগুড়ি ১৭ বৈশাখ ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 1 May 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 341

উত্তরের খোঁজে

রেডি, স্টেডি, গো... লাফের বিশেষজ্ঞরা আজ তৈরি

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বাংলার নির্বাচনি বুথফেরত সমীক্ষা দেখে পাড়ার পচাদার খুব চিন্তা দেখলাম দুটো প্রশ্ন নিয়ে।

নীল নবান্ন থেকে কি রাজ্যের মূল দপ্তর আবার লাল রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ফিরে যাবে? তা হলে নবান্নতে কী হবে এখন?

দ্বিতীয় কৌতূহল, সরকার গড়লে অন্য রাজ্যের মতো বিজেপি কি জোড়া উপমুখ্যমন্ত্রী করবে?

পচাদার মতো পাড়ার অনেক দাদারই অনেক কিছু নিয়ে কৌতূহল ও চিন্তা। সবচেয়ে বড় চিন্তা এবার ফেসবুকে কী নিয়ে লেখালেখি করবেন। ভোট তো অনেক হল! রাজনৈতিক কচকচি বড়জোর আরও দিন দশেক শুনবে লোকজন। এরপরেও তো চালাতে হবে। আত্মীয় বন্ধু সংসর্গে আর সুখ নেই। যত সুখ মোবাইল সংসর্গে।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

গোপালদা ঠিকই বলেন, সব মানুষই এখন বিশেষজ্ঞ হয়ে গিয়েছে। কেউ সাধারণ মানুষ হয়ে থাকতে চায় না। সবাই সাংবাদিকের কাজ করতে চায়। পাড়ার স্টুডিওর ক্যামেরাম্যান যদি ইউটিউবার হয়ে নেতা, অভিনেতার সঙ্গে গা ঘষাঘষি করতে পারে, তা হলে আমিও কম কী! হম কিসিসে কম নেহি ভাই, হম কিসিসে কম নেহি!

সবাই বিশ্লেষণ তো করবেই, নিজের মতো করে সাংবাদিকসুলভ ব্রেকিং খবরও দিতে চাইবে। এই সাংবাদিক হওয়ার লক্ষ্যে অনেকে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে বহু আগে মেরেই ফেলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। লাভ সাইন, নমস্কারের সাইন, আরআইপি লেখা খবর রি-চেক না করে লেখার কুফল। রি-চেক আর করবে কেন! অন্যের আগে তো খবর দিতে হবে!

ছোটনদা পদ্মফুলেই মধু পান বহুদিন। টোটনদা আবার পদ্মফুলে কোনও গন্ধ পান না। এগজিট পোলের খবর দেখার পর ছোটনদার যেমন নাচানাচি চলছে, টোটনদা বিদ্রুপ করে বলছে, ক'টা সংস্থার নাম শুনেছিস আগে? এরা যে হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি তার কী গ্যারান্টি!

এসব তর্কাতর্কির ফাঁকে সান্ধ্য আড্ডায় ভোম্বলদা মজা করে বলল, 'ইলেকশন তো শেষ। এবার আর কী নিয়ে তর্ক করবি তোরা!

এরপর আটের পাতায়

জাগতে রহো...

২২৬ দাবি করেও গণনায় সতর্ক মমতা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল : ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছেন বুথফেরত সমীক্ষার আভাস। জোর গলায় বলছেন, ২২৬ পেরিয়ে যাবে তৃণমূলের আসন সংখ্যা। তাই বলে গণনাকেন্দ্রে সামান্য শিথিলতাতেও বিপদ হতে পারে, দলকে সতর্ক করলেন তৃণমূল নেত্রী। ভোটগ্রহণ শেষে বুধবার অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষা বিজেপিকে এগিয়ে রেখেছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বৃহস্পতিবার ভিডিওবার্তায় পালটা প্রতিক্রিয়া দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গণনাকেন্দ্রে পাহারায় ঢিলেমি না করার নির্দেশ দিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'প্রয়োজনে আমি রাস্তায় নেমে পাহারা দেব, আপনারাও রাত জাগুন। যদি আমি পারি, তবে আপনারাও পারবেন।' কেন এত বাড়তি সতর্কতা? মমতা যুক্তি দিলেন, 'গণনাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময় ইভিএম বদলে দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে।' অবহেলা করলে বিপদ হতে পারে বলে সতর্ক করে তিনি নির্দেশ দেন, 'আমি সাংবাদিক বৈঠক করে যতক্ষণ না বলব, ততক্ষণ কেউ গণনার টেবিল ছাড়বেন না। জয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত গণনাকেন্দ্র ছাড়বেন না।'

কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে স্ট্রংরুমে 'সন্দেহজনক গতিবিধি' ও বহিরাগতদের উপস্থিতির অভিযোগে বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে সেখানে ধর্নায় বসেছিলেন শশী পাঁজা ও কুণাল ঘোষ। পরে বিজেপি নেতা তাপস রায় সেখানে গেলে উত্তেজনা বাড়ে। পোস্টাল ব্যালটের কিছু কাজ করার জন্য স্ট্রংরুম খোলা হয়েছিল এবং তা আগে থেকে প্রার্থীদের জানানো হয়েছিল বলে নির্বাচন কমিশন বিবৃতি দেওয়ার পর কুনালরা অবস্থান তুলে নেন।

ইভিএম বদলে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে

তৃণমূল নেত্রীর ভিডিওবার্তায় যত না বুথফেরত সমীক্ষা বা তৃণমূলের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে বক্তব্য ছিল, তার চেয়েও বেশি সময় খরচ করেছেন গণনাকেন্দ্রে সাবধানতা নিয়ে।

এরপর আটের পাতায়

শিলিগুড়িতে আজ বিজেপির বৈঠক

অরূপ দত্ত ও নীতেশ বর্মন

কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : বুথফেরত সমীক্ষায় এগিয়ে থাকলেও বিজেপি নেতারা নিশ্চিত নন। সেজন্য একদিকে যেমন নতুন করে কেন্দ্র ধরে ধরে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে, অন্যদিকে তৃণমূলের মতো গণনাকেন্দ্রে বাড়তি নজর রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিজেপির সাংগঠনিক বিভাগ ধরে ধরে এজন্য বৈঠক ডাকা হয়েছে। শিলিগুড়ি বিভাগের বৈঠক হবে শুক্রবার। ওই বৈঠকে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার সব আসনের বিজেপি প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট ও নির্বাচনি পর্যবেক্ষকদের ডাকা হয়েছে।

বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বাংলায় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে বিধানসভা নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই শীর্ষনেতা ভূপেন্দ্র যাদব ও সুনীল বনসল। শিলিগুড়িতে শুক্রবার যে বৈঠকটি হতে চলেছে, তা নিশ্চিত করেছেন রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী। বিস্তারিত না জানালেও তিনি বলেন, 'বৈঠকে দলীয় আলোচনা হবে।' তবে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন স্পষ্ট করেই বলেন, 'গণনা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা।'

বৃহস্পতিবারই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গণনাকেন্দ্রে বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে ভিডিওবার্তা দিয়েছেন। তারপরই সল্টলেকের

এরপর আটের পাতায়

ধর্ষিতাকে মা হতে বাধ্য করবেন না, মন্তব্য শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : গর্ভপাতের সময়সীমা সংক্রান্ত আইনকে সেকেলে বলে মনে করছে সুপ্রিম কোর্ট। আইনটি সংশোধন করা উচিত বলেও বার্তা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। আইনের প্রগতিশীলতা ও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার পক্ষে সওয়াল করেছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ।

কেন্দ্রের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'দয়া করে আপনারা আইনটি সংশোধন করুন। ধর্ষণ বা এই জাতীয় কোনও ঘটনায় কারও অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ হলে যেন তাঁর স্বেচ্ছায় গর্ভপাতের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া না হয়।' অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব কারও ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না বলে তিনি মন্তব্য করেন। শীর্ষ আদালতের সাফ কথা, ধর্ষণে কেউ অন্তঃসত্ত্বা হলে গর্ভপাতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে সেই নির্যাতিতা এবং তাঁর পরিবারের।

গর্ভপাত আইনে বদলের পরামর্শ সুপ্রিম কোর্টের

চলতি আইনে গর্ভাবস্থার ২০ সপ্তাহ পর্যন্ত (বিশেষ ক্ষেত্রে ২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত) স্বেচ্ছায় গর্ভপাত করানোর অনুমতি পান। বৃহস্পতিবার ১৫ বছর বয়সি এক নাবালিকার গর্ভপাত মামলায় ডিভিশন বেঞ্চ সেই আইনটি সংশোধনের পক্ষে মতপ্রকাশ করে। ওই নাবালিকার পক্ষে গর্ভাবস্থার ৩১ সপ্তাহে গর্ভপাতের আবেদন জানানো হয়েছিল। চলতি মাসের শুরুর দিকে সেই অনুমতি সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছিলও।

কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় কেন্দ্র। নির্দেশটি পুনর্বিবেচনার আর্জি জানানো হয়। এব্যাপারে সরকার বর্তমান ভারতীয় আইনে গর্ভাবস্থার ২৪ সপ্তাহের পর গর্ভপাতে নিষেধাজ্ঞাকে যুক্তি হিসেবে খাড়া করেন। কেন্দ্রের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি সওয়াল করেন, এইমসের চিকিৎসকদের মতে, এত দেরিতে গর্ভপাত করলে কিশোরীর প্রাণের ঝুঁকি থাকতে পারে।

প্রসবের পর সন্তানকে দত্তক দেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয় কেন্দ্রের পক্ষে। এই সওয়ালে প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ। কড়া ভাষায় প্রধান বিচারপতি বলেন, 'একবার ভেবে দেখুন তো, ১৫ বছরের এই নাবালিকার এখন পড়াশোনা করার বয়স। অথচ আপনারা তাকে মা হতে বাধ্য করছেন! ধর্ষণের ফলে ওই নাবালিকাকে যে বিড়ম্বনা আর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে, সেটা অন্তত কল্পনা করুন।

এরপর আটের পাতায়

বৈশাখী সন্ধ্যায় ভয়ংকর মুখানৃত্য। কুমারগঞ্জের শিয়ালপাড়ায়। ছবি : অভিজিৎ সরকার

বালাসনের চর যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : মাটিগাড়া এলাকায় বালাসন নদীর চর হয়ে উঠেছে অলিখিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড। ভোরের দিকে মাটিগাড়ার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে আবর্জনাবোঝাই লরি চলে আসছে বালাসন চরে। এলাকার মধ্যে দিয়ে যাওয়া অন্যান্য নদী, ঝোরার ধারেও আবর্জনা ফেলে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে। বাইরে থেকে আনা আবর্জনার দূষণে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছে। মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বক্তব্য, 'আমাদের নজরে এই বিষয়টা রয়েছে। নির্বাচনি বিধি শেষ হওয়ার পরেই আমরা এব্যাপারে বৈঠকে বসব। প্রশাসনকেও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করব।'

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় পণ্যবাহী গাড়ি এসে বালাসনের চরে আবর্জনা ফেলার একটি ভিডিও সামনে এসেছে (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, চরের জায়গাজুড়ে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপের সামনে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে। জায়গাটি রানাবস্তির বলে ভিডিওতে দাবি করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার রানাবস্তির ওই জায়গায় দেখা গেল, আবর্জনার স্তূপে খাবারের প্যাকেট, প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, ভাঙা নির্মাণসামগ্রী, প্লাস্টিকের জলের বোতল জমে রয়েছে। দুর্গন্ধে দাঁড়িয়ে থাকা দায়। জোরে হাওয়া বইলেই সেগুলো উড়ে গিয়ে পড়ছে নদীতে। পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসু বলেন, 'প্রশাসন এব্যাপারে ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। মাগুরমারি নদী, চামটা নদীর অবস্থা এই কারণেই অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছে। একেবারে ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। প্রশাসনের উচিত আবর্জনা সমস্যার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি এই গাড়িগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।'

গাড়ি বোঝাই করে এনে নদীর চরে ফেলা হচ্ছে আবর্জনা।

স্থানীয় বাসিন্দা বিনয় হালদার ক্ষোভের সুরে বলেন, 'প্রায়দিনই এই চর এলাকায় লরি-ডাম্পারে আবর্জনা নিয়ে এসে ফেলা হচ্ছে। গোটা চর এলাকা ডাম্পিং গ্রাউন্ড হয়ে গিয়েছে।' কিন্তু কারা ফেলছে এই আবর্জনা? এক্ষেত্রে অবশ্য এলাকাবাসীর তরফে গত কয়েকবছর ধরেই গান্ধি ময়দান ও লেক্সিকন মোড় সংলগ্ন অংশে আবর্জনা ফেলে যাওয়া গাড়িগুলোর দিকেই সন্দেহের আঙুল তোলা হচ্ছে। বর্তমানে ফোর লেনের কাজ চলায় সেখানে আর আবর্জনা ফেলার সুযোগ নেই। তাই বিকল্প হিসেবে মাটিগাড়ার ভেতরে চর এলাকাগুলোকেই আবর্জনাবোঝাই গাড়িগুলো টার্গেট করছে বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ।

বালাসনের চর এলাকার পাশাপাশি অন্যান্য নদী, ঝোরাগুলোও ওই গাড়িচালকদের নজরে রয়েছে। তুষ্বাজোত এলাকার বাসিন্দা মানস দাসের কথায়, 'বালাসনের চর এলাকা তো টার্গেট হচ্ছেই। মাটিগাড়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়া পঞ্চনই নদীকেও টার্গেট করা হচ্ছে।

এরপর আটের পাতায়

ছুটিতেও ছুটি নয়

মে দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের পোর্টাল বাদে সব বিভাগ ছুটি থাকবে। তাই শনিবার পত্রিকার কোনও মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। উত্তরবঙ্গ সহ দেশ-বিদেশের টাটকা খবর পেতে নজর রাখুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিউজ পোর্টাল এবং ফেসবুক পেজে।
www.uttarbangasambad.com
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial
-প্রকাশক

মেডিকেলের ওটিতে 'তোলাবাজি'

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : ঘটনা ১ঃ চলতি মাসে দুর্ঘটনায় আহত এক তরুণের অপারেশন শেষে ওটি'র (অপারেশন থিয়েটার) পোশাকে মুখে মাস্ক পরে একজন বাইরে এসে তাঁর পরিবারকে বলেছিলেন, 'অপারেশন ভালো হয়েছে। তবে এখানকার ডাক্তারবাবুরা পারতেন না বলে আমাকে বাইরে থেকে এনে অপারেশন করানো হয়েছে। অপারেশনের খরচ বাবদ আমাকে ১৫ হাজার টাকা দিতে হবে।'

শুনে চমকে গিয়েছিলেন পানিঘাটার রেশমি ওরাওঁ। সরকারি হাসপাতালে টাকা লাগে নাকি? কিন্তু ডাক্তারবেশী লোকটি নাছোড়বান্দা। দরদাম করে শেষপর্যন্ত সাত হাজার টাকা আদায় করেন তিনি।

ঘটনা ২ ঃ ইসলামপুরের বরট এলাকার কলম টুডুর লিভার এবং কিডনিতে সমস্যা থাকায় ভর্তির দু'দিন পর মধ্যরাতে জরুরি অপারেশন হয়। তাঁর স্ত্রী সীমা মার্ডির বক্তব্য, 'রোগীকে বের করার আগে ওটি'র পোশাকে একজন বেরিয়ে এসে সাত হাজার টাকা চাইলেন। বললাম, আমরা দিনমজুর, অত টাকা দিতে পারব না। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি বললেন, তাহলে রোগী ওটি-তেই থাকবেন।' ভয় পেয়ে সীমা দরদাম করে চার হাজার টাকা দিয়ে স্বামীকে পেয়েছিলেন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের জরুরি অপারেশন থিয়েটারে প্রায় রাতে এমন কাণ্ডের উদাহরণ অনেক। যদিও মেডিকেলের অতিরিক্ত সুপার নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'কিছুদিন আগে একটা অভিযোগ হয়েছিল। সেসময় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। পরে আর কোনও অভিযোগ হয়েছে বলে জানা নেই।' যদিও টাকা দিতে বাধ্য হওয়ার পর

অভিযোগ করলে টাকা ফেরত, নির্বিকার কর্তৃপক্ষ

কোনও রোগীর পরিবার মেডিকেল সুপারের দপ্তরে অভিযোগপত্র জমা করলে টাকা ফেরত পাওয়ার ঘটনাও আছে।

যেমন ইসলামপুরের কলমের স্ত্রী সীমার অভিজ্ঞতা। তিনি বলেন, 'অপারেশনের পর স্বামীকে মেল সার্জিকাল ১-এ ওয়ার্ডে দেওয়া হয়। সেখানে একজনকে টাকা দেওয়ার কথা বলি। তিনিই আমাকে পরামর্শ দেন সুপারের অফিসে অভিযোগ করতে।

এরপর আটের পাতায়

পঙ্কিল রাজনীতিতে শঙ্খচিল হতে চায় অনুষ্কা

শিক্ষিত, রুচিশীল মানুষেরা রাজনীতিকে 'পঙ্কিল আবর্ত' আখ্যা দিয়ে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন ড্রয়িংরুমের নিরাপদ তর্কে। আর সেই ফাঁকা মাঠের দখল নিয়েছে সুযোগসন্ধানীদের দল। ঠিক এই শূন্যতার প্রেক্ষাপটেই অনুষ্কা এক ব্যতিক্রমী আখ্যান।

দীপ সাহা

রেজাল্টের দিনগুলোর ছবিটা বড্ড চেনা। যেন অবিকল এক ছাঁচে ঢালা। মিষ্টির প্লেট, ক্যামেরার ঝলকানি, আত্মীয়স্বজনের গদগদ উচ্ছ্বাস আর বুম হাতে সাংবাদিকদের সেই বহু পুরোনো, একঘেয়ে প্রশ্ন 'বড় হয়ে কী হতে চাও?' উত্তরটাও যেন সবার আগে থেকেই মুখস্থ।

আসলে আমাদের মধ্যবিত্ত মজ্জায় সাফল্যের সংজ্ঞা বড্ড একপেশে। মেধাতালিকায় নাম থাকা মানেই ধরে নেওয়া হয়, তার চোখে ডাক্তারির স্টেথোস্কোপ, কোনও বহুজাতিক সংস্থার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের নরম গদি কিংবা ভিনদেশি গবেষণাগারের হাতছানি। কিন্তু এই চেনা স্রোতের মাঝে হঠাৎ যখন একটা দমকা হাওয়া উলটো দিক থেকে বইতে শুরু করে, তখন চারপাশটা যেন থমকে যায়।

পানিহাটির মেয়ে অনুষ্কা ঘোষ। সিআইএসসিই বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণির (আইএসসি) পরীক্ষায় চারশোয় চারশো পেয়ে সারা দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছে সে। উৎসবের আবহে তাকে ঘিরে যখন বাঁধভাঙা আনন্দ, ঠিক তখনই শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় মেয়েটি সাংবাদিকদের বলে উঠল, 'একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর আমি রাজনীতিতে আসতে চাই'। এখানেই শেষ নয়, নিজের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করে সে নির্দ্বিধায় বলছে, 'আমি বামপন্থী'।

মুহূর্তের জন্য মনে পড়ে যায় সুনীল বা শীর্ষেন্দুর উপন্যাসের সেই একরোখা চরিত্রগুলোর কথা, যারা অনায়াসে রাজপথের ভিড়ে উলটোদিকে হাঁটার স্পর্ধা রাখে। অনুষ্কার এই স্রোতের বিপরীতে হাঁটা নিছক কোনও চমক নয়, বরং এক গভীর অসুখে ভোগা সমাজের বুকে এক মোক্ষম কষাঘাত।

অনুষ্কাকে শুভেচ্ছা ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তীর।

আজকের ভারতীয় রাজনীতির ক্যানভাস কেবল মলিন নয়, রীতিমতো কলঙ্কের দাগে মাখা। রাজনীতি এখন এমন এক আশ্চর্য জাদুকাঠি, যেখানে 'জনসেবা'র লাইসেন্স পেতে শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগে না। একজন ছাপোষা পিওনের চাকরি পেতেও যেখানে শংসাপত্রের পাহাড় দেখাতে হয়, সেখানে যাঁরা দেশের শিক্ষানীতি বা অর্থনীতির ভাগ্য নির্ধারণ করবেন, তাঁদের একমাত্র যোগ্যতা নির্লজ্জ আনুগত্য। ব্যক্তিগত নীতিবোধকে বালিশচাপা দিয়ে মুড়িমুড়কির মতো দলবদল, দুর্নীতি, ইডি-সিবিআইয়ের দৌড়ঝাঁপ আর খাটের তলা থেকে বেরোনো টাকার পাহাড়, এই তো আমাদের রাজনীতির রোজনামচা! মেধা, মনন আর সততার জায়গাটা ধাপে ধাপে দখল করেছে বাহুবল আর স্তাবকতার আস্ফালন। শিক্ষিত, রুচিশীল মানুষেরা তাই রাজনীতিকে 'পঙ্কিল আবর্ত' আখ্যা দিয়ে নিজেদের সযত্নে গুটিয়ে নিয়েছেন ড্রয়িংরুমের নিরাপদ তর্কে। আর সেই ফাঁকা মাঠের দখল নিয়েছে তোলাবাজ আর সুযোগসন্ধানীদের দল, যারা 'জননেতা'র মুখোশ পরে আসলে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত।

ঠিক এই শূন্যতার প্রেক্ষাপটেই অনুষ্কা এক ব্যতিক্রমী আখ্যান। সে কেবল রাজনীতিতেই আসতে চায় না, আদর্শের কথাও স্পষ্ট করেছে।

এরপর আটের পাতায়

রসিকবিলে খাদ্যসংকট মেটাতে উদ্যোগ

হরিণের জন্য নেপিয়ার ঘাস চাষ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৩০ এপ্রিল : রসিকবিলের আবাসিক হরিণের খাদ্যসংকট মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে বন দপ্তর। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় সেখানে প্রায় চার বিঘা জমিতে বিশেষ প্রজাতির ঘাস চাষের প্রস্তুতি চলছে। হাইব্রিড নেপিয়ার প্রজাতির এই ঘাসে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেট থাকে, যা হরিণের শারীরিক বৃদ্ধি ও শক্তির জন্য সহায়ক বলে দাবি বন দপ্তরের। এছাড়া সাধারণ নেপিয়ারের তুলনায় হাইব্রিড জাতের পাতাগুলো অনেক বেশি চওড়া, নরম এবং রসালো হয়, যা হরিণের অত্যন্ত প্রিয়।

কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রসিকবিল পর্যটন মানচিত্রে অন্যতম আকর্ষণ। সেখানকার তিন হেক্টর এলাকাজুড়ে থাকা ঘেরাটোপে হরিণের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে বর্তমানে আড়াইশোয় পৌঁছেছে। তাদের এই সংখ্যাধিক্যের কারণে বন দপ্তর তথা মিনি জু কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন। কারণ প্রায়ই তাদের মধ্যে খাবারের দখল নিয়ে মারামারি হচ্ছে। সমস্যা রয়েছে বাজেট নিয়েও। রসিকবিল মিনি জু থেকে যা আয় হচ্ছে, তা দিয়ে হরিণের খাবারের জোগান দিতে হিমসিম অবস্থা কর্তৃপক্ষের। তাই তাদের অন্যত্র স্থানান্তরের ব্যাপারে জেলা বনকর্তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন।

তবে খাদ্যসংকট নিয়ে একটা স্থায়ী সমাধান চাইছে বন দপ্তর। তাই এই বিশেষ ঘাস চাষের উদ্যোগ। হাইব্রিড নেপিয়ার ঘাসে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন (প্রায় ১২-১৪ শতাংশ) এবং কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, যা হরিণের শারীরিক বৃদ্ধি ও শক্তির সহায়ক।

তুফানগঞ্জের এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, 'সাধারণ নেপিয়ারের তুলনায় হাইব্রিড জাতের পাতাগুলো অনেক বেশি চওড়া, নরম এবং রসালো হয়, যা হরিণের বেশ পছন্দ। হজমও করতে পারে সহজে। রসিকবিল পর্যটনকেন্দ্রের তিন বিঘা জমিতে এই চাষের জন্য উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সবরকম সহযোগিতা করছে।'

বনকর্তারা জানাচ্ছেন, হরিণের এনক্লোজারে নিমজুরি, গামার, পিটালি গাছ রয়েছে। হরিণরা গামার, পিটালি গাছের ফল খায়। তবে নিমজুরির পাতা খায় না। বহেড়া, হরীতকী ফলও তাদের পছন্দের। সেসব কিছু গাছ সেখানে লাগানো হয়েছে। বর্তমানে শুকনো খাবার, কাঁঠাল, শাল ও গামারি গাছের কচি পাতাও হরিণকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু খাদ্যসংকট কিছুতেই মিটছে না। তাই এবার রসিকবিল চত্বরে হাইব্রিড নেপিয়ার ঘাস চাষ করার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

এই ঘাস চাষের জন্য ইতিপূর্বে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাটিং প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, সারাবছর এই চাষ করা গেলেও বর্ষার শুরুতে রোপণ করা সবচেয়ে উপযোগী সময়। নেপিয়ার ঘাস গৃহপালিত পশু যেমন গোরু, মোষ এবং ছাগলের খাবার হিসেবে বেশি পরিচিত হলেও হরিণও এটি স্বচ্ছন্দে খেয়ে থাকে।

হরিণের সংখ্যা বেড়েছে রসিকবিলে। হাইব্রিড নেপিয়ার ঘাস। (ইনসেটে)

টিমটিম করে টিকে গম্ভীরার ঐতিহ্য

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৩০ এপ্রিল: শেষপর্যন্ত নমো নমো করে গম্ভীরার ঐতিহ্য বজায় রাখল জামতলি। গত প্রায় দু'শো বছর ধরে সেখানে বৈশাখ মাসে বড় তামাশার আয়োজন হয়ে আসছে। এবার প্রথমে আয়োজকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেই অনুষ্ঠান স্থগিত রাখার। এদিন বিকাল অবধিও সেখানে অনুষ্ঠানের আয়োজনের নামগন্ধ ছিল না। তবে স্থানীয়দের প্রত্যাশাকে তো আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তাই রাতের দিকে হলেও জামতলির গম্ভীরাতলায় শেষমেশ আয়োজন করা হল বড় তামাশার। রক্ষা পেল ঐতিহ্য।

এই জামতলিতেই ভাড়া থাকতেন আচার্য বিনয় সরকার। তাঁর লেখাতে বারবার উঠে এসেছে জামতলির কথা। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে, ততই গম্ভীরা নিয়ে আগ্রহ কমছে। বড় তামাশায় অংশ নেওয়া দলের সংখ্যাও কমে আসছে। জামতলির গম্ভীরাতলার বড় তামাশার উদ্যোক্তা উদয়শংকর সাহার মন্তব্য, 'এবার আবহাওয়া কিছুটা খারাপ। তাই প্রথমে ভেবেছিলাম আয়োজন করব না। পরে মত বদল করেছি আমরা।'

জামতলির বড় তামাশা বন্ধ হতে বসেছিল জানতে পেরে হতাশ গম্ভীরা গবেষকরা। ফতেপুর গম্ভীরা দলের কর্ণধার বাবলু মণ্ডল বলেন, 'ভাবতে পারছি না যে, বিনয় সরকারের জামতলিতে এবার বড় তামাশা নিয়ে সংকট তৈরি হয়েছে।

তামাশা শুধু পুজো বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, একটা প্রাচীন লোকসংস্কৃতি। তকমা না পেলেও গম্ভীরা একটা হেরিটেজ। সরকার যাতে এই ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্যে ব্যবস্থা নেয়, তার দাবি জানাচ্ছি।'

আর জামতলির ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রাচীন ঐতিহ্য ধরে রেখেছে শহরেরই আরেক জায়গা, কালীতলা। বৃহস্পতিবার মালদা শহরের কালীতলায় বুড়াকালী মন্দিরের সামনে বড় তামাশার মুখানাচের আয়োজন করা হয়। তাতে অংশ নেন পুরাতন মালদার বাচামারি, মুচিয়া, ইংরেজবাজারের নরহাট্টা, হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডী থেকে আসা গম্ভীরাশিল্পী। মালদার ভূমিপুত্র আচার্য বিনয় সরকার বলেছিলেন, 'গম্ভীরা অমর। গম্ভীরাই জীবনের আসল বুনিয়াদ।' আর তাই প্রতি বছর ১৬ বৈশাখ মালদা শহরের মানুষ মেতে ওঠেন বড় তামাশায়। শিক্ষক অভিজান সেনগুপ্তের মতে, 'গম্ভীরা নিয়ে এখনও আশার আলো রয়েছে। কিছু সংস্থা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে দরকার সরকারি উদ্যোগ।'

আর জেন জি পড়ুয়া মিতালি মণ্ডলের দাবি, তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে প্রতি বছর পুরাতন মালদায় গম্ভীরা দেখতে যান। বললেন, 'সুযোগ পেলে কালীতলায় যাই বারবার। গম্ভীরা নিয়ে কনটেন্ট ক্রিয়েট করার ইচ্ছে রয়েছে।'

স্মার্ট বাজারের ছাড়

নিউজ ব্যুরো

৩০ এপ্রিল : ভারতবর্ষের বেশিরভাগ পরিবার মাসের শুরুতেই সংসারের গুরুত্বপূর্ণ কেনাকাটা করে। এই কারণে স্মার্ট বাজার ২৯ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত 'ফুল পয়সা উশুল' ইভেন্ট চালু করেছে, যাতে গ্রাহকরা অনেক জিনিসপত্র কিনে মজুত করতে পারেন এবং সাশ্রয় করতে পারেন।

এই ৫ দিন গ্রাহকরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যেমন আটা, চাল, ডাল, ভোজ্য তেল এবং গৃহস্থালির অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসে দারুণ ছাড় উপভোগ করতে পারবেন। গৃহস্থালির বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসেই মানুষের বেশিরভাগ টাকা খরচ হয়। স্মার্ট বাজারের 'ফুল পয়সা উশুল' ইভেন্টের মূল ধারণাটি খুবই সহজ, মানুষ যেসব জিনিস সবচেয়ে বেশি কেনে, সেগুলিতে বেশি সাশ্রয় করতে সাহায্য করা।

হাওড়া - কাটিহার এক্সপ্রেসের খালতিপুর স্টেশনে থামার সময় বৃদ্ধি

১৩০৩৩ হাওড়া - কাটিহার এক্সপ্রেসের খালতিপুর স্টেশনে থামার সময় পরীক্ষামূলকভাবে ০৬ মাসের জন্য নিম্নরূপে বৃদ্ধি করা হল :

ট্রেন নং. ও নাম	খালতিপুর-এ সময়সূচী পৌঃ	খালতিপুর-এ সময়সূচী ছাঃ	যে তারিখ থেকে থামবে
১৩০৩৩ হাওড়া - কাটিহার এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৫.২০২৬ থেকে ৩০.১১.২০২৬ পর্যন্ত কার্যকর]	০৬.১৭	০৬.২২	০২.০৫.২০২৬ থেকে ০১.১২.২০২৬

উপরে উল্লিখিত ট্রেনটির অন্যান্য সকল স্টেশনের সময়সূচী অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শিয়ালদহ ডিভিসনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

দমদম জংশন নর্থ ইয়ার্ডে (কিমি.৭/৫ ডি -৭/৭ ডি-তে) আপ/সিসিআর এবং ডাউন/সিসিআর লাইনে পয়েন্ট নং. ডিডব্লুএস৪ রূপান্তরের জন্য ০২.০৫.২০২৬ তারিখ (শনিবার) রাত্রি ১১টা ৫০ মিনিট থেকে ০৩.০৫.২০২৬ তারিখ (রবিবার) সকাল ৫টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত ৬ ঘন্টার ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। এর ফলে, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে: • **ট্রেন বাতিল [০২.০৫.২০২৬ তারিখ (শনিবার)]: শিয়ালদহ–ডানকুনি:** ৩২২৪৯ আপ/৩২২৫২ ডাউন। **ট্রেন বাতিল [০৩.০৫.২০২৬ তারিখ (রবিবার)]: শিয়ালদহ–হাবরা:** ৩৩৬৫১ আপ/৩৩৬৫২ ডাউন। **শিয়ালদহ–ডানকুনি:** ৩২২১১ আপ, ৩২২১৩ আপ/৩২২১২ ডাউন, ৩২২১৪ ডাউন। • **ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ [০২.০৫.২০২৬ তারিখ (শনিবার)]:** **(১) ২২২০২ ডাউন পুরী–শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৫.২০২৬) মালতীপাটপুর থেকে ২ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। **(২) ১২৩৪৪ ডাউন হলদিবাড়ী–শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৫.২০২৬) হলদিবাড়ী থেকে ১ ঘন্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। • **ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ এবং সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু [০৩.০৫.২০২৬ তারিখ (রবিবার)]: (১) ৩৩৮১২ ডাউন বনগাঁ জংশন–শিয়ালদহ লোকাল** দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩৩৮১৫ আপ শিয়ালদহ–বনগাঁ জংশন লোকাল** দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **(২) ৩৩৫১২ ডাউন হাসনাবাদ–শিয়ালদহ লোকাল** দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩৩৫১১ আপ শিয়ালদহ–হাসনাবাদ লোকাল** দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। • **মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন: ১৩১৪৮ ডাউন বামনহাট–শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৫.২০২৬/ শনিবার) ডানকুনি–দমদম জংশন হয়ে চলার পরিবর্তে ব্যান্ডেল–নৈহাটি–দমদম জংশন হয়ে চলবে এবং বেলঘরিয়া স্টেশনে থামবে। ব্লক চলাকালীন ট্রেন চলাচলে দেরি হতে পারে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PUBLIC NOTICE

This is to inform to the General Public that the Chain Deed (Original Sale Deed/Title Deed)-I 372 Dt. 28/01/2004 of Gita Rani Ghosh W/o-Subhas Ghosh of Guriahati, Bangchatra Road, P.S.-Kotwali, Dist.-Cooch Behar, West Bengal from whom I (Aktar Hossain) have purchased Land Measuring-07 katha 10 dhur, appertaining to Hal Plot No.- 33, 35 & 36 (L.R. Plot No.-53) has been lost from my custody on or before 05/02/2024. So, it was/is no longer in my safe custody, despite of my diligent search. Any person who may have found the Chain Deed (Regd. Original Sale Deed) or is in the custody of the aforesaid Chain Deed, is requested to return it to the undersigned within seven days from the date of publication of this notice.

I hereby declare that this notice is being published to safeguard against any misuse of the said document. The public is cautioned against dealing with or relying upon the lost Regd. Chain Deed (Original Sale Deed).

Aktar Hossain, S/o-Md. Khairuddin, Kalabagan, Ward No. 03 of Cooch Behar Municipality, P.S. Kotwali, P.O. & Dist.-Cooch Behar, West Bengal, Pin. 736101, Contact No.-9434748796 Dated-28/04/2026

NOTICE

Notice is hereby given to all concern that one of my client, Sri Mitrasish Dey, son of Sri Monoranjan Dey & his wife Smt Nikita Parwani intend to purchase a plot of land measuring 33 (thirty-three) decimals, appertaining to and forming part of L. R. Plot Nos. 793, Corresponding to R. S. Plot No. 649, recorded in L. R. Khatian Nos. 1410, 1414, 1415 & 1416, corresponding to R. S. Khatian Nos. 2756, situated within Mouza - Binnaguri, J. L. No. 3, Touzi No. 2, Sheet No. 6, Pargana - Baikunthapur, Police Station - New Jalpaiguri (formerly at Bhaktinagar), District - Jalpaiguri from the present owners Sri Deepak Agarwal, son of Sri Pawan Kumar Agarwal, Sri Sumit Agarwal, son of Sri Pawan Kumar Agarwal, Smt. Deepa Agarwal, wife of Sri Santosh Kumar Singh & Sri Santosh Kumar Singh, son of Sri Uma Kant Singh.

If any person/concern having any claim, demand or objection over the aforesaid properties, may contact with the undersigned within 10 (ten) days from the date of publication of this Notice, failing which the property will be treated as free from all encumbrances and charges whatsoever & no claim/demand will be entertained.

(SWAPAN CH. KUMBHAKAR)
Advocate & Notary Public, Siliguri
Mobile: 98320-54815, 94749-44915.

কাটিহার মণ্ডলে ওএইচই নন-কোর কামকাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-টিআরডি-০২-২৬-২৭ তারিখঃ ২৮-০৪-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেঃ ডাক সংখ্যা ইএল-টিআরডি-০২-২৬-২৭। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলের কালিয়াগঞ্জ ওএইচই ডিপো অধিক্ষেত্রের অধীনে ২৪ মাসের এক সময়সীমার জন্যে আরারিয়া-গলগলিয়া খণ্ডে ওএইচই নন-কোর কামকাজ। টেণ্ডার রাশিঃ ১,০৭,৪৪,৩১৯.৬৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০৩,৭০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হবেঃ ২০-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী ২০-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বিভিন্ন প্রকল্পের নতুন বিজি রেলওয়ে লাইনের জন্য ফাইনাল লোকেশন সার্ভে

টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/২০২৬/এপিআর/০৩, তারিখঃ ২৫-০৪-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেণ্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেণ্ডার নং. সিই/কন/এনএল/এফএলএস/ ২০২৬/০১। কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ)-এর জন্য, রেলওয়ে বোর্ডের সর্বশেষ নির্দেশিকা অনুযায়ী সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ করা, বিভিন্ন প্রকল্প- যেমন গাজোল-ইটাহার (প্রায় ২৭.২ কিমি), ইটাহার-রায়গঞ্জ (প্রায় ২১.৮২৫ কিমি), ইটাহার-বুনিয়াদপুর (প্রায় ৩১ কিমি) এবং রায়গঞ্জ-ডালখোলা (প্রায় ৪৩.৪৩ কিমি)-এর নতুন ব্রডগেজ রেলওয়ে লাইনের জন্য ফাইনাল লোকেশন সার্ভে (এফএলএস) সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ডিপিআর জমা দেওয়া, এল-সেকশন, ইএসপি প্রস্তুতকরণ, সমস্ত সেতুর জিএডি, ভূমি পরিকল্পনা, হাইড্রোলোজিক্যাল ডাটা, ট্রাফিক ডাটা, ভূ-প্রযুক্তিগত অনুসন্ধান, সংশোধিত অনুমান ইত্যাদি তৈরি করা রয়েছে। আনুমানিক মূল্যঃ ৪,০৫,২৬,০১৬.৭৮/- টাকা। ই-টেণ্ডার বন্ধ হবে ২৬-০৫-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২৬-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। টেণ্ডারের বিশদ বিবরণ এবং যে কোনও সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/কাটিহার ডিএল প্রজেক্ট/মালিগাঁও

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

মুখ্য কার্যালয় পরিসরের ইষ্ট ব্লক এবং ভবনের সম্প্রসারণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ০১ অফ ২০২৬ তারিখঃ ২৮-০৪-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা ডিসিইএসটি এমএলজি-১৭-২০২৬। কাজের নাম এবং স্থানঃ মালিগাঁওঃ এসএসই/ডব্লিউ-এইচকিউ/মালিগাঁও অধিক্ষেত্রের অধীনে মুখ্য কার্যালয় পরিসরের ইষ্ট ব্লকে থাকা এইচওডি আধিকারিকের কক্ষে সংলগ্ন টয়লেটের ব্যবস্থা করার সঙ্গে কক্ষসমূহ প্রশস্ত করার জন্যে ভবনের সম্প্রসারণ। টেণ্ডার রাশিঃ ৩,৭৬,৪৭,৫১৮.৫৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭,৫৩,০০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা ডিসিইএসটিএমএলজি -১৮-২০২৬। কাজের নাম এবং স্থানঃ মালিগাঁওঃ-মুখ্য কার্যালয় পরিসরে থাকা ইষ্ট ব্লকের সম্প্রসারণের সাথে জি + ২ ভবনের ব্যবস্থা করা। টেণ্ডার রাশিঃ ২,২৫,৫০,০৩৮.৭৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪,৫১,০০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২০-০৫-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য অভিযন্তা/ইষ্ট, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিট: বার্ষিক

অক্শন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-৫৬-১-এসসি-পিআরএনএই

এসাইনমেন্ট সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা/শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-কেওয়াইআর-পিআরএনএই-টিএডি-২০৮-২৫-৩ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	পূর্ণিয়া রেলওয়ে স্টেশনে ০৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে পে এণ্ড ইউজ টয়লেট ঠিকা প্রদান

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৯-০৫-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায় এবং বন্ধ হবে: ১০.৩০ ঘন্টায়। www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA COOCHBEHAR
ADMISSION NOTICE (2026-27)

Few seats are vacant in :
Class I - Only for OBC (NCL) Category
Class XI - (Humanities) - For CBSE Board Students only.
Submission Dates :
01.05.2026 to 04.05.2026
11:30 A.M. to 02:00 P.M.
Interested eligible candidates may submit applications in the Vidyalaya with all required documents.
Incomplete applications will not be considered.
Website : coochbehar.kvs.ac.in

Principal
PM SHRI KV Coochbehar

আগ্রহ প্রকাশ আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

নংঃ এইচ/২৪৭/১/আউটসোর্সিং অফ ইনভেস্টিগেশন ফ্যাসিলিটিজ তারিখঃ ২৪-০৪-২০২৬

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ জলপাইগুড়ি দ্বারা শিলিগুড়িস্থিত ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহ (যারা এনএবিএল-এর সুপারিশপ্রাপ্ত অথবা এনএবিএল/কিউসিআই অনুমোদনের জন্য আবেদনকৃত রয়েছে)-থেকে ২ (দুই) বছরের জন্য আগ্রহ প্রকাশ (ইওআই) আহ্বান করছেন। এই আহ্বানের আওতায় প্যাথলজিক্যাল, রেডিওলজিক্যাল - এমআরআই/সিটি স্ক্যান, পিইটি স্ক্যান ইত্যাদি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন বিশেষ ধরনের ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এই উদ্দেশ্যে, রোগনির্ণয় কেন্দ্রসমূহকে তালিকাভুক্ত করার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতার মানদণ্ড প্রণয়ন করা হয়েছে। আবেদনপত্রের ফরম্যাটের পাশাপাশি উক্ত মানদণ্ডটিও রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

ইচ্ছুক শিলিগুড়িস্থিত ডায়াগনস্টিক সেন্টার, তারা তাদের আগ্রহ প্রকাশ (ইওআই) চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ জলপাইগুড়ির কাছে জমা দিতে পারেন। এটি সেগুলি সেন্টারের জন্য, যারা নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতালের রেলওয়ে সুবিধাভোগী (আনুমানিক ৭৫,০০০ ব্যক্তি)-দের, **সিজিএইচএস ওয়াই (টিয়ার II) সিটিজ তারিখঃ ০৩.১০.২০২৫** অনুসারে অনুমোদিত হারে বিভিন্ন পরীক্ষা সুবিধা প্রদান করতে ইচ্ছুক। (উল্লেখ্য যে, কোনো নির্দিষ্ট পরীক্ষার ক্ষেত্রে যদি সিজিএইচএস-এর নির্ধারিত হার পাওয়া না যায়, তবে এআইআইএমএস-এর হার অথবা অন্য কোনো সরকারি হাসপাতালের হার প্রযোজ্য হবে)।

পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিকে পরীক্ষাগারে পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থা নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল থেকেই করতে হবে।

১. আবেদন/ইওআই মাসুল ১০০০ টাকা (এক হাজার মাত্র), যা অফেরৎযোগ্য; এই মাসুল যেকোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে এফএ অ্যান্ড সিএও/মালিগাঁও-এর পক্ষে হতে হবে।
২. নন-সিজিএইচএস দরের চিকিৎসাপদ্ধতি ও পরীক্ষানিরীক্ষার ওপর ন্যূনতম ২০% ছাড়।
৩. চুক্তিটি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে দুই বছরের মেয়াদের জন্য বলবৎ থাকবে।
৪. নির্বাচিত ডায়াগনস্টিক কেন্দ্রসমূহকে চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে, ৩০ মাসের জন্য বৈধ ২,০০,০০০ (মাত্র দুই লক্ষ টাকা) টাকা মূল্যের একটি পারফরম্যান্স ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দিতে হবে।

ইওআই নথিতে উল্লেখিত নির্দেশাবলি অনুযায়ী, সিলবন্ধ খামে চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, নিউ জলপাইগুড়ির নামে সম্বোধনকৃত বিস্তারিত প্রস্তাব ২৫.০৪.২০২৬ তারিখ থেকে শুরু করে এবং ১৫.০৫.২০২৬ তারিখের ১৩:০০ ঘটিকার মধ্যে কর্মদিবসে কার্যালয় সময়ে চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, নিউ জলপাইগুড়ি হাসপাতাল, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, জেলাঃ জলপাইগুড়ি-৭৩৪০০৭-এর কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

ইওআই নথিপত্র জমাকারী প্রতিষ্ঠানকে একটি রসিদ প্রদান করা হবে। প্রাপ্ত ইওআই নথিপত্রসমূহকে, প্রস্তাব জমাকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে, উপরে উল্লিখিত কার্যালয়ে ১৫.০৫.২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘটিকায় খোলা হবে।

আবেদন জমা করার শেষ তারিখঃ ১৫.০৫.২০২৬ তারিখের ১৩:০০ ঘটিকা।

প্রাপক:
চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট
এন.এফ. রেলওয়ে, নিউ জলপাইগুড়ি
ডাকঘর: ভক্তিনগর
জেলা: জলপাইগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ)
পিন: ৭৩৪০০৭

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

By affidavit EM Jal on 27/04/2026 I Deepak Kumar Pradhan declare that Deepak Kumar Pradhan & Deepak Kumar (DL) is same & identical person. (A/M)

ওএইচই সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য আউটসোর্সিং কর্মীর ব্যবস্থা

বিড নংঃ আর_ইএল_টিআরডি_০১_২৬_২৭, তারিখঃ ২৮-০৪-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নামঃ কালিয়াগঞ্জ ওএইচই ডিপোর আওতাধীন আরারিয়া-গলগলিয়া সেকশনে ওএইচই সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, সেকশনের দৈনিক পায়ে হেঁটে টহল এবং যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামতের জন্য ২৪ মাসের জন্য আউটসোর্সিং কর্মীর ব্যবস্থা করা। টেণ্ডার মূল্যঃ ১,১০,২৪,৮৭৬.৯৬/- টাকা; বায়নার ধনঃ ২,০৫,১০০.০০/- টাকা। **বিড সমাপ্তির তারিখঃ** ২০-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **বিড খোলার তারিখঃ** ২০-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২০-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে এসএণ্ডটি কার্য

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৬-কে-৫ তারিখঃ ২৮-০৪-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ কাজের নামঃ কুমেদপুর-একলাখীর মধ্যে ১৭৬/৭-৮ কিলোমিটারে লেভেল ক্রসিং নং. এনসি-৮৬, ১৯২/১-২ কিলোমিটারে এনসি-৯৭ এবং ১৭৯/৩-৪ কিলোমিটারে এনসি-৮৮ এর পরিবর্তে আরইউবি/এলএইচএস ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত এসএণ্ডটি কাজ। টেণ্ডার রাশিঃ ২৮,১৫,৪১৭.৩১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৫৬,৩০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হবেঃ ২০-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী ২০-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি)/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪১৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪১৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কিডনি চাই

O+ কিডনি চাই, বয়স 40 এর মধ্যে ID ও অভিভাবক সহ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। M : 7407412391. (C/121695)

অ্যাফিডেভিট

আমি Kajal Kumar Sarkar S/O late Upendra Nath Sarkar, Vill- Kutubpur, Babupara, P.O.- English Bazar, P.O. Malda. Dist- Malda, আমার মেয়ে Shreya Sarkar-এর পাশপোর্টে বার No- T7083760, আমার নাম ভুল থাকায় গত 30/4/26 এ নোটারি পাবলিক মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Kajal Sarkar থেকে Kajal Kumar Sarkar করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/115490)

•

আমি Sima Dey, পিতা-সুশীল নন্দী, সুভাষপল্লী, ওয়ার্ড নং-02, পোস্ট- কোচবিহার, থানা- কোতয়ালী, জেলা-কোচবিহার, পিন-736101, পঃ বঃ, আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার Regd. No. 0562-0216 আমার নাম Sima Nandi এবং পাসপোর্ট নং- J8739800তে আমার নাম Sima De থাকায় গত ২৯-০৪-২৬ J.M. Court, ফার্স্ট ক্লাস সদর, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sima Dey নামে পরিচিত হলাম। Sima Dey, Sima De এবং Sima Nandi একই ব্যক্তি।

•

আমি Anjali Lama পিতা - Gyan Bahadur Lama, নিবাস কালচিনি। আমার স্কুল সার্টিফিকেটে নাম ভুল থাকায় গত 29.4.26 APD Notary Public কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Anjali Lama ও Anjali Lama Yolmo এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

•

আমি Litton Paul পিতা দুলাল পাল, রামকৃষ্ণ নগর, শিলিগুড়ি এলাকার বাসিন্দা। নোটারি পাবলিক অ্যাফিডেভিট শিলিগুড়ি কোর্ট দ্বারা 27/04/26 তারিখে Litan Paul নামে পরিচিত হলাম। Litton Paul ও Litan Paul একই ব্যক্তি। (C/121803)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
BHOOTH BANGLA
*ing : Akshay Kumar, Wamiqa Gabbi, Rajpal Yadav
Time : 1.15, 4.15 & 7.15 P.M.

আজ টিভিতে

কমলাকে লাজুর বিরুদ্ধে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছে বনলতা। কী আছে লাজুর ভাগ্যে? **কনে দেখা আলো** রাত ৯.৩০ **জি বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ বাদশাহী আংটি, দুপুর ১২.৪৫ পাওয়ার, বিকেল ৩.৪৫ অগ্নি, সন্ধে ৭.০০ বিয়ের লগ্ন, রাত ৯.৪৫ মন মানে না
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ প্রেম আমার, দুপুর ১.০০ ছোট বউ, বিকেল ৪.০০ বিদ্রোহ, সন্ধে ৭.৪৫ নাটের গুরু, রাত ১০.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ কলঙ্কিনী বধূ, বেলা ১১.৩০ পূজা, দুপুর ২.৩০ একাই একশো, বিকেল ৫.০০ শত্রু মিত্র, রাত ১১.০০ দিওয়ানা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মহান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সমাধান
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ৯.৪৫ বিম্বিসার, বেলা ১১.৫৭ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, দুপুর ২.২১ জয় সিমহা, বিকেল ৫.০২ সিম্বা, রাত ৮.০০ হিম্মতওর, ১০.২১ স্পাইডার
জি অ্যাকশন : সকাল ৮.৩৩ হিরোপন্তি-টু, দুপুর ১.৩৭ জওয়ান, বিকেল ৫.১০ খুদা কসম, সন্ধে ৭.৩০ মারকাস্ত্র, রাত ১০.০২ ইচ্ছাধারী কিং কোবরা
জি সিনেমা : সকাল ৮.৪৯ জওয়ান, দুপুর ১২.০১ জাট, ২.৫২ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম, বিকেল ৫.৫০ রাধে, রাত ৮.০০ সিকন্দর, ১০.২৮ রেইড-টু

হট সস ক্রিস্পি চিকেন রান্না শেখাবেন রুম্পা মণ্ডল। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

রাধে বিকেল ৫.৫০ **জি সিনেমা**

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৭ বৈশাখ ১৪৩৩, ভাঃ ১১ বৈশাখ, ১ মে ২০২৬, ১৭ বহাগ, সংবৎ ১৫ বৈশাখ সুদি, ১৩ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৯, অঃ ৬।০। শুক্রবার, পূর্ণিমা রাত্রি ৯।৩৯। স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ২।৩৭। অসৃকযোগ রাত্রি ৮।৪৩। বিষ্টিকরণ দিবা ৯।৪ গতে ববকরণ রাত্রি ৯।৩৯ গতে বালবকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৩।৩৭ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৩।৩৭ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ৯।৩৯ গতে পূর্ব্বে। বারবেলাদি ৮।২২ গতে ১১।৩৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৭ গতে ১০।১১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।৫২ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৬ মধ্যে ও ৭।৩৮ গতে ১০।১৫ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ২।৩৫ মধ্যে ও ৪।২০ গতে ৬।০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩২ গতে ৯।০ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৩।৩৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২৭ গতে ১১।১১ মধ্যে ও ৩।৩৪ গতে ৫।৯ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। শেয়ার বা ফাটকা ব্যবসায় প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনা। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা কাটবে। বৃষ : আজ কোনও ঝুঁকিবহুল কাজে হাত না দেওয়াই ভালো। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি দেখে নিশ্চিন্ত হবেন। মিথুন : সম্পত্তি বিবাদ নিয়ে মানসিক চাপ থাকবে। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। আর্থিক দিক থেকে আজ অত্যন্ত শুভ। কর্কট : বাড়ির কোনও গুরুজনের শারীরিক সমস্যায় চিন্তা বাড়বে। সন্তানের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হবে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। সিংহ : ব্যবসায়ীরা নতুন কোনও প্রকল্পে হাত দিলে আজ সফল হবেন। বহুদিনের বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি পাবেন। কন্যা : অপ্রিয় সত্য কথা বলে সংসারে সামান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। মানসিক চাপ কমাতে আধ্যাত্মবাদে আগ্রহ বাড়বে। তুলা : পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ব্যয় বাড়বে। বিজ্ঞান গবেষণায় যুক্ত পড়ুয়ারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাবেন। কাউকে সাহায্য করতে পেরে তৃপ্তি। বৃশ্চিক : স্বজনদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। কাউকে ভালো করে না জেনে টাকা ধার দেবেন না। ধনু : মায়ের স্বাস্থ্যের কারণে ব্যয় বাড়বে। বহুদিন আগে পরিকল্পনা করে রাখা কোনও অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। মকর : কর্মপ্রার্থীরা নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পাবেন। পারিবারিক কোনও সমস্যা হলে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করার চেষ্টা করুন। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে নিজের সাফল্যের কারণে কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হতে পারেন। স্ত্রীর সহযোগিতায় ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা কাটবে। মীন : বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝামেলার অবসান। সরকারি কর্মচারীদের বদলি এবং পদোন্নতির খবর মিলতে পারে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Reliance
Growth is Life
SMART BAZAAR
স্মার্ট বাজার-এর একটাই উসুল, সবসময় করবে পুরো পয়সা উশুল
ক্লাসিক লাকি গোল্ড বাসমতি রাইস / ক্লাসিক বাঁশকাঠি প্রিমিয়াম রাইস 26 kg
₹58.80 /kg
₹67 /kg
স্মার্ট প্রাইস ₹1529/ ₹1742
এমআরপি ₹1560 / ₹1768
সঞ্চয় ₹31 / ₹26
গুড লাইফ জিরা 500 g / প্যারিজ পিওর রিফাইন্ড চিনি 5 kg
₹47.80 /kg
স্মার্ট প্রাইস ₹149/ ₹239
এমআরপি ₹300 / ₹350
সঞ্চয় ₹151 / ₹111
গণেশ হোল হুইট চাক্কি আটা / আশির্বাদ হোল হুইট আটা 5 kg
স্মার্ট প্রাইস ₹199/ ₹239
এমআরপি ₹278 / ₹283
সঞ্চয় ₹79 / ₹44
ইমামি হেলদি 825 g / শাহী পরিবার কাচ্চি ঘানি মাস্টার্ড অয়েল 1 L
স্মার্ট প্রাইস ₹149/ ₹153
এমআরপি ₹210 / ₹225
সঞ্চয় ₹61 / ₹72
প্যাকেট করা ডালের সমগ্র সম্ভার
ন্যূনতম 25% ছাড়
এমআরপি ₹60 থেকে শুরু
ব্র্যান্ডেড হার্ড অ্যান্ড সফ্ট ট্রলি (নির্বাচিত রেঞ্জ)
ফ্ল্যাট 85% ছাড়
এমআরপি ₹7999 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹1199 থেকে শুরু
বিস্কুট লার্জ প্যাক 225 g থেকে শুরু / লোট্টে চকো পাই 336 g (নির্বাচিত সম্ভার)
BUY ANY 2 GET ANY 1 FREE
এমআরপি ₹90 থেকে শুরু / ইউনিট
কোল্ড ড্রিঙ্ক & জ্যুস 600 ml থেকে শুরু (নির্বাচিত সম্ভার)
BUY ANY 3 GET ANY 1 FREE
এমআরপি ₹35 থেকে শুরু / ইউনিট
সাবান 125 g x 5 ইউনিট (মাল্টি প্যাক) (নির্বাচিত সম্ভার)
BUY ANY 1 GET ANY 1 FREE
এমআরপি ₹299 থেকে শুরু
এরিয়াল / এনজো 5 kg / টাইড ডিটারজেন্ট 8 kg (নির্বাচিত সম্ভার)
ফ্ল্যাট 40% ছাড়
এমআরপি ₹600 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹360 থেকে শুরু
টাটা গোল্ড টী 800 g
সঞ্চয় ₹116
এমআরপি ₹415 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹299 থেকে শুরু
মটন ঘি 500 ml
স্মার্ট প্রাইস ₹405
এমআরপি ₹458
সঞ্চয় ₹53
পুরো পয়সা উশুল সেল
29th APR-3rd MAY
টুথপেস্ট 300 g (নির্বাচিত সম্ভার)
ন্যূনতম 40% ছাড়
এমআরপি ₹204 থেকে শুরু
Women's, Men's & Kids' Wear UP TO 70%* OFF
*Select Merchandise
Ulhaas HAPPY LIVING Raymond myTRIDENT
90% ছাড়
ডবল বেডশীট সেট (নির্বাচিত সম্ভার)
এমআরপি ₹1199 থেকে শুরু
স্মার্ট প্রাইস ₹120 থেকে শুরু
অফার এছাড়াও উপলব্ধ
SMART SUPERSTORE
•শিলিগুড়ি : কসমস মল • স্কাই স্টার বিল্ডিং, সেবক রোড • জলপাইগুড়ি : পি আর এম মার্কেট সিটি, কদমতলা মোড় • দার্জিলিং : রিঙ্ক মল • গ্যাংটক : নামনাং কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, নামনাং রোড • বালুরঘাট : টাউন ক্লাব গ্রাউন্ডের সামনে • কার্শিয়াং : প্লাজা বিল্ডিং, হিল কার্ট রোড, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের কাছে • ময়নাগুড়ি : নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন রোড • শিলিগুড়ি : সেবক রোড, আনন্দলোক হাসপাতালের কাছে • দ্বারিকা ডেভেলপার্স, বর্ধমান রোড, হেরিটেজ হাসপাতালের কাছে, সোলুগাড়া, 4র্থ মাইল • সেবক রোড, নর্দান ফ্লাওয়ার মিলসের বিপরীতে • দার্জিলিং : হিমালয়ান থিয়েটার, ছোট কাকঝোরা • গ্যাংটক : বাজরা ওয়ার্ল্ড • রায়গঞ্জ : মার্কেট সিটি মল, এন এস রোড, আশা টকিজের কাছে • জয়গাঁও : দুর্গা হৃদয় মেগা মল, এন এস রোড • কোচবিহার : নৃপেন্দ্র নারায়ণ রোড, এসিডিসি ক্লাবের বিপরীতে • মালদা এম কে রোড, 420 মোড়
নিকটবর্তী স্টোর দেখার জন্য স্ক্যান করুন
SMART BAZAAR
অফার এছাড়াও উপলব্ধ
fresh Signature.
SMART SUPERSTORE
10% INSTANT DISCOUNT#
SBI card
#Min. Trxn.: ₹3,500; Max. Discount: ₹500 per Trxn. per credit card; Validity: 29 Apr - 03 May 2026. T&C Apply.
BAJAJ FINANCE
Get ₹1500 gift voucher on shopping of ₹5000 or more with Bajaj Easy EMI.
Valid Once Per Customer from 29th April to 03rd May 2026
নিয়ম এবং শর্তাবলী প্রযোজ্য। স্টক থাকা পর্যন্ত অফারটি বৈধ। সমস্ত অফার কোনোরূপ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে। পণ্যসমূহের প্রদর্শিত ছবি * চিত্র কেবলমাত্র নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত। হোমওয়ার এবং অ্যাপারেলস্ উপরে অফারগুলি কেবলমাত্র স্মার্ট বাজার এবং স্মার্ট সুপারস্টোর-এ বৈধ। বাজাজ ফাইন্যান্স অফারটি কেবলমাত্র স্মার্ট বাজার এবং স্মার্ট সুপারস্টোর-এ বৈধ। সমস্ত পণ্যের এমআরপি সমস্ত কর সহ। ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ অফার মূল্যের নিকটতম পার্সেন্টেজের রাউন্ডেড অফ। সমস্ত অফার ৩ই মে 2026 তারিখ পর্যন্ত বৈধ। সমস্ত বিরোধ বা বিতর্ক মুম্বই আদালতের এক্তিয়ারের অধীন।

ধওলাঝোরায় শ্রমিকের মৃত্যুতে রহস্য

শামুকতলা, ৩০ এপ্রিল : এক নিরীহ শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল শামুকতলা থানার ধওলাঝোরা চা বাগানে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা নাগাদ বাগানের ২৫ নম্বর সেকশনে একটি নালা থেকে বছর পঁয়তাল্লিশের অমর মাহালিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করে দ্রুত শামুকতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পরে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। উরুতে গভীর ক্ষত ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণই এই মৃত্যু বলে প্রাথমিক অনুমান চিকিৎসকদের। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত অমর মাহালির বাড়ি বাগানের স্টিফেন লাইনে। বাগান কর্তৃপক্ষের দাবি, কাজ করার সময় গাছ কাটার দায়ের কোপ কোনওভাবে তাঁর উরুতে লাগে। জখম হওয়ার পর অমর নিজেই ফোনে সহকারী ম্যানেজারকে খবর দেন এবং তাঁকে উদ্ধার করতে বলেন। এরপর বাগান কর্তৃপক্ষ অ্যাম্বুল্যান্স পাঠিয়ে তাঁকে

- রক্তাক্ত অবস্থায় নালা থেকে উদ্ধার চা শ্রমিক অমর
- কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও উদ্ধারকাজে দেরির অভিযোগে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা
- একা কাজ করার সময় কীভাবে চোট লাগল, দানা বাঁধছে রহস্য

উদ্ধার করে বাগানের হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক ব্যান্ডেজ করে রেফার করে দেয়। কিন্তু শ্রমিক মহলের অভিযোগ, অমর ফোন করার দীর্ঘক্ষণ পর উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলেই তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ে। রক্তাক্ত অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ নালায় পড়ে থাকা নিয়েই এখন সরব হয়েছেন বাসিন্দারা।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে শ্রমিকের নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ নিয়ে। সাধারণত চা বাগানে বন্যপ্রাণীর ভয় থাকায় শ্রমিকরা দলবদ্ধভাবে কাজ করেন। কিন্তু অমর কেন ওই নির্জন এলাকায় একা কাজ করছিলেন তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। কারও মতে, যদি পাশে অন্য শ্রমিকরা থাকতেন, তবে হয়তো এত দেরি হত না এবং দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেত। তিনি কি সত্যিই নিজের দায়ে আঘাত পেয়েছিলেন, নাকি অন্য কেউ তাঁকে আঘাত করেছে এই প্রশ্নও ঘুরপাক খাচ্ছে এখন।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে বাগানের সহকারী ম্যানেজার মৃন্ময় দে বলেন, ‘কিছুদিন আগে ওই শ্রমিকের হাত কেটেছিল। তাই তিনি হালকা কাজ চেয়েছিলেন। তাঁকে চা গাছ ঝুর্ণির কাজে লাগানো হয়। সেখানে তিনি কাজ করলেও কিছুটা দূরেই কীটনাশক স্প্রের কাজ করছিলেন অন্য শ্রমিকরা। তবে তিনি আঘাত পাওয়ার পরেই ফোন করে বিষয়টি জানান। আমরা দ্রুততার সঙ্গেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছি। এরপরেও এই মর্মান্তিক ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না।’ স্বামীর এমন আকস্মিক মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন রূপা মাহালি। তিনি বলেন, ‘কীভাবে আঘাত পেয়েছেন আমার স্বামী আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।’ উরুর ক্ষতটি কি কেবল দায়ের আঘাতেই সম্ভব, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

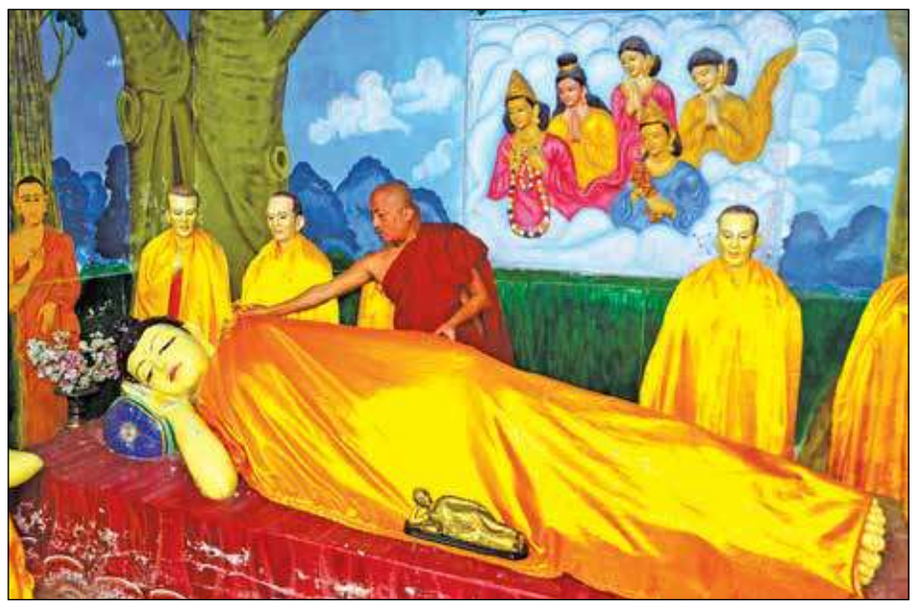

বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ির বাঁশি পাল কলোনির বুদ্ধভারতী মনাস্ট্রি সাজানো হচ্ছে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

শিলিগুড়ির উজ্জ্বল তারারা

আমলা হতে চায় দেশসেরা রাশি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : আইএসসি-র দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিল শিলিগুড়ির ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়ার বাসিন্দা রাশি চৌবে। শিলিগুড়ির মবার্ট হাইস্কুলের ছাত্রী রাশির ফল সকলে চমকে দিয়েছে। কলা বিভাগের ছাত্রী রাশির বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ইংরেজিতে ১০০, ইতিহাসে ১০০, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ১০০ ও ভূগোলে ১০০। বরাবর মেধাবী ছাত্রী হিসাবে সে স্কুলে পরিচিত। বাবা সিদ্ধার্থ চৌবে গৃহশিক্ষকতা করেন। বাবার কাছে পড়াশোনা করেই রাশি দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বাবুপাড়ার ওই ছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, চৌবে পরিবারে উৎসবের আমেজ। এসআইআর-এর জেরে ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে যাওয়ায় ওই ছাত্রীর মা রজনী চৌবে গত ২৩ এপ্রিল ভোট দিতে পারেননি। যা নিয়ে চৌবে পরিবারে দুশ্চিন্তা ছিল। তবে মেয়ের দুর্দান্ত ফলে নাম কেটে যাওয়ার গ্লানি যেন সকলে ভুলে গিয়েছেন।

১০০ শতাংশ নম্বর যে পরীক্ষায় আসবে সে বিষয়ে রাশি প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিল। আমলা

রাশি চৌবে

হওয়ার ইচ্ছে রয়েছে রাশির। তার কথায়, ‘পরীক্ষায় যেভাবে লিখে এসেছিলাম তাতে নিশ্চিত ছিলাম যে প্রতিটি বিষয়ে ১০০ শতাংশ নম্বর পাব। তবে ইংরেজিতে ১০০ পাওয়া কঠিন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়ার ইচ্ছে রয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে মাস্টার্স করব। সেজন্য ইউপিএসসিতে বসব।’

পড়াশোনার পাশাপাশি বই পড়তে রাশি ভীষণ ভালোবাসে। কবিতাও লেখে। তবে রাজনীতির কথা উঠতেই এসআইআর নিয়ে রাশি মায়ের নাম কেটে যাওয়ার বিষয়টি বলে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি যাদবপুর ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকার পরীক্ষায় বসার প্রস্তুতি শুরু করেছে।

বাবা সিদ্ধার্থের সঙ্গে রাশির বন্ধুত্বের সম্পর্ক। মেয়েকে ছোট থেকে পড়ানোয় তার ফলাফল নিয়ে সিদ্ধার্থ একেবারে নিশ্চিত ছিলেন। মেয়ের সঙ্গে খুনশুটি করার মাঝে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। সিদ্ধার্থ বললেন, ‘দশম শ্রেণিতে থাকাকালীন কিছুদিন মেয়ে কম্পিউটারের ক্লাস করেছে। বাকি সবটা আমি পড়িয়েছি। কোনও কিছুতে সমস্যা হলে মেয়েকে গুগল সার্চ করতে বলি। মেয়ের ফলাফলের জন্য গর্ববোধ করছি।’ মা রজনীর কথায়, ‘সকলের আশীর্বাদে আমাদের মেয়ে আরও বড় হোক, সেটাই চাই।’

আইআইটি-তে চোখ দিব্যেন্দু-রৌনকের

শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : আইসিএসই দশম শ্রেণির পরীক্ষায় রাজ্যে সম্মিলিতভাবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে শিলিগুড়ির দুটি স্কুলের দুই ছাত্র। শিলিগুড়ির অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুলের ছাত্র দিব্যেন্দু প্রামাণিক ও শিলিগুড়ির সেন্ট মাইকেল বয়েজ স্কুলের পড়ুয়া রৌনক কুমার ৯৯.৮ শতাংশ নম্বর পেয়েছে।

শিলিগুড়ির ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের ১২ নম্বর রাস্তার বাসিন্দা দিব্যেন্দু বরাবর স্কুলে ভালো ফল করে এসেছে। দিব্যেন্দু যে এবারও পরীক্ষায় ভালো ফল করবে, তা নিয়ে বাবা, মায়ের পাশাপাশি নিশ্চিত ছিলেন শিক্ষকরাও। বৃহস্পতিবার ওয়েবসাইটে রেজাল্ট দেখে মা বাণী শর্মা প্রামাণিককে সঙ্গে নিয়ে দিব্যেন্দু স্কুলে পৌঁছে যায়। সেখানে শিক্ষকদের প্রণাম করে আশীর্বাদ নেয়। তার বিষয়ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ইংরেজিতে ১০০, অঙ্কে ১০০, বিজ্ঞানে ৯৯, ইতিহাসে ১০০ ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ১০০। দাবাপ্রেমী দিব্যেন্দু ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়তে চায়। তার কথায়, ‘প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি। তবে এতটা ভালো ফল

দিব্যেন্দু প্রামাণিক ও রৌনক কুমার।

হবে, তা ভাবিনি। আইআইটি-র প্রবেশিকা পরীক্ষার দিকে তাকিয়ে রয়েছি। অন্য স্কুলে বিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হব।’

দিব্যেন্দুর মা বাণী প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। তার বাবা যোগানন্দ প্রামাণিক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে কর্মরত। ছেলের ফলে বাণী খুবই খুশি। বললেন, ‘ওর বাবা বাইরে কাজ করেন। ফলে ওর সবকিছু আমাকেই দেখতে হয়। ছেলের এই সাফল্যে খুব ভালো লাগছে। আগামীদিনে ও আরও এগিয়ে যাক, এটাই চাই।’

এদিকে, বিহারের বাসিন্দা রৌনক কুমার বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের বোকারোতে রয়েছে। রৌনকের বাবা রাজীব গুপ্তা পেশায় চিকিৎসক। রৌনক সেন্ট মাইকেল স্কুলে সপ্তম শ্রেণি থেকে পড়াশোনার পাশাপাশি হস্টেলে থাকত।

রাজীব বলেন, ‘কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে ছেলের খুবই আগ্রহ রয়েছে। আমরা পড়াশোনা নিয়ে কিছু বলতাম না, নিজেই পড়াশোনা করত। স্কুলে পড়াশোনা ভালো হত। বোকারোর স্কুলে ছেলে ভর্তি হয়েছে। সেখানে আইআইটি-র প্রবেশিকার পরীক্ষার জন্য কোচিং নিচ্ছে।’

মাথায় হাত চাকুলিয়া, গোয়ালপোখরের হাজারো চাষির

পচন ভুট্টার আবাদে

রোজই বৃষ্টি হচ্ছে। আর ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। তবে এখনও পর্যন্ত মহকুমার প্রায় ৩০০ হেক্টর জমির ভুট্টা চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে রিপোর্ট পেয়েছি।

মেহফুজ আহমেদ, *মহকুমা কৃষি আধিকারিক, ইসলামপুর*

ভুট্টা ওঠার পরেই মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। আমার চার বিঘা জমির ভুট্টা সব তছনছ করে দিয়েছে ঝড়। এখন কী করব ভেবে কূল পাচ্ছি না।

আরশাদ আলম, *পাগলাগ্রামের কৃষক*

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ৩০ এপ্রিল : ঝড়ের তাণ্ডবে রাতের ঘুম উড়েছে হাজার হাজার পরিবারের। জলে গিয়েছে সারাবছরের সঞ্চয়, ভবিষ্যতের আশা।

শনিবার রাতের কালবৈশাখীর পর রবিবার ও বুধবার রাতের ভারী বৃষ্টিপাত চাকুলিয়া, গোয়ালপোখরের বহু কৃষক পরিবারকে পথে বসিয়েছে। অনেকেই ভিনরাজ্যে কঠোর শ্রম করে জমানো টাকায় ভুট্টা চাষ করে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন, তাঁদের সেই স্বপ্ন এখন জলমগ্ন জমিতে ডুবে। জমি থেকে জল বের করা যায়নি।

বালাঞ্চা গ্রামের মহফুজ আলম পেশায় ভিনরাজ্যের শ্রমিক। বলছিলেন, ‘বিঘা প্রতি ২০ হাজার টাকা লিজে দুই বিঘা জমি নিয়েছিলাম। কিন্তু ঝড় সব কেড়ে নিল।’ বলতে বলতে তাঁর গলা ধরে এল। ২০ এপ্রিল ভোট দিতে বাড়ি ফিরেছিলেন। ভেবেছিলেন, ভুট্টা ভালো ফললে একবারে চলে আসবেন। লাভের টাকায় ছোটখাটো ব্যবসা দাঁড় করাবেন। পরিবারের সঙ্গে স্থায়ীভাবে থাকবেন। এখন গাছ পচতে শুরু করেছে। বললেন, ‘বোধহয় আর ফসলই উঠবে না।’

একই অবস্থা আবদুল সুভানের পরিবারের। ছয় ভাইয়ের মধ্যে পাঁচজন হিমাচলপ্রদেশে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। তাঁদের পাঠানো টাকায় এবার দশ বিঘা জমিতে ভুট্টা চাষ হয়েছিল। ঝড়ে ছয় বিঘা সম্পূর্ণ নষ্ট। সুভানের দাদা জেনারুল ইসলামের

গোয়ালপোখরের রোসকুরা এলাকায় ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভুট্টাখেত।

কথায়, ‘এক বিঘায় ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা খরচ, লিজ নিতে আরও ২০ হাজার। এত টাকা জলে গেল। এখন আবার সবাইকে বাইরে আরও কাজ করতে হবে।’

বালাঞ্চা পেরিয়ে পাগলাগ্রামের দিকে যাওয়ার পথে আলাপ হল আরশাদ আলমের সঙ্গে। রাস্তার পাশে বসেছিলেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, ‘ভুট্টা ওঠার পরেই মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। চার বিঘা জমির ভুট্টা সব তছনছ করে দিয়েছে ঝড়। জমিতে জল জমে পচতে শুরু করেছে। এখন কী করব, ভেবে কূল পাচ্ছি না।’

গোয়ালপোখরের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়েও ঝড়ে ভুট্টা চাষ তছনছ হয়ে গিয়েছে। রোসকুরা, সাহাপুর, তাজপুর, ঠুনঠুনি, ডুবকুল, বীরবান প্রভৃতি এলাকায় মাঠের ৭০ শতাংশ ভুট্টার গাছ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। বীরবান এলাকার বাসিন্দা অজয় বিশ্বাসের কথায়, ‘যে ভুট্টার গাছে কেবল দানা ধরেছে, সে সব গাছ পড়ে যাওয়ার পর বাঁচার চান্স খুবই কম। আদৌ ক্ষতিপূরণ পাব কি না জানি না।’

চাকুলিয়া ব্লক কৃষি দপ্তরের আধিকারিক স্বপ্নীল দাস জানালেন, যাঁদের বাংলা শস্যবিমা যোজনা নেই, তাঁদের এই সুবিধা পাওয়ার কথা নয়। তবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে সবরকম সহযোগিতার চেষ্টা চলছে। ইসলামপুর মহকুমা কৃষি আধিকারিক মেহফুজ আহমেদ আশঙ্কার কথা শোনালেন, ‘রোজই বৃষ্টি হচ্ছে। আর ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। তবে এখনও পর্যন্ত মহকুমার প্রায় ৩০০ হেক্টর জমির ভুট্টা চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে রিপোর্ট পেয়েছি। যার মধ্যে ৬৫ হেক্টর চাকুলিয়া, ৫৫ হেক্টর গোয়ালপোখর, ইসলামপুরে ৮৫ হেক্টর, করণদিঘিতে ৬২ হেক্টর। চোপড়াতেও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আসলে রোজ বৃষ্টি হয়ে ভুট্টার জমিতে জল জমে ক্ষতি বাড়ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সমস্ত এলাকাতেই হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা সকলেই শস্যবিমার আওতায় রয়েছেন। ফলে রিপোর্ট অনুসারে সকলকেই ক্লেম সেটেল করা হবে।’

চাকুলিয়া ও গোয়ালপোখরে ভুট্টা চাষের অনুকূল পরিবেশ। ফলে ধান, পাট চাষ বাদ দিয়ে ভুট্টায় ঝোঁক বেড়েছিল। কিন্তু এবছর এই ঝড় সেই ভুট্টারই সব শেষ করে দিয়েছে। ডুবকুল এলাকার বাসিন্দা শ্যামল মণ্ডল বলছেন, ‘ভুট্টা চাষ করে এলাকার সাধারণ মানুষ প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। হাতে দুটো টাকা হয়েছিল। আচমকা একদিনের ঝড় এত বড় সর্বনাশ করবে, তা কেউ ভাবতে পারেনি।’

ছোট গাড়ি-ট্রাক সংঘর্ষে ভাঙল বুথ, মৃত ১

ময়নাগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর, এশিয়ান হাইওয়ে এবং ময়নাগুড়ি-চ্যাংরাবান্ধা রাজ্য সড়কের সংযোগস্থল ময়নাগুড়ি ইন্দিরা মোড় রাতেরবেলায় যেন ‘ডেথ জোন’। রাত নয়টা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত ইলেক্ট্রনিক সিগন্যাল ব্যবস্থা বন্ধ থাকে ইন্দিরা মোড়ে। ফলে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটছে। গত ছয় মাসে ইন্দিরা মোড়ে আটটা বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং মৃত্যু হয়েছে চারজনের। এছাড়া ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে প্রায়দিনই।

বুধবার রাতে দুর্ঘটনার সময়ও ইলেক্ট্রনিক সিগন্যাল বন্ধ ছিল ও বৃষ্টি পড়ছিল। ওইদিন ইন্দিরা মোড়ে রাস্তা পারাপারের সময় দুটি ছোট গাড়ি ও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষের সময় একটি ছোট গাড়ি ট্রাফিক বুথে ধাক্কা মারে। ফলে বুথটি পুরোপুরি দুমড়ে যায়। মৃত্যু হয় ছোট গাড়ির এক যাত্রীর। আহত হন মোট ৫ জন। মৃত কৃষ্ণ সাহা (৭৭)-র বাড়ি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়ায়।

ওইদিন জলপাইগুড়ির দিক থেকে একটি ছোট গাড়ি ময়নাগুড়ির ইন্দিরা মোড়ে এসে লেন পরিবর্তন করে এশিয়ান হাইওয়ের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। সেসময় ধূপগুড়ির দিক থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাওয়া একটি পণ্যবাহী ট্রাকের সঙ্গে ছোট গাড়িটির সংঘর্ষ হয়। দুটি গাড়ির সংঘর্ষের পর ট্রাফিক বুথটি ভেঙে গিয়ে রাস্তার ওপর পড়ে। সেসময় চ্যাংরাবান্ধ্যার দিক থেকে জলপাইগুড়ির লেনে ওঠার জন্য এগিয়ে আসা অন্য একটি ছোট গাড়ি গিয়ে ধাক্কা মারে রাস্তার ওপর ভেঙে পড়া ট্রাফিক বুথে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ফুটপাথের গল্প।। *শিলিগুড়ির মহাবীরস্থানে ছবিটি তুলেছেন দেশবন্ধুপাড়ার অন্তরা বসু।*

আবর্জনার স্তূপের মধ্যে হাট

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৩০ এপ্রিল : ডাঁই হয়ে রয়েছে আবর্জনা। তার সামনে বসেই মাছমাংস বিক্রি করছেন বিক্রেতারা। এমন পরিস্থিতিতে নাকে রুমাল চেপে বাগডোগরা হাটে ঢুকতে হচ্ছে ক্রেতাদের। মাছ ব্যবসায়ী অরবিন্দ মজুমদারের গলায় ক্ষোভ ধরা দিল। বললেন, ‘নিকাশিনালাগুলো কয়েক বছর ধরে পরিষ্কার করা হয় না। বাজারের যত আবর্জনা সব জমা হয়ে রয়েছে। নালার পোকা দোকানে উঠে আসছে। দুর্গন্ধে ক্রেতারা দাঁড়াতে পারেন না।’

শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামীণ হাটগুলোর মধ্যে বাগডোগরা অন্যতম। সপ্তাহে দু’দিন, রবি ও বৃহস্পতিবার হাট বসে। এই হাটের ওপর নির্ভর করেন ফাঁসিদেওয়া এবং মাটিগাড়া ব্লকের কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা। অথচ ক্রমশ হাট সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। হাটে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় কিছু ব্যবসায়ীকে হাটের বাইরে উড়ালপুলের নীচেও বসতে হয়। রাজু শা নামে এক ব্যবসায়ীর কথায়, ‘হাটের যা পরিস্থিতি, তাতে ব্যবসা করাই যাবে না।’

হাটের মধ্যে আবর্জনা জমে পাহাড় হয়ে গিয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই জলকাদায় একশা দশা। মাংস বিক্রেতা মহম্মদ রুস্তম বলছেন, ‘হাটের তহশিলদার কোনও কাজ করেন না। দেখতেও আসেন না কোনও দিন।’

এ নিয়ে বাগডোগরা হাট কল্যাণ সমিতির সভাপতি গোলাপ গুপ্তা বলছেন, ‘কয়েক বছর ধরে হাট পরিষ্কার করা হয় না। হাটের তহশিলদার এবং আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে অনেকবার বলেছি। মানুষ হাটে এসে কেনাকাটা করতে পারেন না। আমরা দূষিত পরিবেশের মধ্যে বসে ব্যবসা করছি।’ গোলাপ আরও বলেন, ‘আমরা তহশিলদারকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, হাটের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা তুলে এক লাখ টাকা দেব আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য। তারপরেও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।’

বাগডোগরার বাসিন্দা সমীর ঘোষাল সরাসরি আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতকে দোষারোপ করে বলেন, ‘হাটের মধ্যে একটা শৌচাগার থাকলেও সেটা এতটাই

আবর্জনার স্তূপের পাশেই বসেন মাছ বিক্রেতা। বৃহস্পতিবার।

নোংরা যে ব্যবহার করার অযোগ্য। নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। হাটের মধ্যে কালী মন্দিরের মতো পবিত্র স্থানও দূষণে জর্জরিত।’

অবশ্য এ নিয়ে আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সিনহা বলছেন, ‘নিকাশিনালা পরিষ্কার করা হচ্ছে। তবে আবর্জনা ফেলার জায়গা নেই। সেজন্য আবর্জনা ফেলা হচ্ছে না।’

আর বাগডোগরা হাটের তহশিলদার মনোজকুমার রায়ের বক্তব্য, ‘আমি জেলা শাসককে চিঠি দিয়েছি। ভোটের পরে কাজ হবে বলে আশা করছি।’

নদীতে তলিয়ে গেল ছাত্র

চোপড়া, ৩০ এপ্রিল : স্কুল থেকে ফিরে বন্ধুদের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্র। চোপড়ার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়াবাড়ি ধর্মগছ এলাকায় বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নিখোঁজ ছাত্রের নাম আবদুল সালাম (১৩)। সে ছাগলের জন্য ঘাস কাটার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়। সঙ্গে ছিল তার ছোট ভাই। স্থানীয় শীতপাড়া সংলগ্ন ডোক নদীতে তিন বন্ধু স্নান করতে নামে। স্নান করার সময় হঠাৎই তলিয়ে যায় সালাম। নদীর পাড়ে থাকা ছোট ভাই দাদাকে ডুবতে দেখে দৌড়ে বাড়িতে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে চোপড়া থানার পুলিশ পৌঁছায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডুবুরি ডাকা হয়েছে। তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিখোঁজ ছাত্রের হদিস মেলেনি।

স্মরণসভা

চোপড়া, ৩০ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার শ্রমিক নেতা আকবর আলির স্মরণসভা পালন করা হয়। ২০০৩ সালের ৩০ এপ্রিল ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের লালবাজার এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে সিপিএমের শ্রমিক নেতা আকবর আলি সহ দলীয় কর্মী জরিফুল ইসলাম, খলিলুর রহমান ও বিজয় রায়ের মৃত্যু হয়। স্থানীয় লালবাজারে তাঁদের চারজনের স্মৃতির উদ্দেশে তৈরি করা হয় শহিদ বেদি। এদিন শহিদ বেদিতে মাল্যদান করা হয়। শহিদের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সিটুর জেলা সম্পাদক স্বপন গুহ নিয়োগী, চোপড়ার সিপিএম প্রার্থী মকলেস্বর রহমান প্রমুখ।

বেপাত্তা ঠিকাদার, বন্ধ হাসপাতাল নির্মাণ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৩০ এপ্রিল : মাঝপথে কাজ ছেড়ে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছেন ঠিকাদার। ফলে দুই বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে হাসপাতালের নির্মাণকাজ। এই সময়ের মধ্যে হাসপাতাল তৈরির দায়িত্ব তিন দপ্তরের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। তবে আদৌ কবে হাসপাতাল তৈরি হবে, তা বুঝতে পারছেন না নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অটল চা বাগানের শ্রমিকরা। অটল বাগানের বাসিন্দা লেব্রানুস টোপ্পো বলছেন, ‘আশপাশে কোনও হাসপাতাল নেই। আমাদের বাগানের অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের দেওমণি চা বাগানে যেতে হয়। বেশি সমস্যা হলে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে দৌড়াতে হয়।’

অটল চা বাগানে হাসপাতাল না থাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে ১২ মাস নদী পেরোতে হয় প্রসূতিদের। এনিয়ে ক্ষোভ জমছে শ্রমিক মহলে। দমদমা লাইনের পিংকি মিঞ্জ বলেন, ‘একজন প্রসূতির পক্ষে জঙ্গল, নদী পার করে হাসপাতালে যাওয়াটা ঝুঁকিপূর্ণ। বাড়ির কোনও পুরুষকে নিয়ে যেতে গেলে বাগানের কাজ বন্ধ করে যেতে হয়। রাস্তাঘাটের অবস্থাও বেহাল।’

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে শ্রম দপ্তরের

অসমাপ্ত হাসপাতাল ভবন। অটল চা বাগানে।

উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর অটল চা বাগানের ফ্যাক্টরি লাইনে ১০ বেডের হাসপাতাল নির্মাণের কাজ শুরু করে। তবে মাস চারেক কাজ চলার পরেই কাজ বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ। চার মাসে হাসপাতালের কাজের তদারকি করতে এসেছিল, তখন নিম্নমানের কাজের অভিযোগ ওঠে। একাধিক গাফিলতির অভিযোগে কাজটি বন্ধ হয়ে আছে। ফান্ড হস্তান্তর নিয়েও সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমদিকে শ্রম দপ্তর কনস্ট্রাকশন বোর্ড মারফত উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে কাজের বরাত দিয়েছিল। পরে কাজে বিভিন্ন গাফিলতি থাকায় শ্রম দপ্তর সেটা টি ডিরেক্টরেটকে দেয়। এভাবেই একাধিক দপ্তরে কাজ ঘুরতে থাকে। ১০ বেডের এই অর্ধসমাপ্ত হাসপাতালে এখন মদের আসর বসছে বলেও অভিযোগ উঠছে। হাসপাতালের কাজ পুনরায় শুরু করার জন্য বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন থেকে শ্রম দপ্তরকে একাধিক চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও উত্তর মেলেনি বলে অভিযোগ। শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি-র দার্জিলিং জেলা সমতলের সভাপতি নির্জল দে বলছেন, ‘অটল চা বাগানে হাসপাতাল নির্মাণের কাজ অনেকদিন ধরেই বন্ধ। দার্জিলিং জেলায় অন্য চা বাগানগুলিতে হয় হাসপাতাল তৈরি হয়ে গিয়েছে বা কাজ চলছে। শুধু এই বাগানেই কাজ বন্ধ।’

শুধু অটল বাগানই নয়, এই হাসপাতালের আশায় দিন গুনছে পাহাড়গুমিয়া চা বাগানের শ্রমিক পরিবারগুলিও। পাহাড়গুমিয়া চা বাগানের গিরামণি সংসদের রাজু বড়াইক বলছেন, ‘আমাদের অটল এবং পাহাড়গুমিয়া দুই চা বাগানে কোনও হাসপাতাল নেই। অথচ এই দুই সংসদে হাজার হাজার শ্রমিক পরিবারের বসবাস। দমদমা, গিরামণি, মিনগাড়া এলাকার প্রসূতিদের মানঝা নদী পার করে বিজয়নগর রঘুরামজোত স্বাস্থকেন্দ্রে পরিষেবা নিতে যেতে হয়। পরিস্থিতি এমন যে, নিজের বাগানের কাজ বন্ধ রেখে একটা দিন সেখানে চলে যায়। অটল চা বাগানে হাসপাতাল হলে এই এলাকার শ্রমিকরা উপকৃত হবেন।’

ভোটপর্ব চলাকালীন এনিয়ে মন্তব্য করতে চাননি রাজ্যের শ্রম দপ্তরের অতিরিক্ত লেবার কমিশনার তীর্থঙ্কর সেনগুপ্ত। তবে উত্তরবঙ্গের জয়েন্ট লেবার কমিশনার পার্থ বিশ্বাস বলেছেন, ‘ওই হাসপাতালের কাজ টি ডিরেক্টরেট দেখে। তারাই বলতে পারবে।’

যদিও এনিয়ে টি ডিরেক্টরেটের চেয়ারম্যান অমরনাথ মল্লিককে একাধিকবার ফোন করা হলেও সাড়া মেলেনি। এদিন রাত ৮টা ৩১ মিনিটে টেক্সট মেসেজ করলেও উত্তর মেলেনি।

শৈশবের জলছবি।। *বৃহস্পতিবার ইসলামপুরের ঠাকুরনগর কলোনিতে রাজু দাসের তোলা ছবি।*

কমছে পাতার দাম, চিন্তায় ক্ষুদ্র চাষিরা

মনজুর আলম

চোপড়া, ৩০ এপ্রিল : বৈশাখী বৃষ্টিতে মুখে হাসি ফুটেছিল ক্ষুদ্র চা চাষিদের। তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হল না। সেকেন্ড ফ্লাশে ন্যায্য দাম না পাওয়ায় বিপাকে চোপড়া ব্লকের ক্ষুদ্র চা চাষিরা।

অভিযোগ, গত চারদিনে পাতার দাম তলানিতে ঠেকেছে। এলাকার ক্ষুদ্র চা চাষিদের কথায়, বর্তমান দামে কাঁচা পাতা বিক্রি করে উৎপাদন খরচ তোলাই কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে আগামীদিনে বাগান পরিচর্যা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা তাদের।

এলাকার ক্ষুদ্র চা চাষি বুলা ঘোষ বলছেন, 'পাতা তোলার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে দিতে হয়েছে। কেননা, বর্তমান যা দাম তাতে পাতা তোলা এবং পরিবহণ খরচ উঠবে না।' প্রত্যুষ সিংহ বললেন, 'এলাকার অনেকেই পাতা তোলেনি। সময় হলেও পাতা ফেলে রেখেছেন অনেকে। এই অবস্থা চলতে থাকলে পাতা কেটে ফেলে দিতে হবে।'

আরেক চাষি আবদুল গনি জানালেন, চলতি মাসের ২৬ তারিখ থেকে দাম কমতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার ১২ টাকা প্রতিকেজি পাতা বিক্রি করতে হয়েছে। তাঁর কথায়, 'সরাসরি কারখানায় পাতা দেওয়াতে এই দাম মিলেছে। আর যাঁরা ব্রোকারের মাধ্যমে পাতা দিয়েছেন তাঁরা কেজিপ্রতি ১০ টাকার নীচে পেয়েছেন। চাষিদের দাবি, গত দুই দশকে নাকি এপ্রিল মাসে এত বৃষ্টিপাত ও একসঙ্গে এত বেশি পরিমাণে উৎপাদন দেখা যায়নি। এদিকে টানা বৃষ্টির কারণে পাতা তোলা ব্যাহত হয়েছে।

> **চোপড়া ব্লকেই প্রায় কুড়ি হাজারের বেশি ক্ষুদ্র চা চাষি রয়েছেন। জেলায় ৫৬টি বটলিফ কারখানা। কারখানা মালিকরা সুযোগ বুঝে চাষিদের কোপ মারছেন।**
>
> **দেবাশিস পাল** *সম্পাদক, ক্ষুদ্র চা চাষি সংগঠন*

এদিকে, ঘিরনিগাঁওয়ের ক্ষুদ্র চা চাষিদের মধ্যে আনারুল হক বলছেন, 'ফার্স্ট ফ্লাশে ৩০ টাকা কেজি দরে পাতা বিক্রি করেছি। আর এখন সেটা নেমে দাঁড়িয়েছে ১০ থেকে ১২ টাকায়।'

এভাবে দাম কমতে থাকা নিয়ে অন্য যুক্তি খাড়া করেছেন চোপড়া ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক পার্থ ভৌমিক। তাঁর কথায়, 'অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে জোগান বেড়েছে। ভোটের ফলপ্রকাশের আগে চাষিদের মধ্যে পাতা তোলার হিড়িক পড়েছে। ফলে হঠাৎ করেই বাজারে কাঁচা পাতার সরবরাহ বেড়ে যাওয়াতে এমনটা হয়েছে।'

পার্থ এই যুক্তি দিলেও, তাঁর দাবি মানতে চাইছেন না ক্ষুদ্র চা চাষিরা। রতন সাহা নামে এই ক্ষুদ্র চা চাষি বললেন, 'যেখানে কারখানা মালিকদের দৈনিক ৮০ টন পাতা কেনার ক্ষমতা রয়েছে, সেখানে মাত্র ৪০ থেকে ৪৫ টন পাতা কেনা হচ্ছে। তাহলে জোগান বেশির কথা আসে কী করে।'

যদিও কারখানা মালিকদের অনেকে বলছেন, ভোটের কারণেও এক-দু'দিন কারখানা বন্ধ ছিল। তাছাড়া বিদ্যুৎ পরিষেবারও একটা সমস্যা হচ্ছে। তাই একসঙ্গে এত পাতা কিনতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে।

উত্তর দিনাজপুর স্মল টি গ্রোয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবাশিস পাল বলছেন, 'চোপড়া ব্লকেই প্রায় কুড়ি হাজারের বেশি ক্ষুদ্র চা চাষি রয়েছেন। জেলায় ৫৬টি বটলিফ কারখানা। কারখানা মালিকরা সুযোগ বুঝে চাষিদের কোপ মারছেন।' এমন চলতে থাকলে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। টি বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

> **নির্যাতিতা তরুণী বাড়ি ফিরতে অস্বীকার করলে তাঁকে প্রশ্ন করতেই পুরো ঘটনা সামনে আসে।**
>
> **অভিযোগকারী**

যা অভিযোগ

- বছরখানেক ধরে মানসিক সমস্যাগ্রস্ত মেয়েকে একাধিকবার ধর্ষণ সৎবাবার
- সবটা জেনেও প্রতিবাদ না করে, মেয়েকে গর্ভনিরোধক পিল খাওয়াতেন মা
- একটি পরিবারের সদস্যদের কাছে নির্যাতিতা সবটা বলতেই এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসে
- অভিযুক্ত মা-বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ
- নির্যাতিতা তরুণীকে হোমে পাঠানো হয়েছে
- ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

মেয়েকে 'ধর্ষণে' কাঠগড়ায় সৎবাবা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : 'কু-সন্তান যদি বা হয়, কু-মাতা কভু নয়।'

বহুল প্রচলিত এই প্রবাদের মানেটা এরকম, 'সন্তান খারাপ হলেও, মা কখনও খারাপ হতে পারে না।' যদিও বুধবার রাতে শহর শিলিগুড়িতে যে ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে তাতে এই প্রবাদ বাক্য মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।

কেন-না, এই শহরেই বছরখানেক ধরে সৎবাবার লালসার শিকার হলেন মানসিক সমস্যাগ্রস্ত মেয়ে। প্রতিবাদ না করে মুখ বুঝে সবটা সহ্য করার পাশাপাশি বিষয়টি যাতে কেউ জানতে না পারে তাই এতদিন ধরে মেয়েকে গর্ভনিরোধক পিল খাওয়ালেন মা! বুধবার রাতে 'সামাজিক অবক্ষয়'-এর এমন ঘটনা জনমানসে ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। মা-বাবার কাছেই মেয়ে যদি সুরক্ষিত না হয় তাহলে বাইরে সে নিজেকে সুরক্ষিত মনে করবে কী করে? এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে শহরের অলিতে-গলিতে।

শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচী বলছেন, 'একজন মা হয়ে এধরনের ঘটনাকে সমর্থন করছেন, ভাবাই যায় না। এদের সেলুলার জেলে রাখা উচিত।'

এদিকে, অভিযোগ দায়ের হতেই বুধবার রাতে অভিযুক্ত মা-বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে, নির্যাতিতা তরুণীকে হোমে পাঠানো হয়েছে।

গর্ভ নিরোধক পিল খাওয়াতেন মা

কিন্তু কী ঘটেছে এতদিন? তাছাড়া কীভাবেই বা জানাজানি হল এই ঘটনা?

বুধবার সন্ধ্যায় নির্যাতিত ছাব্বিশ বছরের ওই তরুণী তাঁর বোনের সঙ্গে বোনের এক বান্ধবীর বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে খোশমেজাজে কাটানোর পর বাড়ি ফেরার সময় হলেই ওই তরুণী বেঁকে বসেন। দীর্ঘক্ষণ বোঝানোর পরও তিনি কোনওভাবেই যেতে না চাইলে, তখন তাঁর বোনের বান্ধবীর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন তিনি যেতে চাইছেন না।

প্রশ্নের মুখে পড়ে নির্যাতিতা তরুণী এতদিন ধরে তাঁর ওপর হওয়া অত্যাচারের কথা বলেন। এদিকে, রাত হয়ে গেলেও দুই মেয়ে বাড়ি না ফেরায় ওই বাড়িতে চলে আসেন নির্যাতিতা তরুণীর মা। তরুণীর বলা অত্যাচারের বিষয়টি নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি তা স্বীকার করে নেন বলে খবর। যদিও মানসিক সমস্যাগ্রস্ত মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যেতে নাছোড়বান্দা ছিলেন তিনি। তবে মেয়ে যেতে না চাওয়ায় একাই ফিরতে হয় তাঁকে।

পরে পুলিশকে জানানোর সিদ্ধান্ত নেন ওই পরিবারের সদস্যরা। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন তাঁরা। এরপর নির্যাতিতাকে সঙ্গে নিয়ে ভক্তিনগর থানায় জানানো হয়। পুলিশ নির্যাতিতার অভিযুক্ত মা-বাবাকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁরা অভিযোগ স্বীকার করে নেন। এরপরেই লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সূত্রের খবর, নির্যাতিতার মা পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে দাবি করেছেন, সংসার বাঁচাতে সব জেনেও তিনি প্রতিবাদ করেননি। তাছাড়া বিষয়টি যাতে কেউ জানতে না পারে তাই মেয়েকে গর্ভনিরোধক পিল খাওয়াতেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত মায়ের তিন মেয়ে রয়েছে। এর মধ্যে প্রথমপক্ষের দুজন। প্রথমপক্ষের স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর বছরখানেক আগে তিনি ফের বিয়ে করেছিলেন। দুই মেয়েকেও নিজের সঙ্গেই রাখতেন। এরই মধ্যে দ্বিতীয়পক্ষেও তাঁর এক কন্যাসন্তান হয়।

যে পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগ জানানো হয় সেই পরিবারে এক সদস্যের কথায়, 'ধৃতের প্রথমপক্ষের ছোট মেয়ের সঙ্গে আমাদের বাড়ির মেয়ের বন্ধুত্ব রয়েছে। বুধবার ছোট মেয়ে তাঁর দিদিকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসেছিল।নির্যাতিতাতরুণীবাড়িফিরতেঅস্বীকারকরলেপুরো ঘটনা সামনে আসে।'

দখলদারিতে প্রশ্নে প্রশাসনের ভূমিকা

শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের অংশে নতুন করে বসা 'রেডিমেড' গুমটি, ভ্যানের খবর প্রকাশ্যে আসার পরেও প্রশাসনের তরফে কোনও ধরনের হেলদোল নজরে পড়ল না। এমনকি বৃহস্পতিবারও এলাকায় থাকা ওই রেডিমেড গুমটি, ভ্যানগুলোর একাংশ 'প্যাকিং' করা অবস্থায় রয়েছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। রাজনৈতিক প্রভাব থাকা গ্যাংয়ের সদস্যদের অঙ্গুলিহেলন থাকার কারণেই কি কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা।

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক সহ সভাপতি মানিক অরোরার বক্তব্য, 'প্রকাশ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে দখলদারির পেছনে ওই এলাকায় দাপানো গ্যাং সদস্যদের জড়িত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট। তৃণমূলের সমর্থক না থাকলে কোনও দিনই ওই গ্যাং এধরনের দাপাদাপি করতে পারত না। নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের নীচে দোকান বসানো যেত না।'

নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের নীচে এধরনের দোকান বসার পেছনে যদিও মদত থাকার বিষয়টা অস্বীকার করছেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের (সমতল) চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রয়াল। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা এধরনের দখলদারির ব্যাপারে কোনও সময় প্রশ্রয়ই দিই না। অবশ্যই প্রশাসনের তরফে এব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।'

এদিকে, পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের নীচে বসানো দোকান, গুমটি সরিয়ে দেওয়ার কথা বললেও পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। চলতি বছরের শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত সেবক রোড ও নির্মীয়মাণ উড়ালপুলকে কেন্দ্র করে একাধিকবার এই ধরনের জবরদখলের অভিযোগ উঠেছে। প্রতিবারই এলাকায় দাপিয়ে চলা গ্যাং সদস্যদের নাম জড়িয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনওবার পুরনিগমের তরফে এধরনের অবৈধভাবে বসানো গুমটি কিংবা দোকানের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়নি।

- নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের নীচে নতুন করে 'রেডিমেড' গুমটি ও ভ্যান বসিয়ে জবরদখলের অভিযোগ
- প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ দেখা যায়নি
- পুরনিগম কেন উচ্ছেদ অভিযানে নামছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে

অবৈধ দখলদারির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগও পুলিশকে বলা হয়নি। গত জানুয়ারি মাসে লাগাতার খবর প্রকাশের কারণে সেবক রোডে এভাবে বসানো গুমটি স্থানীয় ভক্তিনগর থানার তরফে অভিযান চালিয়ে তোলা হয়েছিল। সেগুলো এখনও থানায় রয়েছে।

পুরনিগমের শিথিলতার নেপথ্যে ওই গ্যাং সদস্যদের তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের ঘনিষ্ঠতাই মূল কারণ কি না উঠছে প্রশ্ন।

এমনকি ওই গ্যাং সদস্যরা এবারের নির্বাচনে সরাসরি তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেছিলেন বলে অভিযোগ। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও ধরনের রাখঢাক না করেই নিজেদের তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। সেকারণেই কি বিভিন্ন সময় শাসকদলের নেতারা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললেও বাস্তবে কোনও ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারেননি? আর তাই যাবতীয় বিতর্কের মধ্যেও ওই গ্যাং সদস্যরা একের পর এক দোকান বসালেও শুধুমাত্র গর্জন করেই নিজেদের দায় এড়িয়ে চলছেন নেতারা?

অন্যদিকে, অভিযোগ না এলে এব্যাপারে কোনওকিছু করা সম্ভব নয় বলেও দাবি করছেন পুলিশকর্তারা। মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'নির্দিষ্ট অভিযোগ না করা হলে আমরা কোনও ব্যবস্থা নিতে পারি না।'

জীবিকার ভার। বৃহস্পতিবার কোচবিহারে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

প্রতিবেশীর হাতে প্রাণ গেল বৃদ্ধের

গোয়ালপোখর, ৩০ এপ্রিল : শান্ত, সবুজ ভুট্টাখেতের মধ্যে বৃদ্ধের গলার নলি কেটে নৃশংস খুন! বৃহস্পতিবার ভোরে চাষের জমিতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় বছর ৬৫-র শ্রীপতি বণিকের দেহ। এমনকি, তাঁর হাতেও ধারালো অস্ত্রের গভীর ক্ষতচিহ্ন ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। গোয়ালপোখর থানার ডুবকুল সাহাপুর এলাকার এই ঘটনায় অভিযোগের তির প্রতিবেশী তরুণ জয় বিশ্বাসের দিকে। মৃতের পরিবারের দাবি, সকালে ধারালো ছুরি হাতে শ্রীপতির পিছু নেন জয়। এরপর এলাকা থেকে তাঁকে পালিয়ে যেতেও দেখেছেন অনেকে। ঘটনায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে পরিবারের তরফে। এদিকে, ইসলামপুরের পুলিশ সুপার রাকেশ সিং জানিয়েছেন, অভিযুক্ত জয়কে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত বুধবার। অভিযোগ, অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় নিজের দাদু মণিমোহন বিশ্বাসের ওপর চড়াও হয়েছিলেন জয়। সেই মুহূর্তে শ্রীপতি প্রতিবাদ করে রুখে দাঁড়ান। জয় তাঁকেও আক্রমণ করেন। শ্রীপতির ছোট ছেলে রতন বণিক এগিয়ে এলে তুমুল বচসা এবং ধস্তাধস্তি হয় দু'পক্ষের মধ্যে। বাবা-ছেলের প্রাণনাশের হুমকি দেয় জয়। সেই থেকেই শ্রীপতির ওপর জয়ের আক্রোশ জমে ছিল বলে অভিযোগ। তার জেরেই এদিন সকালে নারকীয়ভাবে খুন হতে হল শ্রীপতিকে।

মৃতের নাতনি দিয়া বণিক বলেন, 'প্রতিদিনের মতো এদিনও দাদু ভুট্টাখেত দেখতে বেরিয়ে যান। তখনই জয় তাঁর পিছু নেন।' পরিবারের সদস্য উত্তম বণিক বলেন, 'পালানোর সময় জয়ের হাতে ছুরি এবং সারা শরীর কাদায় মাখামাখি অবস্থায় ছিল। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। পরে গোটা ঘটনা জানতে পারি।' এদিকে শ্রীপতির বৌমা শীলা বণিকের দাবি, 'জয় মাদকাসক্ত। চুরি-ছিনতাইয়ের একাধিক অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই আমার শ্বশুরকে খুন করেছে।'

- চাষের জমিতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় বছর ৬৫-র শ্রীপতি বণিককে
- অভিযোগ, ধারালো ছুরি হাতে শ্রীপতির পিছু নেন প্রতিবেশী তরুণ জয় বিশ্বাস
- অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ

ঠান্ডা মাথায় নৃশংস এই খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত তরুণকে শুক্রবার পুলিশ হেপাজতে চেয়ে আদালতে পেশ করা হবে। গ্রেপ্তারির সময়ে অভিযুক্ত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। তবে শুধুই কি বচসার জেরে আক্রোশ? নাকি এই খুনের পেছনে অন্য আরও কোনও কারণ ছিল? খুনে কোনও অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল? বিশদে জানতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

আসছেন মনোজ

ইসলামপুর, ৩০ এপ্রিল : ভোটগণনার আগে ইসলামপুরে কড়া মেজাজে পুলিশ-প্রশাসন। হিংসা রুখতে রুটমার্চ করছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। বৃহস্পতিবারও একাধিক জায়গায় রুটমার্চ করা হয়। অন্যদিকে, গণনার আগের দিন অর্থাৎ ৩ মে ইসলামপুর কলেজ কাউন্টিং সেন্টার পর্যবেক্ষণে আসবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল।

বাগানে বিদ্যুৎ

জলপাইগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : ক্ষুদ্র চা চাষে পোকা দমন সহ সেচের কাজে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নিল জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি শহরে সমিতির সদর কার্যালয়ে অপ্রচলিত শক্তির বিষয়ে আলোচনা হয়। সেখানে রাজগঞ্জ, মৌলানি, তালমা, জলপাইগুড়ি শহর মিলিয়ে ৫টি আউটলেটে সমিতির পক্ষ থেকে সৌরবিদ্যুতের কিছু সরঞ্জাম বণ্টন করা হয়। সমিতির জেলা সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেছেন, 'সৌরবিদ্যুৎচালিত পোকা দমনকারী যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছি।'

বেহাল রাস্তায় দুর্ঘটনা, বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : ফুলবাড়ি টোল প্লাজা থেকে মহানন্দা ব্যারেজের ক্যানাল রোড পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার বেহাল রাস্তা নিয়ে ক্ষোভের শেষ নেই। বৃহস্পতিবার দুপুরে সেই বেহাল ক্যানাল রোডে একটি টোটো উলটে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। বাসিন্দারা ক্যানাল রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগ, রাস্তার মধ্যে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। সেগুলির মধ্যে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) ওই রাস্তাটি দেখাশোনার জন্য টোল বসিয়ে নিয়মিত টাকা তুলছে। টাকা তোলা সত্ত্বেও কেন রাস্তার এমন বেহাল দশা তা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের শেষ নেই।

এদিন টোটো উলটে যাওয়ায় এক ব্যক্তি আহত হন। রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ সেখানে যায়। কিছুক্ষণ অবরোধের পর পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। ফুলবাড়ির গঠমাবাড়ির বাসিন্দা সন্তোষ রায়ের অভিযোগ, 'রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের নাম করে প্রতিটি গাড়ি থেকে টোল নেওয়া হয়। রাস্তা ভেঙে গর্ত তৈরি হয়েছে। বৃষ্টির জল তাতে জমে থাকলে ওপর থেকে দেখে গর্তের মাপ বোঝা মুশকিল। তাই দুর্ঘটনা ঘটছে।' স্থানীয়রা জানালেন, বৃষ্টি না হলে ভাঙা রাস্তায় গাড়ি চললে এত ধুলো ওড়ে যে, ঘরবাড়ি সাদা হয়ে যায়। বাচ্চা, বৃদ্ধরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই দ্রুত রাস্তা মেরামতির দাবি তুলেছেন তাঁরা।

স্থানীয় বাসিন্দা নারায়ণ দাসের কথায়, 'এই রাস্তা তৈরির পর বেশিদিন টেকে না। প্রতিবার ভাঙে আর আমাদের ভোগান্তি পোহাতে হয়। কাজের মান খারাপ হওয়ার জন্যই এমনটা হয়। টাকা যখন নিয়মিত তোলা হচ্ছে তখন কেন রাস্তা মেরামত করা হবে না?'

রাস্তাটি দেখভালের দায়িত্বে থাকা এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার বলেন, 'নির্বাচন পার হলে দ্রুত রাস্তাটি মেরামত করা হবে। টেকনিকাল টিম রাস্তাটি দেখে এসেছে। রাস্তার পাশে জল জমায় সেটি টিকছে না। তবে এবার আরও ভালো করে সেটি তৈরি করে দেওয়া হবে।'

রাস্তাই বদলে দিয়েছে গ্রামের চেহারা

এক সময়ে যে রাস্তা দুর্ভোগের কারণ হয়ে উঠেছিল, এখন সেই পথই গ্রামবাসীর জন্য স্বস্তি এনে দিচ্ছে। ভাঙাচোরা পথে এখন বসেছে পেভার্স ব্লক। আর তাতে খুশি দক্ষিণ হাজারবিঘা, মেছাপোখরের বাসিন্দারা।

মনজুর আলম

চোপড়া, ৩০ এপ্রিল : বিদ্যুৎ আগেই পৌঁছেছিল, তবে পাকা রাস্তার অপেক্ষা ছিল দীর্ঘ দুই দশকের। এবার পেভার্স ব্লকের নতুন রাস্তা পেয়ে খুশির হাওয়া বইছে চোপড়া ব্লকের ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ হাজারবিঘা গ্রামে। বর্ষা এলেই কাদা, জল জমা আর খানাখন্দে ভরা রাস্তা পেরিয়ে নিত্য যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হত বাসিন্দাদের। এবার সেই সমস্যারই স্থায়ী সমাধান মিলেছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। কাঁচনাডাঙ্গির বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের কথায়, 'ঝকঝকে রাস্তা পেয়ে খুশি এলাকার মানুষ।'

ঘিরনিগাঁওয়ের কাঁচনাডাঙ্গি রাজ্য সড়ক থেকে দক্ষিণ হাজারবিঘা হয়ে মেছাপোখর পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ পেভার্স ব্লকের রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এই রাস্তা চালু হওয়ায় একই রুটের অন্তত তিনটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন। স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন, এতদিন বর্ষার সময় জল পেরিয়ে চলাচল করতে হত। স্কুল পড়ুয়া, রোগী ও সাধারণ মানুষকে নিত্যদিন ভোগান্তির মুখে পড়তে হত। নতুন রাস্তা হওয়ায় এখন যাতায়াত অনেক সহজ হবে বলে আশা করছেন বাসিন্দারা। দক্ষিণ হাজারবিঘা গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা মহম্মদ কলিমুদ্দিনের কথায়, 'বর্ষায় রাস্তার উপর জল জমে যেত। জলকাদার জন্য গ্রামে গাড়ি ঢুকতে চাইত না। এখন গ্রামের মূল রাস্তা ভালো হওয়ায় সেই সমস্যা মিটেছে।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে এই রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রায় ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৮২ টাকা বরাদ্দ হয়। মাস চারেক আগে কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দাদের অনেকেই বলছেন, বহুদিন ধরেই এই রাস্তার দাবি জানানো হচ্ছিল। অবশেষে রাস্তা তৈরি হওয়ায় গ্রামের মানুষ খুশি। মহম্মদ নিজামুদ্দিন নামে এক গ্রামবাসী বলছেন, 'শুধু এই রাস্তাই নয়, গ্রামের ভেতরে পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে আরও দুটি রাস্তার কাজ হয়েছে।' মেছাপোখর গ্রামের বাসিন্দা পেশায় ট্র্যাক্টরচালক সামিরুল ইসলাম আবার বলছেন, 'পাকা রাস্তা হওয়াতে কী যে সুবিধা হয়েছে বলে বোঝাতে পারব না। মেছাপোখর থেকে দক্ষিণ হাজারবিঘা দিয়ে কাঁচনাডাঙ্গিতে রাজ্য সড়কে উঠতে আগে ভোগান্তি হত। এখন যাতায়াতের ভীষণ সুবিধা হয়েছে।'

শুধু গ্রামের সাধারণ মানুষই নন, মেছাপোখর গ্রামের বাসিন্দা তথা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিনও বলছেন, 'রাস্তাটি পেভার্স ব্লকের হওয়াতে মানুষের সুবিধা হয়েছে।'

গ্রামের মানুষের মুখে এখন একটাই কথা, 'রাস্তা বদলেছে, বদলাচ্ছে গ্রামের চেহারাও।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৪১ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৭ বৈশাখ ১৪৩৩

প্রশ্ন যেখানে

রক্তপাতহীন। সন্দেহ নেই। নিরুপদ্রব। দ্বিমত নেই। অবাধ! তাও বলা যায়। কিন্তু সুষ্ঠু কি? প্রশ্নটা থেকেই গেল। নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়ি ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভারী বুটের শব্দ এক ধরনের ত্রাস তৈরি করেছে। যাঁরা হিংসার শরিক হন বা মদত দেন, তাঁদের জন্য তো বটেই। রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এমন নির্বাচন হয়। ৯৯ শতাংশের মতো ভোটের হার থাকে। রক্তপাতহীন হয়।

কিন্তু বন্দুকের নলের মুখে সেই নির্বাচনগুলিকে আদৌ সুষ্ঠু (ইংরেজিতে fair) বলা যায় কি? পশ্চিমবঙ্গে এমন লাশহীন নির্বাচন সাম্প্রতিককালে হয়নি। স্বাধীনতার পর প্রথম নির্বাচন থেকে অপ্রীতিকর ঘটনাবিহীন এমন ভোট নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী। যে কারণে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে ধন্য ধন্য হচ্ছে। কমিশনের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত থাকলেও তৃণমূল বা বামেরা খুব বেশি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেয়নি। যদিও ভোটপর্বের সমস্ত নির্ধারিত সূচক নির্বাচন কমিশন সাফল্যের সঙ্গে উতরে গিয়েছে- এমন কথা বলা মুশকিল।

বিনা হিংসায় অবাধে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়া মানেই নির্বাচন সুষ্ঠু নাও হতে পারে। প্রথম কথা, সাংবিধানিকভাবে সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পালন নিয়ে নির্বাচন কমিশন বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, যে প্রায় ২৭ লক্ষ মানুষ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন, তাঁদের অধিকাংশ ভারতের বৈধ নাগরিক। এই তথ্য স্বীকৃতি পেয়েছে ট্রাইবিউনালের বিচারে। যৌক্তিক অসংগতির নামে ওই ২৭ লক্ষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল।

তাঁদের মধ্যে মাত্র ১৪৬৮ জনের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে ট্রাইবিউনাল। ১৪৭৪ জনের আবেদন খতিয়ে দেখার ভিত্তিতে ওই বিচার। এতে স্পষ্ট, ওই ১৪৭৪ জনের ৯৯ শতাংশের নাম বাদ যাওয়ার বাস্তব ভিত্তি ছিল না। এই পরিসংখ্যান ধরলে, ২৭ লক্ষ বাতিলের মধ্যে কতজনকে 'অন্যায়ভাবে' বাদ দেওয়া হয়েছে, তা বুঝতে আলাদা অঙ্ক কষার দরকার হয় না। বৈধ নাগরিকত্ব থাকা সত্ত্বেও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চনা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ঘোর উলঙ্ঘন।

নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) সৌজন্যে সেই উলঙ্ঘন ঘটেছে। তৃতীয়ত, এসআইআর-এ বাতিলদের ট্রাইবিউনালে আবেদন ও বিচারের জন্য যে সময় দেওয়া হয়েছে, তা যে কত অকিঞ্চিৎকর, তা ওপরের পরিসংখ্যানে প্রমাণিত। চতুর্থত, দলে দলে লোক বুথের সামনে লাইনে দাঁড়িয়েছেন এবং ৯২ শতাংশের বেশি ভোটের হার মানে কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচন নয়।

বুথে যত কড়াকড়ি থাক, এলাকায় যতই আধাসেনার টহলদারি থাকুক, কিছু কিছু এলাকায় রাজ্যের শাসকদলের স্বভাবসুলভ দাদাগিরি ঠেকানো যায়নি। তার বাহ্যিক প্রকাশ তেমন নেই ঠিকই। কারণ কমিশনের যেমন বুনো ওল, তৃণমূলের তেমনই বাঘা তেঁতুল মজুত। উত্তরপ্রদেশের অজয় পাল শর্মাকে পুলিশ পর্যবেক্ষক করে নির্বাচন কমিশন দক্ষিণ ২৪ পরগনাকে দুর্গ বানিয়ে ফেললেও নির্বিকারভাবে ভোটের দিন দলীয় দপ্তরে বসে নীরবে তৃণমূলের চিরাচরিত অপারেশন করে যেতে ফলতার জাহাঙ্গির খানের অসুবিধা হয়নি।

এই তথ্যের প্রাসঙ্গিতা স্পষ্ট ভোটগ্রহণ শুরুর চার ঘণ্টার মধ্যে বিজেপি ফলতায় পুনর্নির্বাচন দাবি করায়। ভবানীপুরে জয় বাংলা ও চোর চোর ধ্বনি দিয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে প্ররোচিত করা ও নির্দিষ্ট একটি এলাকায় দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকার পিছনেও ছিল সুষ্ঠু পরিকল্পনা। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ অংশে এধরনের নানা পরিকল্পনা কার্যকর করেছে তৃণমূল।

নির্বাচন কমিশনের নজরদারি, মেশিনারি ওইসব পরিকল্পনাকে ধরতে পারেনি। কমিশন ও আধাসেনা নির্ভর বিজেপিও সেইসব পরিকল্পনাকে টেক্কা দিতে পারেনি সব জায়গায়। সেই পরিকল্পনাগুলি কার্যকর হওয়ায় নির্বাচনকে কি আর সুষ্ঠু বলে ছাড়পত্র দেওয়া যায়? হিংসা শুধু নয়, নানা ধরনের চালবাজি, কুমতলব বাংলার নির্বাচনের অংশ হয়ে আছে। হিংসাকে এড়ালেও ওই বদঅভ্যাসগুলি বদলায়নি। যা সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্তরায়।

অমৃতধারা

তুমি সবসময়ে ঈশ্বরকে স্বর্গের পিতারূপে কল্পনা করেছো। কিন্তু ছোট একটি শিশুরূপে তাঁকে কল্পনা করতে পারো? তুমি যদি তাঁকে পিতা ভাবো তাহলে তোমার মধ্যে অনেক চাহিদা তৈরি হবে কিন্তু তাঁকে শিশু ভাবলে তাঁর কাছে তোমার কিছু চাওয়ার থাকবে না। ঈশ্বরই তোমার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে। তুমি যেন ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে রয়েছো। তোমাক অতি সযত্নে সন্তর্পণে সেই শিশুকে পৃথিবীর মুখ দেখাতে হবে। বেশির ভাগ লোকই এই প্রসবটি করে না, যারা করে তাঁরা ইচ্ছাপূরণও করতে পারেন। তোমার শেষ বয়স এবং তারপরে মৃত্যু অবধি ঈশ্বর একটি ছোট্ট শিশুর মতো তোমাকে আঁকড়ে থাকেন। ভক্তের আদরযত্নের জন্য তিনি আকুল হয়ে থাকেন। সাধনা, সেবা ও সৎসঙ্গ হল তাঁর আদরযত্ন।

– শ্রীশ্রী রবি শংকর

নয়ডার শ্রমিক অসন্তোষে অশনিসংকেত

ভারতের শ্রম বাজার যে কতটা অনিশ্চয়তায় ভরা তা মে দিবসের আগে এই শ্রমিক বিক্ষোভে পরিষ্কার।

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

নয়ডার শ্রমিক অসন্তোষ, এক জায়গায় আটকে থাকা মজুরি, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য এবং নিম্নমানের কাজের পরিবেশের মতো জ্বলন্ত বিষয়গুলি আজকের ভারতে শ্রমিকদের অধিকারের কথা নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। এই ঘটনাগুলি এদেশের বহুচর্চিত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান মডেলের অন্তর্নিহিত গলদগুলিকে সামনে এনে যথেষ্টই উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। একদিকে জীবনযাত্রার ব্যয় আকাশছোঁয়া, অন্যদিকে স্বল্প মজুরি থেকে শুরু করে চুক্তিভিত্তিক কাজের অনিশ্চিত ব্যবস্থা ঘিরে শ্রমিকদের জীবনে এক ভয়াবহ নিরাপত্তাহীনতা দানা বেঁধেছে। নয়ডার এই বিক্ষোভগুলি কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং তা ভারতের শ্রম বাজারের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত কাঠামোগত সমস্যাগুলিকেই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সমগ্র দেশের সামনে তুলে ধরেছে।

গত এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি উত্তরপ্রদেশের 'নিউ ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি' (নয়ডা)-র শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন কারখানা থেকে শ্রমিকরা দলে দলে বেরিয়ে এসে কাজ বন্ধ করে দেন। এর নেপথ্যে কোনও পূর্বনির্ধারিত সমন্বিত উদ্যোগ বা প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছিল না। মূলত মালিকপক্ষের বঞ্চনায় সহ্যের সীমা পার হওয়ায় ৮২টি কারখানার অগণিত শ্রমিক একযোগে কাজ বন্ধ করে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালন করেন। তাঁদের প্রতিবাদের মূল বিষয় ছিল অমানবিক কাজের শর্ত— সপ্তাহে সাতদিন, দৈনিক ১২ ঘণ্টা করে কাজ করার নিয়ম এবং কারখানার অভ্যন্তরে বিরাজমান অত্যন্ত কঠোর ও অনিরাপদ কর্মপরিবেশ। আর এই হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়ে তাঁরা পেতেন মাত্র ১১,০০০ থেকে ১২,০০০ টাকার মতো নগণ্য মাসিক বেতন।

অসন্তোষ যে সবসময় কেবল চরম বঞ্চনা দ্বারাই চালিত হয় তা নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে সমকক্ষদের সঙ্গে তুলনামূলক অবস্থার ফারাক বা আপেক্ষিক বঞ্চনাবোধ স্ফুলিঙ্গের মতো কাজ করে। নয়ডার অস্থিরতার মূল কারণ হিসেবে শুধুমাত্র কম মজুরিই দায়ী ছিল না, বরং সংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলের মজুরির ক্ষেত্রে দৃশ্যমান বৈষম্যই শ্রমিকদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভে আগুন জ্বালিয়েছিল। নয়ডার শ্রমিকরা যখন খবর পেলেন যে, প্রতিবেশী হরিয়ানা বা দিল্লিতে কর্মরত তাঁদের সমকক্ষ শ্রমিকরা একই ধরনের কাজের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি মজুরি পাচ্ছেন— তখন সেই তথ্য তাঁদের মজুরির সমতার দাবির পালে প্রবল হাওয়া জোগাল।

উদ্ভূত অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে প্রথমদিকে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন অত্যন্ত দমন-পীড়নমূলক নীতি গ্রহণ করে। স্থানীয় ইউনিয়ন নেতাদের গৃহবন্দি এবং গণগ্রেপ্তারের মতো পুলিশি পদক্ষেপ করে প্রশাসন। স্বাভাবিকভাবেই এর জন্য রাজ্য সরকার তীব্র সমালোচিত হতে থাকে। প্রবল চাপের মুখে পড়ে পরবর্তীতে রাজ্য সরকার শ্রমিকদের মজুরি সংশোধন করার পথে হাঁটে। কিন্তু তখন সিটুর মতো শ্রমিক সংগঠনগুলি সংশোধিত মজুরি বিজ্ঞপ্তিটিকে 'অবৈজ্ঞানিক' আখ্যা দিয়ে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। তাদের অভিযোগ, সরকার গঠিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি আন্দোলনরত শ্রমিকদের কোনও প্রতিনিধির সঙ্গে ন্যূনতম আলোচনাই করেনি। পাশাপাশি অভিযোগ ওঠে, বিজেপি সরকার আইনত বাধ্যতামূলক 'রাজ্য ন্যূনতম মজুরি পরামর্শ বোর্ড' গঠন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ন্যূনতম মজুরি সংশোধন করা হয়নি।

নয়ডায় শ্রমিক বিক্ষোভের একটি মুহূর্ত।

এদিকে, শ্রমিক অসন্তোষের এই আবহে আরএসএস-এর সহযোগী সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস) মজুরি বৈষম্য, জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির অভাব সংক্রান্ত 'শ্রমিকদের প্রকৃত উদ্বেগ'-এর কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়েছে। তবে, সারা দেশে একটি অভিন্ন ন্যূনতম মজুরি কাঠামো প্রবর্তনের দাবিকে অবাস্তব আখ্যা দিয়ে তারা এর বিরোধিতাও করেছে। তারা ধর্মঘটি শ্রমিকদের 'দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের' নিন্দা করলেও, শিল্পমহলকে অবিলম্বে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ও সরকারকে ত্রিপাক্ষিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছে।

নয়ডায় ঘটে যাওয়া শ্রমিকদের অসন্তোষ তথা ভারতের অন্যতম আধুনিক শিল্পকেন্দ্রে এমন অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখার পর সেটাকে নিছক ব্যতিক্রমী ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া কোনওভাবেই উচিত নয়। বরং এটাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা হিসেবে গণ্য করাই শ্রেয়। এই ঘটনার সাময়িক উত্তাপটুকু সরিয়ে নিলে যা অবশিষ্ট থাকে, সেটা হল এক নিদারুণ সত্য : অর্থনীতি তার তরুণ প্রজন্মকে স্থিতিশীল ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান প্রদানে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছে। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে দেশ কি সত্যিই আগামীদিনে 'বিকশিত ভারত' হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতে পারে?

অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, বর্তমান সংকটের মূলে রয়েছে একটি সহজ, অথচ চরম রূঢ় বাস্তবতা— গত এক দশকে শিল্পশ্রমিকদের মজুরি কার্যত অপরিবর্তিতই রয়ে গিয়েছে, অথচ জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এটি কেবল অর্থনীতির কোনও বিমূর্ত পর্যবেক্ষণ নয়; বরং এটি শ্রমিকদের প্রাত্যহিক জীবনে এক চরম দুর্দশা হয়ে ধরা দিয়েছে। যেসব শ্রমিকের মাসিক আয় ১০,০০০ থেকে ১৩,০০০ টাকা, তাঁদের ওই উপার্জনের অর্থ দিয়েই নিজেদের খাদ্য, বাড়িভাড়া, যাতায়াত ও চিকিৎসার খরচ মেটাতে হয়— শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামের বাড়িতে থাকা পরিবারের ভরণপোষণও জোগাতে হয় ওই নামমাত্র আয় থেকে।

এই প্রেক্ষাপটেই স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে— কর্পোরেট মুনাফার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আদৌ কি শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন বা মজুরি দেওয়া হচ্ছে? খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে মজুরি বৃদ্ধি না করা এবং কর্মী নিয়োগের বদলে কর্মী সংকোচনের পথে হাঁটতে গিয়ে আখেরে তা শিল্পের বাজারের জন্যই বুমেরাং হচ্ছে না তো? উপভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমলে বাজারে চাহিদায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য, সে কথা কি সরকার থেকে শিল্পমহল ভুলে যাচ্ছে? গত বছর (২০২৫) বাজেটের আগে বাজারের চাহিদা নিয়ে নালিশ জানিয়ে শিল্পপতিদের বক্তব্য ছিল, শ্যাম্পু-সাবান থেকে গাড়ি-বাইকের বিক্রি কমে গিয়েছে। অর্থাৎ কেনাকাটার সংকট শুধু উচ্চমহলের গাড়ি বা বিলাস দ্রব্যে সীমাবদ্ধ নয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় সাবান-শ্যাম্পুতেও এর গভীর প্রভাব রয়েছে।

নয়ডার সাম্প্রতিক শ্রমিক বিক্ষোভ ভারতের শ্রম বাজারের এক গভীর এবং কাঠামোগত সংকটের দিকটি উন্মোচিত করেছে। ন্যূনতম মজুরি, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা এবং অনিরাপদ পরিবেশের বিরুদ্ধে ৮২টি কারখানার শ্রমিকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ নিছক কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একদিকে কর্পোরেট মুনাফা যখন শিখর ছুঁয়েছে, তখন অন্যদিকে শ্রমিকদের প্রকৃত আয় কার্যত স্থবির হয়ে আছে। ফলে কমছে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সার্বিক অর্থনীতিতে। ঠিকাদার প্রথার রমরমা এবং শ্রম আইন দুর্বল হওয়ার এই আবহে মে দিবসে শ্রমিক অধিকারের প্রশ্নটি নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে।

ওই সময় প্রকাশিত আর্থিক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মজুরি বৃদ্ধির হারে তেমন তারতম্য না ঘটলেও কর্পোরেট ক্ষেত্রে মুনাফা রীতিমতো বেড়ে গত ১৫ বছরের শীর্ষে পৌঁছেছে। তখন মোদি সরকারের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরণ বার্তা দেন, শিল্পপতিরা এবার কর্মীদের বেতন বাড়াক। তাহলে কর্মীরাই বেশি করে সংস্থার পণ্য কিনতে সক্ষম হবেন। এই প্রসঙ্গে মনে করানো হয়, ছয়ের দশকে ফোর্ড মোটর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ড তাঁর নিজের সংস্থার গাড়ি বিক্রি বাড়ানোর জন্যই কর্মীদের বেতন বাড়িয়েছিলেন।

তাছাড়া বর্তমান ভারতে সরাসরি মালিকের বদলে ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োগ অনাচার আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলছে। নয়ডার শিল্প-শ্রমশক্তির একটি বিশাল অংশ ঠিকাদারদের মাধ্যমে নিযুক্ত। মজুরি, অতিরিক্ত কাজের ভাতা (ওভারটাইম) এবং বোনাস আটকে রাখার দায়ে সম্প্রতি ২০০-এরও বেশি ঠিকাদারের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়— এ ধরনের অনাচার কতটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

উদার অর্থনীতিকে আঁকড়ে ধরে নেহরু-ইন্দিরা যুগের অর্থনীতির কার্যত অবসান ঘটিয়ে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু তাতে সার্বিকভাবে নিয়োগ বৃদ্ধি, মজুরি বৃদ্ধি এবং জীবনযাপনের মানের কতটা উন্নতি হচ্ছে? উৎপাদিত মূল্যে কাঁচামালের উপর উদ্বৃত্ত যেটা থাকে, তা মালিক ও শ্রমিকের অংশ। শ্রমিকের সর্বনিম্ন দাবি হল, তাঁর শ্রমের উৎপাদনের খরচটুকু পাওয়া। তার উপরে বাড়তি সে কিছুটা আদায় করতে পারে সংগঠিত শক্তির দাবিদাওয়ার জোরে এবং রাষ্ট্রীয় আইনের সুযোগে, যাতে তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়ে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে রাষ্ট্রীয় আইনে শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষা কমেছে এবং শ্রমিক সংগঠনগুলিকে দুর্বল হতে দেখা গিয়েছে। বহু ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠন লোপ পেয়েছে।

ক্রমাগত প্রচার করা হচ্ছে যে— ছাঁটাইয়ের সুযোগ রাখা, চাকরির শর্ত অলিখিত রাখা এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার খর্ব করার মাধ্যমে আরও বেশি নিয়োগ করা সম্ভব, দক্ষ শ্রমিককে আরও বেশি মজুরি দেওয়া সম্ভব। কথাটা কতটা সত্যি? কার্যত নিয়োগ বৃদ্ধি হচ্ছে কতটা? সার্বিকভাবে প্রকৃত মজুরি কতটা বাড়ছে? সর্বনিম্ন মজুরি গোটা দেশে কতটা মানা হচ্ছে? বাস্তবে চাকরির অভাবে তো অনেকেই ন্যূনতম মজুরির দাবি না করে উলটে কম বেতনে কাজে যোগ দিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে মে দিবসের কয়েকদিন আগে নয়ডার শ্রমিক অসন্তোষ যেন শ্রমিকের অধিকারের দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত দাবিকে নতুন করে তুলে ধরল।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯১৯

প্রবাদপ্রতিম সংগীতশিল্পী মান্না দে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

২০১৫

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাংবাদিক ও লেখক অমিতাভ চৌধুরী।

আলোচিত

পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি! এগজিট পোল নিয়ে আনন্দিত হোন, কিন্তু উচ্ছ্বসিত হবেন না। ভোটগণনা এখনও বাকি, চোরের দল কী চেষ্টা করবে জানি না। ২০২১-এর কথা ভুলবেন না। যে শিম্পাঞ্জির ওপর পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির দায়িত্ব ছিল, সে বেলা ১২.৩০টার সময় আত্মসমর্পণ করে রাজ্য থেকে পালায়।

- তথাগত রায়

ভাইরাল/১

আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির নির্বাচনি প্রচারে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত এক পড়ুয়া। 'থ্রি ইডিয়টস' ছবির চতুর-স্টাইলে হস্টেলে এসি-ওয়াশিং মেশিন, কলেজ ক্যাম্পাসে সুইমিং পুল, পড়ুয়াদের দিনে তিনবার করে চা সহ একাধিক প্রতিশ্রুতি দেন।

ভাইরাল/২

বাইরে কাঠফাটা গরম। পথকুকুরের জন্য দোকানের দরজা খুলে দিলেন এক ব্যক্তি। ঠান্ডা মেঝেতে ফ্যানের নীচে বিশ্রাম নিল প্রায় দশটি সারমেয়। দু'-একটি আবার টেবিলকেই বিছানা বানিয়ে পাড়ি দিল ঘুমের দেশে। দোকান মালিকের এই সহানুভূতি প্রশংসিত হচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে।

জনমন

জনমত

গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস

বৃহস্পতিবারের উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রথম পাতায় প্রকাশিত 'শান্তির ভোটে বিক্ষিপ্ত উত্তাপ' শীর্ষক সংবাদের সঙ্গে গ্রাম্য বধূদের উন্মুক্ত ভুটভুটিতে পা ঝুলিয়ে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার দৃশ্য সত্যিই এক উৎসবের কথা মনে করিয়ে দিল। গত প্রায় অর্ধ শতকের ব্যক্তিগত ভোটদানের অভিজ্ঞতায় সমগ্র রাজ্যের মানুষের নির্বিঘ্নে ভোট দিতে যাওয়া এবং রক্তপাতহীন নির্বাচন আমার অজ্ঞাত। ভোটের আগে ও পরে মানুষকে আতঙ্কিত করার মজা নিকৃষ্ট রাজনীতির ময়দানে এক ভয়ানক রূপ নিয়েছে, যেখানে মানুষের সাংবিধানিক অধিকার সংরক্ষণ হয়নি। এবারে সেই কাজটি সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন। তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া এই পর্বটিকে সফল করেছে এবং মানুষের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

অসহযোগিতার অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ এসআইআর পর্বের শুরু থেকে একেবারেই মসৃণ ছিল না। তা সত্ত্বেও সংযমের পরিচয় দিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার প্রমাণ করেছেন, স্বল্প মেয়াদের এই কঠিন শাসন পর্বে তিনিই রাজার দায়িত্ব পালন করেছেন। যদিও অনেক মানুষ ভোটদান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তবু বলব এ রাজ্যের সাধারণ মানুষ ভোট দিয়ে নিজেদের অধিকার প্রমাণ করে মনে শান্তি আর মুখে হাসি নিয়ে বলছেন – 'আমরা সবাই রাজা'।

সঞ্জীব বাগচী, আশ্রমপাড়া, ইসলামপুর।

পায়ের তলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে দলীয় পতাকা

২৩ এপ্রিল ভোট হয়ে গিয়েছে। দলীয় প্রতীকের কাজ শেষ। তবুও এখনও সেগুলো দেওয়ালে ঝুলছে, প্রশাসন চুপ। দৃশ্য দূষণ তো হচ্ছেই, সেইসঙ্গে পতাকা, প্রতীকগুলো রাস্তায় পড়ে দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সব দলেরই উচিত এগুলো খুলে ফেলা। দলীয় পতাকা পায়ের তলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, এতে দলের অবমাননা হচ্ছে, লোকেরা তাচ্ছিল্য করছেন- তাতেও বোধ হচ্ছে না রাজনৈতিক দলগুলোর। এই পতাকার দ্বারা নির্বাচিত হয়ে আইন তৈরি করবে। কিন্তু যার সাহায্যে বৈতরণি পার হচ্ছে, তাকে অপমান করা খুবই বেদনার। এগুলো দেখে শিশুদের খারাপ ধারণা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন কেন এগুলো দেখছে না? কমিশন ভোট করাল ভালো, কিন্তু ভোটের পরে পরিবেশ খারাপ হচ্ছে - সেটা দেখছে না কেন? সত্বর দলীয় প্রতীকগুলো খুলে চারপাশ পরিষ্কার করা হোক - এটাই কমিশনের কাছে আবেদন।

-এআই

তিমির ব্যানার্জি
হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।

শৈশবে রিলসের থাবা ও অভিভাবকত্ব

প্রযুক্তির মোহে আচ্ছন্ন শৈশব আজ বিপন্ন। সচেতনতা ও সুস্থ পারিবারিক পরিবেশই এখন একমাত্র বিকল্প।

সাহানুর হক

শিলিগুড়ির জংশন ছেড়ে মিনিট পঁচিশ পেরিয়েছে বাসটি। বৈশাখের অকাল বর্ষণমুখর পথে বাস আপন গতিতে ছুটলেও জানলার ধারের একটি দৃশ্য যে কাউকেই উদ্বিগ্ন করবে। এক মহিলা যাত্রীর পাশে বসা বছর পাঁচেকের খুদে মেয়েটি গভীর অভিনিবেশে ফোনে 'রিলস' দেখছে। রিলসের মেজাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কখনও সে হাসছে, কখনও তার চোখ টলমল করে উঠছে, আবার কখনও হাত-পা দুলিয়ে নাচের অনুকরণ করছে। অবাক করার বিষয় হল, তার অভিভাবক নিজেও সেই খুদেটির মতোই মগ্ন হয়ে রিলসের দুনিয়ায় ডুবে রয়েছেন। সেখানে একে অপরের সান্নিধ্য উপভোগ করার চেয়ে যান্ত্রিকতাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই দৃশ্যটি কেবল একটি শিশুর স্মার্টফোন ব্যবহারের গল্প নয়, বরং এটি সরাসরি আঙুল তুলছে অভিভাবকদের সচেতনতার দিকে। যে বয়সে শিশুটির হাতে একটি কমিকস বা ছড়ার বই থাকার কথা ছিল, সেখানে তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে নীল আলোর এক মায়াজাল। ওই অভিভাবক নিজেও তো কোনও গল্প বা কবিতার বই পড়ে শিশুর সামনে উদাহরণ তৈরি করতে পারতেন। শিশুরা স্বভাবজাতভাবেই অনুকরণপ্রিয়; তাই বড়দের যা করতে দেখে, তারা সেটাই শেখে। অথচ আধুনিকতার এই অসুস্থ প্রতিযোগিতায় আমরা শিশুদের মননশীলতা বৃদ্ধির সুযোগগুলোকে ক্রমাগত অবজ্ঞা করে চলেছি, যা অত্যন্ত আফসোসের বিষয়।

শহর থেকে গ্রাম— আজকের দিনে প্রায় সব জায়গাতেই মা-বাবারা সন্তানের জেদ বা কান্না সামলাতে ভালোবাসার বদলে মোবাইল ফোনকেই মোক্ষম দাওয়াই হিসেবে বেছে নেন। সোহাগ-মমতা বা রূপকথার গল্পের জায়গা দখল করে নিয়েছে ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রাম রিলস। ফলে খুদে সদস্যরা অতি দ্রুত এই ভার্চুয়াল জগতে আসক্ত হয়ে পড়ছে। প্রযুক্তি তাদের ধীরে ধীরে 'যন্ত্রমানবে' রূপান্তরিত করছে, যার প্রভাব পড়ছে সরাসরি তাদের আচরণে। স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ ব্যাহত হওয়ায় তাদের আচরণ রুক্ষ ও উগ্র হয়ে উঠছে, যা সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর জন্য এক অশনিসংকেত।

এআই।

ব্যক্তিগত এক অভিজ্ঞতার এই চিত্রটি আজ এক সর্বজনীন সংকটের প্রতিচ্ছবি। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে বলছেন যে, সাত বছরের কম বয়সি শিশুরা প্রতিদিন দীর্ঘ সময় ফোন বা টিভি দেখলে তাদের মধ্যে 'অটিজম'-এর মতো সমস্যা দেখা দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণ হিসেবে গত বছর ফেব্রুয়ারিতে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের সেই আশ্চর্য ঘটনাটি মনে করা যেতে পারে, যেখানে মাত্র চার বছরের একটি শিশু প্রতিদিন ছয়-সাত ঘণ্টা মোবাইল ব্যবহারের প্রভাবে হঠাৎ জাপানি ও চিনা ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছিল। এই ঘটনাটি আধুনিক প্রজন্মের শৈশব হারিয়ে যাওয়ার এক নির্মম সত্যকেই সামনে নিয়ে আসে।

তবে সোশ্যাল মিডিয়া বা আধুনিক প্রযুক্তিকে কেবল একটি অপ্রীতিকর আয়োজন হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া যায় না। বর্তমান সময়ে বহু সৃজনশীল মানুষ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে কাজে লাগিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন, যা ইতিবাচক। কিন্তু প্রশ্নটি যখন আগামী প্রজন্মের সুরক্ষার, তখন পরিমিতিবোধ ও সতর্কতার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ও সন্তানের প্রতি গুণমানসম্পন্ন সময় দেওয়ার মাধ্যমেই কেবল এই ডিজিটাল আসক্তি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আধুনিকতার দোহাই দিয়ে শৈশবকে বিপন্ন করার দায়ভার শেষ পর্যন্ত আমাদেরই নিতে হবে।

(লেখক গ্রন্থাগারিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৩৪

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। বড় কচ্ছপ, কচ্ছপ ৩। ডাকাত, দস্যু ৫। সন্ন্যাসীর অগ্নিকুণ্ড ৬। ধনদেবতা কুবেরের পুরী, আট বা দশ বছরের মেয়ে ৮। অবাধ্য বা দুর্দান্ত, ঝগড়াটে ১০। প্রেমাস্পদ ১২। মাটি বা ধাতুর তৈরি বড় বাটির মতো বাসনবিশেষ ১৪। কামনা, অভিলাষ, শখ ১৫। পথ বা উপায় ১৬। রীতি, নিয়ম আচার বা ধারা।

উপর-নীচ : ১। কাকুতিমিনতি ২। বাংলা বর্ষপঞ্জি শ্রেষ্ঠ ঋতু বসন্তকাল ৪। বাঁকা, জটিল, খল বা কপট ৭। শরীর, দেহ ৯। ব্যঙ্গার্থে বা তুচ্ছার্থে বক ১০। প্রহার ১১। অল্পের উপর, একটু-আধটু ১৩। অশ্বশালা, আস্তাবল।

সমাধান ■ ৪৪৩৩

পাশাপাশি : ১। কার্মুক ৩। বররুচি ৪। ময়না ৫। বনদেবী ৭। সখা ১০। লঘু ১২। লেখাজোখা ১৪। মাকাল ১৫। তোতাপাখি ১৬। কাফের।

উপর-নীচ : ১। কালিদাস ২। কমলা ৩। বনাবস্তি ৬। দেবল ৮। খামোখা ৯। মাখামাখি ১১। ঘুমঘোর ১৩। অলকা।

বিন্দুবিসর্গ

আজ কম মেট্রো

পয়লা মে ছুটির দিনে শ্রমিক দিবসে যাত্রীসংখ্যা ব্লু ও গ্রিন লাইনে মেট্রোর সংখ্যা কমাল কলকাতা মেট্রো। হলুদ লাইনেও ট্রেন কম থাকবে। অরেঞ্জ ও পার্পেল লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে।

গোপন ভিডিও

খাবারের লোভ দেখিয়ে নাবালিকাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ। গোপন ভিডিও করে টাকা নিয়ে বিক্রি করতেন অভিযুক্ত প্রৌঢ়। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের ঘটনায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত।

বজ্রপাতে মৃত্যু

কলকাতায় শুরু কালবৈশাখীর দাপট। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় আগেই পূর্বাভাস দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার চন্দ্রকোনা পুরসভায় বাজ পড়ে মৃত্যুও হয়েছে দু-জনের। আহত হয়েছেন চারজন।

আত্মবিশ্বাসী

নওদা ও রেজিনগর থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভে আত্মবিশ্বাসী হুমায়ুন কবীর। নওদা রাখলেও রেজিনগর থেকে পদত্যাগ করবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। এই দাবি হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়েছে বিরোধীরা।

ইভিএমের সুরক্ষায় চূড়ান্ত কড়াকড়ি নির্বাচন কমিশনের

পরিচয়পত্রে কিউআর কোড

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল : পরীক্ষা শেষ। অপেক্ষা ফলের। প্রতীক্ষার পারদ চড়ছে যুযুধান রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের। পরিবর্তন না প্রত্যাবর্তন তা জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বাংলার কোটি কোটি মানুষ। এই অবস্থায় সবার নজর এখন ৪ মে-র দিকে। ২৯৪টি কেন্দ্রের প্রার্থীদের ভাগ্য এখন স্ট্রংরুমে বন্দি। গণনাকেন্দ্রগুলির নিরাপত্তায় এবার একগুচ্ছ নিয়ম তৈরি করেছে নির্বাচন কমিশন। সেই সঙ্গে চোখে পড়ার মতো বহুস্তরীয় নিরাপত্তা বন্দোবস্ত। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, বুথফেরত সমীক্ষার নেপথ্যে বিজেপির গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। তৃণমূল কর্মীদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্যই এটা করা হচ্ছে বলে দাবি করলেন তিনি। তৃণমূলের প্রত্যেক প্রার্থীকে স্ট্রংরুম পাহারা দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

এদিকে গণনার দিন নিরাপত্তায় যাতে বিন্দুমাত্র ফাঁক না থাকে সেজন্য এবারই প্রথম গণনাকর্মী, এজেন্টদের জন্য বিশেষ ধরনের কিউআর কোড সহ ফোটো আইডেন্টিটি কার্ড চালু করতে চলেছে কমিশন। এ বিষয়ে কমিশনের এক কর্তা বলেন, 'আসলে গণনার জন্য কমিশনের নির্দিষ্ট ব্যক্তিই যে গণনাকেন্দ্রে ঢুকছেন, তা নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা।' কমিশন জানিয়েছে, গণনাকেন্দ্রে ঢোকার আগে ত্রিস্তরীয় যাচাইকরণের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ভোটকর্মীদের। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করতে গণনাকেন্দ্রে ঢোকার মুখে এক বার সংশ্লিষ্ট ভোটকর্মীর আইডি কার্ড পরীক্ষা করা হবে। গণনাকক্ষে যাওয়ার পথে আবার এক বার ওই ভোটকর্মীর আইডি কার্ড যাচাই করবেন নিরাপত্তাকর্মীরা। শেষবার গণনাকক্ষে ঢোকার মুখে পরীক্ষা হবে। সেখানেই আইডি কার্ডে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করাতে হবে ভোটকর্মীদের। কমিশন জানিয়েছে, রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কাউন্টিং স্টাফ, প্রার্থী, নির্বাচন এজেন্ট এবং কাউন্টিং এজেন্টদের জন্য এ ধরনের আইডি কার্ডের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া আর কেউ গণনাকক্ষে ঢুকতে পারবেন না।

লাইভ ওয়েবকাস্টিং না হলেও, সিসিটিভিতে সমগ্র গণনা পর্বই রেকর্ড করা হবে বলে জানিয়েছেন সিইও মনোজ আগরওয়াল। তবে নিরাপত্তার স্বার্থে গণনাকেন্দ্রের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২৯৪ বিধানসভার জন্য আপাতত ৮৭টি গণনাকেন্দ্র চূড়ান্ত হয়েছে। শেষপর্যন্ত তা আরও কমতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন সিইও। গণনায় বিশেষ নজর রাখার জন্যই এই সিদ্ধান্ত বলে কমিশনের দাবি। যদিও গণনাকেন্দ্রের সংখ্যা কমায় ফল ঘোষণায় দেরি হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না কমিশন।

সূত্রের খবর, স্ট্রংরুমের জন্য ৬৫ কোম্পানি ও গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মোট ২২০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। এমনিতে গণনাকেন্দ্রের গেট থেকে মূল কক্ষের প্রবেশ পথে থাকছে ত্রিস্তরীয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর

স্ট্রং রুমের সামনে পাহারায় আধা সেনা। বৃহস্পতিবার কলকাতার একটি গণনাকেন্দ্রে।

- এবারই প্রথম গণনাকর্মী, এজেন্টদের জন্য বিশেষ ধরনের কিউআর কোড সহ ফোটো আইডেন্টিটি কার্ড
- গণনাকেন্দ্রে ঢোকার মুখে এক বার সংশ্লিষ্ট ভোটকর্মীর আইডি কার্ড পরীক্ষা করবে নিরাপত্তা বাহিনী
- লাইভ ওয়েবকাস্টিং না হলেও, সিসিটিভিতে সমগ্র গণনা পর্বই রেকর্ড করা হবে

নিরাপত্তা বেষ্টনী। কমিশনের ইসিআই নেট থেকে ডাউনলোড করে সংগৃহীত ওই কার্ডের কিউআর কোড স্ক্যান করে তবেই কোনও ব্যক্তি গণনাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন।

পুনর্নির্বাচনের নিশ্চয়তা নেই

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল : দাবি ওঠা সত্ত্বেও দ্বিতীয় তথা অন্তিম দফার ভোটে পুনর্নির্বাচন নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারল না নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত যে অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হয়েছে, তার ভিত্তিতে কোনও পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। তবে তিনি এও জানিয়েছেন, সব অভিযোগ খতিয়ে দেখা শেষ হলেই পুনর্নির্বাচনের ব্যাপারে চূড়ান্ত ঘোষণা করবে কমিশন। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের নির্দেশে ইতিমধ্যে মাঠে নেমে পড়েছেন রাজ্যের রোল অবজার্ভার প্রধান ও বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত। আতসকাচের তলায় এখন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার লোকসভার অন্তর্গত অন্তত ৩টি সহ মোট ৪ বিধানসভার ৭৭টি বুথ।

সিইও বলেন, 'কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমান জেলার স্ক্রুটিনি শেষ হয়েছে। একইসঙ্গে হুগলির ১৮টি বিধানসভার মধ্যে ৬টি এবং হাওড়ার ১৬টির মধ্যে ৮টি বিধানসভায় কোনও পুনর্নির্বাচন হচ্ছে না। বাকি বিধানসভার আসনগুলিতে স্ক্রুটিনি শেষ হওয়ার পরে চূড়ান্ত ঘোষনা করা হবে।' প্রথম দফায় ১৫২ আসনের ভোটে পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনা আগেই খারিজ করেছে কমিশন।

বুধবার ভোটের পর ফলতায় ৩২টি মগরাহাটে ১৩টি, ডায়মন্ডহারবারে ২৯টি এবং বজবজের ৩টি বুথে ভোটগ্রহণে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। তার ভিত্তিতে স্ক্রুটিনিও শুরু হয়েছে। তারপরই জ্ঞানেশ কুমারের নির্দেশে ডায়মন্ডহারবারে গিয়ে জেলা প্রশাসন ও নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন সুব্রত গুপ্ত। ৪ মে ফল ঘোষণা। সেক্ষেত্রে ২ মের মধ্যে পুনর্নির্বাচন শেষ করতে হবে। সেক্ষেত্রে শুক্রবারের মধ্যে ওই সংক্রান্ত ঘোষণা হওয়া দরকার। বুধবার ফলতা ও ডায়মন্ড হারবারের বেশ কিছু বুথে ইভিএমে বিজেপি প্রার্থীর নামের পাশে বোতামের ওপর কালো টেপ লাগানো ছিল। অনেক জায়গায় বিজেপি প্রার্থীর জন্য নির্দিষ্ট বোতাম দীর্ঘক্ষণ চেপে ধরে থাকা সত্ত্বেও ভোট হয়নি বিষয়টি জানার পরেই সুব্রতর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন জ্ঞানেশ।

পাশাপাশি সোমবার রাতে পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মার ফলতার প্রার্থীর বাড়িতে গিয়ে 'হুমকি' দেওয়া এবং বুধবার বুথে বুথে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগের জেরে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। এদিকে রাজ্যে দুই দফায় বিপুল ভোটদানের পর আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে এক দফায় ভোট করানো হবে কি না তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এই ব্যাপারে মনোজ আগরওয়ালের দাবি, অশান্তি ছাড়া রাজ্যে ভোট সম্ভব এবং তা এক দফাতেই সম্ভব বলে মনে করছে কমিশন। তাঁর কথায়, 'এত ভোট পড়েছে তাতে আমরা সফল কিনা তা আপনারা বলবেন। আমি কীভাবে নিজের কাজের মূল্যায়ণ করব?'

> **কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমান জেলার স্ক্রুটিনি শেষ হয়েছে। বাকি বিধানসভার আসনগুলিতে স্ক্রুটিনি শেষ হওয়ার পরে চূড়ান্ত ঘোষণা করা হবে।**
>
> **-মনোজ আগরওয়াল**

পোলিং অফিসারদের হাতে ইভিএম মেশিন। বৃহস্পতিবার হাওড়ায়।

আইএসসি-তে শীর্ষে বাংলার অনুষ্কা

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল : প্রকাশিত হল ২০২৬ সালের আইসিএসই দশম এবং আইএসসি দ্বাদশের ফল। আইসিএসই-তে পাশের হার ৯৯.১৮ শতাংশ। আইএসসি-তে পাশের হার ৯৯.১৩ শতাংশ। চলতি বছর প্রায় ২.৬ লক্ষ পরীক্ষার্থী আইসিএসই পরীক্ষায় এবং প্রায় ১.৫ লক্ষ পরীক্ষার্থী আইএসসি পরীক্ষায় বসেছিল। আইএসসি-তে সারাদেশের মধ্যে প্রথম হয়েছে বাংলার মেয়ে অনুষ্কা ঘোষ। পানিহাটি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্রী অনুষ্কা ইংরেজি, অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং কম্পিউটার সায়েন্সে ১০০-য় ১০০ পেয়েছে। আগামীদিনে এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় সে। তবে তার শখ হল কবিতা ও গল্প লেখা।

অনুষ্কার বক্তব্য, 'কবিতা আর গল্প লেখাই তো আমার পরিচিতি। আমি যাই করি লেখালেখিই আমার প্রাণ।' তার মা অবিষী ঘোষ বলেন, 'মেয়ে ইচ্ছাপূরণ করলে কতটা আনন্দ হয় সেটা আজ উপলব্ধি করছি। ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।' ব্যারাকপুরের আনন্দপুরীতে অনুষ্কার বাড়ি। নিজের দুর্দান্ত ফলের জন্য স্কুল এবং মা-কে কৃতিত্ব দিয়েছেন। ২০২৪ সালে আইসিএসইতেও প্রথম স্থান অধিকার করেছিল অনুষ্কা। তবে পড়াশোনায় মেধাবী হওয়ার পাশাপাশি রাজনীতিতেও সমানভাবে আগ্রহ রয়েছে তার। বিধানসভা ভোট পর্বে নিজের রাজনৈতিক মতের কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে অনুষ্কা। তার বক্তব্য, 'একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর আমি রাজনীতিতে প্রবেশ করব। আমি মনে করি, এখন সবকিছু ঠিক নেই। ঠিক করতে আমার সাধ্যমতো যা পারব, সেটা করব। আমি বামপন্থী। বামেদের মতাদর্শের সব কিছুর সঙ্গে না হলেও বেশিরভাগের সঙ্গেই আমি সহমত।' অষ্টাদশীর কথা শুনে সিপিএমের তরুণ মুখ সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, 'আমি খুব খুশি। ওকে অভিনন্দন জানাই ওর ফলাফলের জন্য। ও আরও অনেক বড় হোক। ও জীবনে যাই করুক, সভ্যতা, সমাজে অবদান রাখার মতো করে বড় হোক। সে বামপন্থী হতে চায়, এটা যদি বলে, তাহলে আমাদের কাছে গর্বের।'

আইএসসি-তে শীর্ষদের তালিকায় রয়েছে নিউ গড়িয়ার

ফল বেরোনোর পর প্রচারের আলোয় অনুষ্কা ঘোষ।

> **কবিতা আর গল্প লেখাই তো আমার পরিচিতি। আমি যাই করি লেখালেখিই আমার প্রাণ।**
>
> **-অনুষ্কা ঘোষ**

বাসিন্দা ইলিনা রাজকুমার উদানিও। দ্য হেরিটেজের ছাত্রী ইংরেজি, ঐচ্ছিক ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞান এবং গণজ্ঞাপনে ১০০-য় ১০০ পেয়েছে। তারও লেখালেখি করার নেশা। আগামীদিনে সে শিক্ষকতা করতে চায়। অপরদিকে আইসিএসই-তে দেশের মধ্যে সম্ভবত প্রথম বর্ধমানের নীপবিথি দত্ত। সে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্রী। ৫০০-র মধ্যে ৪৯৯ নম্বর পেয়েছে। অন্যদিকে, রামমোহন মিশন হাইস্কুলের অর্কদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০০-র মধ্যে ৪৯৯ পেয়েছে। কম্পিউটার নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় সে। ওই স্কুলেরই অভিনব দাসও ভালো ফল করেছে।

জাতীয় রাজনীতিতে মমতার পরীক্ষা ভোটের ফলে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল : আগামী সোমবার, ৪ মে শুধু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ নয়, ওই দিনটি কার্যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক কেরিয়ারের সবথেকে বড় অ্যাসিড টেস্ট। ভোট ফলাফলে শুধু রাজ্যের ক্ষমতা নির্ধারণ করবে না, বরং ঠিক করে দেবে জাতীয় রাজনীতিতে মমতার 'দিল্লি' যাওয়ার রাস্তা কতখানি মসৃণ হবে। রাজ্য ছাড়িয়ে এখন সারা দেশের কৌতূহল, বাংলার রায়ে কি দিল্লির তখত নড়বে? তবে বুথ ফেরত সমীক্ষায় তেমন ইঙ্গিত নেই।

এবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তৃণমূলের সংঘাত ছিল নজিরবিহীন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে মমতার লাগাতার প্রতিবাদ বাংলার ভোটকে এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। প্রচারের ময়দানে নেমে খোদ মমতা থেকে শুরু করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সবার গলাতেই শোনা গিয়েছে 'দিল্লি চলো'র ডাক। দলের স্লোগানই হয়ে দাঁড়িয়েছে, 'বাংলার পর এবার টার্গেট দিল্লি'। কিন্তু দিল্লির এই স্বপ্ন কতখানি সফল হবে, তা নির্ভর করছে বিধানসভার আসনের অঙ্কের ওপর।

জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী 'ইন্ডিয়া জোট' বর্তমানে প্রায় মরণাপন্ন। রাহুল গান্ধি বাংলায় প্রচারে এসে তৃণমূলকে তুলোধোনা করেছেন, যা জোটের ফাটলকেই স্পষ্ট করেছে। অখিলেশ যাদব বা তেজস্বী যাদবদের মতো নেতাদের প্রচারের শেষ লগ্নে পাশে পাওয়া গেলেও মমতার লড়াইটা ছিল মূলত একার। এই পরিস্থিতিতে যদি বাংলায় তৃণমূল বড় জয় পায়, তবে জাতীয় স্তরে বিরোধী মুখ হিসেবে মমতার পাল্লা ভারী হবে। আর যদি ফল আশানুরূপ না হয়, তবে জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর গুরুত্ব অনেকটা ম্লান হতে পারে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, ৪ মে-র ওপর অনেক 'যদি-তবে' ঝুলে আছে। ফলাফল অনুকূলে থাকলে মরা গাঙে জোয়ার আসবে ইন্ডিয়া জোটে। আর তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবেন মমতাই। আগামী সোমবার বিকেলের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, দিদির আগামী ঠিকানা বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকবে নাকি তাঁর যাত্রাপথ দিল্লির দিকে মোড় নেবে।

আইসিএসই-র রেজাল্ট বেরোতেই কলকাতার একটি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের উল্লাস। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

নির্বাচন শেষে হিংসায় উত্তপ্ত দক্ষিণবঙ্গ

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল : দুই দফার নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে মিটলেও ভোট পরবর্তী হিংসার হাত থেকে রেহাই পেল না পশ্চিমবঙ্গ। বুধবার রাত থেকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক প্রান্তে রাজনৈতিক হানাহানির খবর পাওয়া গিয়েছে। কেউ মারা না গেলেও আহত হয়েছেন অনেকেই। ঘটনার জেরে অনেকেই আশঙ্কা করছেন, ৪ মে ফল বেরোনোর পর সারা রাজ্যের পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হতে পারে।

বুধবার রাতে বেহালা পশ্চিমের পর্ণশ্রীতে তৃণমূল-আরএসএসের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণপল্লি খরকাটা গলির কাছে সন্ধ্যা ৮টা নাগাদ প্রসেনজিৎ ব্রহ্মের বাড়িতে চড়াও হন স্থানীয় তৃণমূলকর্মীরা। পরিবারের অভিযোগ, ২০ থেকে ৩০ জনের একটি দল বাড়িতে ঢুকে প্রসেনজিৎ এবং তাঁর ভাই অভিজিতের ওপর চড়াও হয়। তাঁরা আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের বেধড়ক মারধর করা হয়। তৃণমূলকর্মীদের ওপর পালটা চড়াও হন বিজেপিকর্মীরা। তাতে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার অঞ্জন দাস আহত হন। বেহালা পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সারাদিন শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে। বিজেপি হারের ভয়ে হিংসার আশ্রয় নিয়েছে। ইট আর লাঠি নিয়ে বেধড়ক মেরেছে। একজনের মাথায় কম করে ১২টা সেলাই পড়েছে। তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ।' অপরদিকে বিজেপি নেতা দেবজিৎ সরকার বলেন, 'অঞ্জন দাস লোকজন নিয়ে বিজেপি কর্মী প্রসেনজিৎ ব্রহ্মকে আক্রমণ করেন। তিনি ১৫৪ নম্বর বুথের বিজেপির পোলিং এজেন্ট ছিলেন।' বেহালার পাশাপাশি ভোটের রাতে তেতে ওঠে হলদিয়াও।

এদিকে বিভিন্ন বুথফেরত সমীক্ষায় বিজেপি বাংলা দখল করছে পূর্বাভাস দেওয়ার পরই বুধবার রাতে হলদিয়ার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগের আঙুল বিজেপির বিরুদ্ধে। পালটা তৃণমূলের অভিযোগ উড়িয়ে পদ্মশিবিরের দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরেই ভোটের রাতে ভাঙচুর চলেছে পার্টি অফিসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,বুধবার রাতে হলদিয়া পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়। অফিসের চেয়ার-টেবিল, ব্যানার-ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় হলদিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে তৃণমূল। অপরদিকে ভাটপাড়ার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। উত্তপ্ত শান্তিপুরও। বুধবার রাতে রাস্তা থেকে দুই তরুণকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। তাঁদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠেছে। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। একইভাবে ভোটের দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা এলাকায় দুষ্কৃতীদের নৃশংস হামলার শিকার হলেন রোজিনা মোল্লা নামে এক গৃহবধূ । এদিকে ভোটের দিন শান্ত থাকলেও বৃহস্পতিবার সকালে ভাঙড়ের উত্তর কাশীপুর থানার ভোগালি ১ এলাকা থেকে মোট ৭টি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সুপারকে নালিশ বিজেপির

আশিস মণ্ডল

সিউড়ি, ৩০ এপ্রিল ঃ ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হল বিজেপি। দলের জেলা সভাপতির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার জেলা পুলিশ সুপার সূর্য প্রসাদ যাদবের সঙ্গে দেখা করেন বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জেলার নির্দিষ্ট কিছু উপদ্রুত এলাকা এবং দুষ্কৃতীদের নামের তালিকা জমা দেন।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের নির্বাচনে ভোট পরবর্তী হিংসায় বীরভূমের সাঁইথিয়া, নানুর, লাভপুর এলাকায় বেশ কিছু বিজেপি কর্মী সমর্থককে গ্রাম ছাড়া করা হয়েছিল। তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন বহু বিজেপি কর্মী সমর্থক। সদ্য নির্বাচন শেষ হওয়ার পর থেকে সাঁইথিয়া থানা এলাকায় তারই পুনরাবৃত্তি হওয়ায় আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এখন থেকেই বেশ কিছু এলাকায় ৪ মের পর দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়া শুরু হয়েছে বলে দাবি বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর

বীরভূম

বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি বলেন, '২০২১ সালে ভোট পরবর্তী হিংসা আমরা দেখেছি। জেলার নানুর থেকে দুবরাজপুর পাঁচটি খুন হয়েছিল। কোথাও ধর্ষণ করা হয়েছিল। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেই জন্যই আগাম জেলা পুলিশ সুপারকে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে গেলাম। কারণ ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা জেলা পুলিশ সুপার জানেন না। কারণ তিনি সে সময় জেলায় ছিলেন না। তবে নির্বাচনের দিন যেভাবে শান্তিপূর্ণভাবে কেটেছে তাতে পুলিশ সুপারের প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে। আমরা ক্ষমতায় আসছি। তাই বলে কোন হিংসাকে আমরা প্রশ্রয় দেব না। তাই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূলের কিছু চুনোপুঁটি নেতা যেভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিয়ে আসছে সে বিষয়ে বিস্তারিত জেলা পুলিশ সুপারকে জানিয়ে এলাম। উনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা আশ্বস্ত কারণ নির্বাচনের দিন জেলায় কোথাও বোম পরেনি, খুন হয়নি।'

গণনায় জোড়া মামলা খারিজ

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল : গণনার আগে কমিশনকে দুষে তৃণমূলের দায়ের করা দুটি মামলাই খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। ভোট গণনাকেন্দ্রে সুপারভাইজার ও গণনা সহকারী হিসেবে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে মামলা দায়ের করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে কসবা বিধানসভা গণনাকেন্দ্রের হঠাৎ স্থান বদল নিয়ে মামলা দায়ের করেন ওই কেন্দ্রেরই তৃণমূল প্রার্থী জাভেদ খান। বিচারপতি কৃষ্ণ রাও দুটি মামলাতেই কমিশনের সিদ্ধান্তে কোনও অবৈ। গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম থেকে বিহারীলাল কলেজে গণনাকেন্দ্র পরিবর্তন নিয়ে কোনও অবৈধতা খুঁজে পায়নি আদালত। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'শুধুমাত্র আশঙ্কার কারণে কেন্দ্রীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বাস্তব ভিত্তি নেই। গণণা কর্মীর মধ্যে কারা থাকবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার আছে কমিশনের। অন্যদিকে গণনাকেন্দ্র পরিবর্তন সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'কনডাক্ট অফ ইলেকশন রুলস ১৯৬১'র ৫১ ধারা অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার বিশেষ প্রয়োজনে ও প্রার্থীদের নোটিশ দিয়ে এই কাজ করতে পারেন।'

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের গণনার কাজে নিয়োগের মামলায় কল্যাণের দাবি, এই কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন হওয়ায় বিজেপির নির্দেশে কাজ করবে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করে ভোট গণনায় প্রভাব ফেলতে পারেন। গণনার গাইডলাইন অনুযায়ী কাউন্টিং সুপারভাইজার, কাউন্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, মাইক্রোঅবজার্ভার আগে থেকেই নিযুক্ত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে যাঁরা নির্বাচনের সঙ্গে আগে যুক্ত ছিলেন না, তেমন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের এই কাজে নিযুক্ত করা অর্থহীন। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের এই নির্দেশ দেওয়ার অধিকার নেই বলেও দাবি করেন কল্যাণ।

তাঁর অভিযোগ, গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সাহায্য নেওয়া হল, অথচ এখন বৈষম্য করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় কর্মীদের নিয়োগে আপত্তি

নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের নির্দেশিকায় এই কাজ করছে কমিশন। গুপ্তভাবে বৈঠক হচ্ছে। যদিও মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের আইনজীবী জিষ্ণু চৌধুরীর যুক্তি, গাইডলাইন অনুযায়ী কাউন্টিং সুপারভাইজারকে গেজেটেড অফিসার হতে হয় ও গ্রুপ-বি বা গ্রুপ-সি'র কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের সরকারি কর্মচারী কাউন্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে পারেন। সমস্ত নিয়ম মেনেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও রাজনৈতিক দলের বারবার কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানানোর যুক্তি হয় না। নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী দামা শেষাদ্রি নাইডু জানান, এই ধরনের মামলা সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হতে পারে। একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আবেদনকারীরা চান, কমিশন তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক।

জামিনে না মোথাবাড়ির ৫২ অভিযুক্তের

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল : মালদার মোথাবাড়িতে এসআইআরের কাজে নিযুক্ত জুডিশিয়াল অফিসারদের আটকে রাখার ঘটনায় মোফাক্কেরুল ইসলাম সহ ৫২ জনের জামিন খারিজ করল এনআইএ-র বিশেষ আদালত। বৃহস্পতিবার নিম্ন আদালতের বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন ১৩ মে পর্যন্ত জেল হেপাজতে থাকতে হবে অভিযুক্তদের। শীঘ্রই এই মামলায় চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট আদালতে পেশ করবে বলে জানিয়েছেন এনআইএ-র আইনজীবী।

১ এপ্রিল জুডিশিয়াল অফিসারদের রাতভর ঘেরাও রাখার ঘটনায় মিম নেতা মোফাক্কেরুল ইসলাম সহ গ্রেপ্তার করা হয় একাধিক ব্যক্তিকে। ইতিমধ্যেই তদন্ত চালাচ্ছে এনআইএ। এদিন এনআইএ-র আইনজীবী আদালতে জানান, অভিযুক্তদের ফোন কল রেকর্ড যাচাইয়ের জন্য তাঁদের সময় লাগবে। যদিও অভিযুক্তদের আইনজীবীদের দাবি, এসআইআর নিয়ে এখনও আন্দোলন চলছে। তাই জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা হোক। জামিনের বিরোধিতা করে এনআইএ। তদন্তকারীদের যুক্তি, এই ঘটনায় তদন্ত চলছে। সুপ্রিম কোর্টে প্রত্যহ তদন্তের রিপোর্ট পাঠাতে হচ্ছে। মোফাক্কেরুল এই ঘটনার অন্যতম মাস্টারমাইন্ড। তিনি সম্পূর্ণ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রেখেছিলেন। এগরামুল বাগানি মোফাক্কেরুলের বক্তব্যের ভিডিও আপলোড করায় অশান্তি আরও তীব্র হয়। এনআইএ-র দাবি মেনে অভিযুক্তদের জামিন খারিজ করে দিয়েছেন বিচারক। এনআইএ-র আইনজীবী শ্যামল ঘোষ জানান, মোথাবাড়ি কাণ্ডে ১২টি মামলার শুনানি ছিল। সবকটি মামলাতেই জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্রুতই চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা পড়বে।

পৃথিবীর পাঠশালা

মালিকানা ছাড়া এক দেশ

পৃথিবীর সব জমি কোনও না কোনও দেশের অধীনে থাকে। কিন্তু মিশর এবং সুদানের মাঝখানে বীর তাউইল নামের একটি আটকোণা বর্গমাইলের মরুভূমি আছে, যা এই দুই দেশের কেউই নিজেদের বলে দাবি করে না। দুই দেশের সীমান্ত সংক্রান্ত এক আইনি জটিলতার কারণেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর বুকে এটিই একমাত্র বাসযোগ্য জায়গা যা কোনও দেশের মালিকানাধীন নয়। মাঝেমধ্যেই কিছু মানুষ সেখানে গিয়ে পতাকা পুঁতে জায়গাটিকে নিজেদের স্বাধীন দেশ বলে ঘোষণা করার মজাদার চেষ্টা করেন।

তেজস্ক্রিয়তা খাওয়া ফাঙ্গাস

চেরনোবিলের পারমাণবিক চুল্লির ধ্বংসস্তূপের ভেতর বিজ্ঞানীরা এমন এক ধরনের ফাঙ্গাস বা ছত্রাক আবিষ্কার করেছেন, যা মারাত্মক তেজস্ক্রিয়তার মধ্যেও দিব্যি বেঁচে আছে। শুধু বেঁচে থাকাই নয়, রেডিওট্রফিক ফাঙ্গাস নামের এই ছত্রাকগুলো তেজস্ক্রিয় বিকিরণকে শোষণ করে নিজেদের শক্তিতে পরিণত করে, ঠিক যেমন গাছেরা সালোকসংশ্লেষ করে। এদের কোষে থাকা মেলানিন এই জাদুকরি কাজ করতে সাহায্য করে। বিজ্ঞানীরা এখন মহাকাশচারীদের বিকিরণ থেকে বাঁচাতে এই ফাঙ্গাস নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা করছেন।

ভয়ংকর সৌরঝড়

১৮৫৯ সালে পৃথিবীতে এমন এক ভয়ংকর সৌরঝড় আছড়ে পড়েছিল যা ইতিহাসে হয়ে আছে। একে ক্যারিংটন ইভেন্ট বলা হয়। সূর্যের বুক থেকে ছুটে আসা চার্জড পার্টিকেলের ধাক্কায় পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে বিশাল আলোড়ন তৈরি হয়। মেরুজ্যোতি বা অরোরা এত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যে মাঝরাতেও মানুষ সংবাদপত্র পড়তে পারছিলেন। টেলিগ্রাফ তারগুলো থেকে নিজে থেকেই আগুন ছিটকে বেরোতে শুরু করে। বিজ্ঞানীরা বলেন, আজকের দিনে এমন সৌরঝড় হলে পৃথিবীর সমস্ত ইন্টারনেট এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা মাসের পর মাস বিকল হয়ে পড়বে।

বিশাল মাথার নীচের শরীর

ইস্টার আইল্যান্ডের বিশাল পাথরের মাথাগুলোর কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু বহু বছর ধরে মানুষের ধারণা ছিল যে এগুলো কেবলই পাথরের মাথা। পরে প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটি খুঁড়ে দেখেন যে এই মাথাগুলোর নীচে আস্ত একটা শরীর মাটির নীচে লুকানো আছে। শুধু তাই নয়, ওই শরীরগুলোর গায়ে প্রাচীন এবং জটিল সব ট্যাটু বা উলকি নিখুঁতভাবে খোদাই করা রয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মাটি আর পলি জমে এই বিশাল মূর্তিগুলোর শরীর মাটির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

জোড়া আসনে জয়, দাবি হুমায়ুনের

বহরমপুর, ৩০ এপ্রিল : নিজে জোড়া কেন্দ্রে জয়ী হলেও তাঁর দল ক'টি আসন দখল করবে, স্পষ্ট করলেন না হুমায়ুন কবির। রাজ্যে দ্বিতীয় ও শেষ দফার নির্বাচন মেটার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বৃহস্পতিবার রেজিনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন হুমায়ুন। তিনি বলেন, 'নওদা ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে আমার জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু আমাকে একটা বিধানসভা কেন্দ্র বেছে নিতে হবে। দুটি কেন্দ্রের মানুষই আমাকে থেকে যাওয়ার

কথা বলছেন। আমি নওদায় থাকব, রেজিনগরটা ছাড়ব। ছয় মাসের মধ্যে রেজিনগরে উপ নির্বাচন হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থীকে হারাবেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী।' '২৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্রে লড়াই করে তিনি সংসদে পা রাখবেন বলেও এখনই দাবি করছেন হুমায়ুন। কিন্তু তাঁর দল আমজনতা উন্নয়ন পার্টি রাজ্যে ক'টি আসন পাবে, তা নিয়ে তাঁর মুখে শোনা যায়নি কোনও দাবি।

ট্রেনের নতুন সময়সূচি

আলিপুরদুয়ার, ৩০ এপ্রিল : এবার থেকে নতুন সময়সূচি মেনে চলাচল করবে নিউ জলপাইগুড়ি-গুয়াহাটি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। রেলমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এনজেপি স্টেশন থেকে রাত সাড়ে ১১টায় ছেড়ে সকাল সাড়ে ৮টায় গুয়াহাটি পৌঁছোবে ট্রেনটি। এনজেপি থেকে ছাড়ার সময়ে কোনও রদবদল না হলেও গুয়াহাটি পৌঁছোনোর সময় এগিয়ে এসেছে। তাই যাত্রাপথের অন্য স্টেশনগুলিতেও সময়সূচির বদল হবে। অন্যদিকে, গুয়াহাটি স্টেশন থেকে ফিরতি ট্রেনটি এখন রাত সাড়ে ৮টায় ছাড়ে। সেই সময় বদলে রাত ৯টা ১৫ মিনিটে ছেড়ে পরের দিন সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে এনজেপি পৌঁছোবে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস।

হাতি দেখতে ভিড়

নাগরাকাটা, ৩০ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার নাগরাকাটার জলঢাকা সেতুর কাছে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি দাঁতাল হাতিকে দেখতে ভিড় জমালেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পর্যটকরা। দু'ঘণ্টা ধরে জলঢাকা সেতুর কাছের জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করছিল দাঁতালটি। খবর পেয়ে নাগরাকাটা বিটের বিট অফিসার ইমরান আসলাম সেখানে যান। বুনোটি পরে জঙ্গলের হিলা টুবি কম্পার্টমেন্টে ঢুকে যায়।

জমিজটে ফের থমকে ক্যানসার ইনস্টিটিউট

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৩০ এপ্রিল : পুরসভা দাবি করছে কোচবিহার রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টারের জমির মালিক তারাই। অথচ জমির খতিয়ানে মালিক হিসেবে উল্লেখ রয়েছে অন্য ব্যক্তির নাম। জমি সংক্রান্ত এই জটিলতার জেরে শেষপর্যন্ত স্থগিত হয়ে গেল রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টারে অত্যাধুনিক পরিষেবা দেওয়ার কাজ। ২ মার্চ ওই সেন্টার পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ট্রাস্টের সঙ্গে বেসরকারি সংস্থা কারকিনোসের চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী, ১ এপ্রিল থেকে সেন্টার অধিগ্রহণ করে তাদের পরিষেবা শুরুর কথা ছিল। কিন্তু পুরসভা তাদের জমির সমস্যা না মেটানো পর্যন্ত সেখানে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে ওই সংস্থা। ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতে অত্যাধুনিক চিকিৎসার স্বপ্ন দেখানো কোচবিহার রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টারের ভবিষ্যৎ আপাতত বিশবাঁও জলে।

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা বলেছেন, 'ওই জমি আমাদেরই। জমি কেনা বা দানপত্র করা হলে খতিয়ান পরিবর্তন করতে হয়। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। তাই কাগজে-কলমে জমি আমাদের হলেও সেটি পুরোনো মালিকের নামেই রয়েছে। দ্রুত সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া হবে।' কোচবিহার রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টার ট্রাস্টের সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন বিদায়ি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তাঁর কথায়, 'কাগজপত্র নিয়ে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে শুনেছি। ৪ মে'র পর বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসব।' কারকিনোসের আধিকারিক জাভেদ

আখতারের বক্তব্য, 'জমিটির খতিয়ান নম্বর নিয়ে সমস্যা রয়েছে। ওটা পেলে তারপরই সেখানে কাজ শুরু করা হবে।'

কোচবিহারের বিনপট্টিতে থাকা ক্যানসার সেন্টারটি বর্তমানে পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে। ক্যানসারের প্রাথমিক কিছু চিকিৎসা হলেও এই রোগের উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য জেলার বাইরে যেতে হয় বাসিন্দাদের। এই পরিস্থিতিতে সেন্টারটি অধিগ্রহণ করে সেখানে পরিষেবা দিতে চায় কারকিনোস। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর মার্চের শুরুতে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরও হয়। কথা ছিল ছয় মাসের মধ্যে সেখানে ক্যানসারের অস্ত্রোপচারের পরিষেবা চালু করা হবে। সেজন্য অত্যাধুনিক মডিউলার অপারেশন থিয়েটার তৈরি হবে। পাশাপাশি সিটি স্ক্যান, আলট্রাসনোগ্রাফি, কেমোথেরাপি, লিনিয়র অ্যাক্সিলারেটরের মাধ্যমে রেডিওথেরাপি, ল্যাপারোস্কোপি পরিষেবা থাকবে। সাধারণ বেডের পাশাপাশি সংকটজনক ক্যানসার রোগীদের জন্য আইসিইউ খোলা হবে। ধাপে ধাপে ক্যানসার সম্পর্কিত চিকিৎসার সব ব্যবস্থাই এখানে করা হবে বলে সংস্থা ঘোষণা করে। কিন্তু এরমধ্যেই জমি সংক্রান্ত জটিলতার জেরে এই কাজ থমকে গেল। দ্রুত সমস্যা মিটিয়ে নতুন পরিষেবা চালু হোক সেই দাবি উঠেছে।

কোচবিহার শহরে বৈশাখী চড়কের মাগন সংগ্রহে চড়ক ব্রতীরা। বৃহস্পতিবার। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

তেলের পাম্পে হঠাৎ 'র‍্যাশনিং'

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক ও গৌতম দাস

কুমারগঞ্জ ও গাজোল, ৩০ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার দুপুরের ছবি। ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের একটি পেট্রোল পাম্পে তেল ভরাতে ঢুকলেন গাজোলের পঙ্কজ মজুমদার। ট্যাংক ফুল করতে বলেই ধাক্কা খেলেন। পাম্পের কর্মী জানিয়ে দিলেন, আড়াইশো টাকার বেশি পেট্রোল দেওয়া হবে না। কেন এমন নিয়ম, জানতে চেয়েছিলেন পঙ্কজ। কিন্তু পাম্পকর্মী কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। তাঁদের বক্তব্য, ওপরমহলের নির্দেশ।

কিন্তু কে সেই ওপরমহল? তাহলে কি গোটা মালদা জেলা বা রাজ্যজুড়ে এমন কোনও নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে? অথচ রাঙাভিটা এলাকায় ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনেরই আরেকটি পাম্পে গিয়ে দেখা গেল, সেখানে নিয়ম আবার আলাদা। পাম্পকর্মী বললেন, 'আমাদের এখানে যত খুশি তেল দেওয়া হচ্ছে। বাইকের ক্ষেত্রে প্রথমবার ২৫০ টাকার তেল দেওয়া হচ্ছে। তবে এইভাবে ২৫০ টাকা করে পরপর যত খুশি তেল নিতে পারে।' আরেকটু এগিয়ে রাঙাভিটারই পাম্প মোড়ে রয়েছে ভারত পেট্রোলিয়ামের পেট্রোল পাম্প। সেখানে এই আড়াইশো টাকার কোনও বিধিই নেই। বাইক বা স্কুটার চালকরা আসছেন, প্রয়োজনমতো তেল ভরাচ্ছেন। আবার চলেও যাচ্ছেন। সরকার নিয়ন্ত্রিত দুটি পাম্পের ক্ষেত্রে কেন দু'রকম নিয়ম তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে আমজনতা।

এই সমস্যা কিন্তু কেবল গাজোলের ক্ষেত্রে নয়। প্রতিবেশী জেলা দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরামেও চালকদের ভোগান্তির একই ছবি দেখা গিয়েছে। সেখানেও কোথাও প্রতি বাইকে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা, কোথাও ২৫০ টাকা পর্যন্ত তেল দেওয়া হচ্ছে। চার চাকার ক্ষেত্রে তা ১০০০ থেকে ১৫০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। আর লরির জন্য ডিজেল দেওয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকার। পতিরাম, পাগলিগঞ্জ ও বোল্লা- এই তিনটি এলাকার পাম্পেই একই ধরনের বিধিনিষেধ চালু থাকায় ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। কথা হচ্ছিল বাইকচালক বিশাল সাহার সঙ্গে। বললেন, 'দুশো টাকার বেশি তেল দিচ্ছে না। গত তিনদিন ধরে প্রায় প্রতিদিনই তেল ভরাতে হচ্ছে, এতে সময় ও খরচ দুটোই বাড়ছে।' সুজয় দাস ও সুপ্রিয় সাহাদের মুখেও উঠে এল ভোগান্তির কথাই। আবার, বাহিচা বা কুমারগঞ্জের পেট্রোল পাম্পে এই ধরনের কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই বলে জানা গেল। তাতেই ধন্দ আরও বাড়ছে।

প্রশ্ন হল, এমন সমস্যা হচ্ছে কেন? দক্ষিণ দিনাজপুরের একটি পাম্পের মালিক রুমু চৌধুরী ও বাদলকৃষ্ণ বর্মন জানালেন, তাঁদের কাছে তেল কম আসছে। আর তাই তাঁদের বলায় হয়েছে তেল কম করে বিক্রি করতে। পতিরামের একটি পাম্পে একবারে ১৪-১৮ হাজার লিটার তেল আনা হয়। তা দেড়দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। বোল্লা, মোহনা ও পাগলিগঞ্জ পাম্পে দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে স্টক শেষ হচ্ছে। বর্তমানে ডিপো থেকে পাম্পগুলিতে তেল দেওয়ার দিনের ব্যবধানও বেড়েছে।

অনেকের ধারণা, ভোটপর্ব শেষ হলেই পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়তে পারে। আর তাই তেল মজুত রেখে কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হচ্ছে। কেউ কেউ আবার আন্তর্জাতিক

পরিস্থিতি, বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে এই সংকট তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন।

পাম্প মালিকদের অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সম্পাদক কাজল সরকার ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ভোটের কারণে এই মাসে তেলের বিক্রি বেড়েছে। যেসব পাম্প মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে, কেবল তাদেরই এই মাসে কম তেল বিক্রির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই নতুন মাস শুরু হলেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।'

সাধারণ মানুষ যাতে আতঙ্কিত না হন তার জন্য আশ্বাস দিয়েছেন ইন্ডিয়ান অয়েলের মালদা ইস্ট রিটেল সেলস ম্যানেজার সিঞ্চনস্নিগ্ধ দাঁ। তবে তাঁর কথায় আবার উঠে এসেছে অন্য তত্ত্ব। বলেছেন, 'সরকার নিয়ন্ত্রিত অন্য পেট্রোল পাম্পগুলিতেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হওয়ার কথা। তবে তারা কেন তা পালন করছেন না সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না।'

পঙ্কিল রাজনীতিতে

প্রথম পাতার পর

ক্ষমতার অলিন্দে যখন রোজ আদর্শের নিলাম হয়, নেতারা যখন 'জনগণের স্বার্থে'র দোহাই দিয়ে রাতারাতি সুবিধাবাদের শিবির বদলান, তখন এক কিশোরীর এমন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন সত্যিই অভাবনীয়। তার ভাষায়, 'বামেদের সব কিছুর সঙ্গে হয়তো আমি সহমত নই। কিন্তু, সবমিলিয়ে বলব, আমি বামপন্থী। তাদের মতাদর্শের বেশিরভাগের সঙ্গে আমি সহমত।'

তার কাছে বামপন্থা হয়তো কেবল কোনও দলের ইস্তাহার নয়, বরং প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানোর, বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এক জীবনবোধ। যে মেয়েটি অনায়াসেই নিজের জন্য এক নিরাপদ, বিলাসবহুল জীবন বেছে নিতে পারত, সে চাইছে সমাজের একেবারে নীচুতলার মানুষের বঞ্চনা আর অধিকারের লড়াইটাকে নিজের কাঁধে তুলে নিতে। সে জানে, এই বয়সে এমন কথা বললে অনেকেই হয়তো ভাববে 'ছোট মুখে বড় কথা'। তবুও সে পিছপা হয়নি। বলেছে, 'আমি মনে করি, এখন সবকিছু ঠিক নেই। ঠিক করতে আমার সাধ্যমতো যা পারব, সেটা করব।'

অনুষ্কার কথা শুনে গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর সেই অমোঘ বাণী আজ বড্ড বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার সবচেয়ে বড় শাস্তি হল, নিজের চেয়ে অযোগ্য মানুষদের দ্বারা শাসিত হওয়া। অনুষ্কা যেন কিশোরী বয়সেই এই সত্যিটা বুঝে গিয়েছে। সে অযোগ্যদের দ্বারা শাসিত হওয়ার শাস্তি মাথা পেতে নিতে রাজি নয়। আমরা চাই আমাদের ডাক্তার হোন সবচেয়ে শিক্ষিত, সন্তানের শিক্ষক হোন অগাধ পণ্ডিত, অথচ দেশ চালানোর ভার তুলে দিই 'অশিক্ষিত' বা 'অর্ধশিক্ষিত' হাতে। এই দ্বিচারিতা থেকে বেরিয়ে আসার একটাই পথ, অনুষ্কাদের রাজনীতিতে আসা।

স্রোতের অনুকূলে কচুরিপানাও অনায়াসে ভেসে যায়। কিন্তু প্রবল স্রোত কেটে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মেরুদণ্ড লাগে। অনুষ্কা সেই মেরুদণ্ড আর তারুণ্যের প্রতীক। যখন চারপাশের আকাশ স্বার্থপরতা আর দুর্নীতির কালো মেঘে ঢাকা, তখন অনুষ্কা যেন এক নির্ভীক শঙ্খচিল। একা হাতে সে হাল ধরতে চাইছে এক ঝোড়ো সমুদ্রের বুকে। তার এই রাজনৈতিক যাত্রাপথ কখনোই কুসুমাস্তীর্ণ হবে না, পদে পদে আসবে বাধা, সমালোচনা আর প্রলোভন। তবে তার এই প্রথম পদক্ষেপটাই যে দেশের আগামীর জন্য এক বিপুল সম্ভাবনার দরজা সজোরে খুলে দিল, তাতে সন্দেহ নেই।

এক গুমোট গরমে সে যেন এক পশলা বৃষ্টির মতো এসে জানিয়ে গেল, দেশমাতৃকার হাল ধরতে আজও কিছু মেধাবী মস্তিষ্ক প্রস্তুত। মেধার এমন বৃহত্তর সামাজিক প্রয়োগই তো শিক্ষার আসল সার্থকতা।

শীর্ষ আদালতের

প্রথম পাতার পর

তাকে অন্তত সম্মানটুকু দিন।'

শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, গর্ভপাতের নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকা একেবারেই উচিত নয়। চিকিৎসকরা শুধু শারীরিক ঝুঁকি থাকলে সেটা বুঝিয়ে বলবেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবে অন্তঃসত্ত্বা বা তাঁর পরিবার। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, আইনি সময়সীমার দোহাই দিয়ে ধর্ষণের কারণে অন্তঃসত্ত্বাদের ব্যক্তিগত পছন্দে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে সম্মান জানাতে কেন্দ্রকেও মানসিকতা বদলাতে হবে। শীর্ষ আদালতের এই পর্যবেক্ষণ স্পষ্ট করে দিল, মাতৃত্ব বোঝা নয়, বরং নারীর নিজস্ব অধিকার। সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাষ্ট্রের নেই। এই পর্যবেক্ষণ নারীবাদী ও মানবাধিকার কর্মীদের বড় জয় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

নগদ চুরি

শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : নিউ প্রকাশনগর এলাকার একটি বাড়িতে তিনটি পরিবার ভাড়া থাকে। বুধবার সন্ধেবেলা ওই তিন পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফিরে দেখেন, দরজার তালা ভাঙা। ঘরের ভেতর সবকিছু ওলটপালট অবস্থায় রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, তাঁদের ঘর থেকে লক্ষাধিক টাকা চুরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার তদন্ত শুরু করেছে ভক্তিনগর থানা।

অন্যদিকে, ২৮ এপ্রিল লিচুবস্তির একটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে বুধবার রাতে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের নাম রাহুল ছেত্রী। রাহুল শালুগাড়ার বিএসএফ রোডের বাসিন্দা।

বালাসনের চর

প্রথম পাতার পর

তুম্বাজোত সেতু সংলগ্ন এলাকাতেও পঞ্চনই নদীর গতিপথের ধার দিয়ে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে।' রাজপ্রহরীঝোরা আবর্জনায় ভরে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। তা দেখিয়ে এলাকার বাসিন্দা বিশাল মাহাতোর মন্তব্য, 'আবর্জনা ফেলার এই প্রবণতা এখনই বন্ধ করা না গেলে এলাকার পরিবেশ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে।'

মেডিকেলের ওটিতে 'তোলাবাজি'

প্রথম পাতার পর

তাহলে নাকি টাকা ফেরত পাওয়া যায়।' সেই পরামর্শ মতো সীমা অভিযোগপত্র সুপারের অফিসে জমা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'দু'দিনের মধ্যে জরুরি বিভাগের ওটি'র সামনে আমাকে ডেকে তিন হাজার টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছিল।'

তবে টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা হলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কখনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হয় না। অভিযোগ, শুধু চিকিৎসকদের একাংশ নন, মেডিকেলের সুপার অফিসের একটা বড় অংশ এই সিন্ডিকেটে জড়িয়ে। সেজন্যই সুপারের অফিসে অভিযোগপত্র জমা হলে বিড়ম্বনা বুঝলে রোগীর পরিবারকে ডেকে টাকা ফেরত দেওয়া হয়।

জরুরি অপারেশন থিয়েটারে সাধারণত রাত ৯টা নাগাদ অপারেশন শুরু হয়, যা অনেক সময় সারারাত চলে। প্রতি রাতে প্রায় ২০-২৫টি অপারেশন হয়। যেখানে সিনিয়ার ডাক্তাররা নন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি (পিজিটি) অর্থাৎ শিক্ষানবিশ ডাক্তাররা মূলত অপারেশন করেন। সেখানেই সাফাইকর্মী ও জিডিএ-দের একটা বড় অংশ তোলাবাজি করে বলে অভিযোগ।

অপারেশনের ধরন বুঝে ৩ হাজার থেকে শুরু করে ১০-১২ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়। টাকা আদায়কারীরা নিজেদের ডাক্তার হিসাবে পরিচয় দেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা ওটিতে কর্মরত জিডিএ বা সাফাইকর্মী। তাঁরা বলে থাকেন, 'আপনার রোগীর জটিল অপারেশন। আমি মেডিকেলের চিকিৎসক নই। আমাকে বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। আমার ফি দিতে হবে।'

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, শুধু জিডিএ বা সাফাইকর্মীদের পক্ষে কি এই অসাধু চক্র চালানো সম্ভব? মেডিকেল কর্তৃপক্ষ জানে না তা নয়। সবকিছু জেনেও চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকে তারা।

আজ বিজেপির বৈঠক

প্রথম পাতার পর

রাজ্য দপ্তরে বৈঠকে বসেন বিজেপির শীর্ষ পদাধিকারীরা। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক সম্ভাব্য ফল ও গণনার দিন নজরদারি নিশ্চিত করতে আলোচনা হয় ওই বৈঠকে। সুনীল বনসল ও দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ছাড়াও বৈঠকে ছিলেন দলের রাজ্য শাখার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদক সতীশ ধন্ডে সহ রাজ্য পদাধিকারীরা।

রাজ্যে সরকার গড়ার ব্যাপারে আশাবাদী বিজেপি। বুথ ফেরত অধিকাংশ সমীক্ষায় সেই আভাসও আছে। প্রথম দফার নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা একশোর বেশি আসন নিশ্চিত বলে দাবি করেছিলেন। দ্বিতীয় দফার শেষে ১৮০-র বেশি আসন নিয়ে রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়তে চলেছে দাবি করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণনাকেন্দ্রে নজরে অগ্রাধিকার টের পেয়ে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করল বিজেপি নেতৃত্বও।

দলের এক রাজ্য নেতার মতে, তৃণমূলের সরকার গড়া ও আসন সংখ্যার দাবির পর গেরুয়া শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্বে ধন্দ তৈরি হয়েছে। তৃণমূল মনে করছে কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে শুরু করে কমিশনের বশংবদ অফিসারদের কাজে লাগিয়ে গণনাতে কারচুপি করতে পারে বিজেপি। তেমনই বিজেপি মনে করে, শেষ কামড় দিতে গণনার দিন মরিয়া চেষ্টা চালাবে তৃণমূল। সেকথা মাথায় রেখে গণনাকেন্দ্র এবং ইভিএম আগলাতে দলীয় কর্মীদের সতর্ক করার পাশাপাশি কী কী করণীয় তার তালিকা তৈরি করে দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।

সেজন্য বৃহস্পতিবার সল্টলেকের রাজ্য দপ্তরের বৈঠকে ঠিক হয়েছে, প্রতিটি সাংগঠনিক বিভাগ ধরে ধরে বৈঠক হবে। শুক্রবার শিলিগুড়ির পর দলের মালদা, বর্ধমান ও পুরুলিয়া বিভাগের সঙ্গে বৈঠক করবেন বনসল। হাওড়া, হুগলি, কলকাতা এবং মেদিনীপুরের প্রার্থীদের সঙ্গে বৃহস্পতিবারই ভার্চুয়াল বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে গণনার দিনের করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও বিধানসভাভিত্তিক সম্ভাব্য ফলাফলের পর্যালোচনা হয়।

উত্তরবঙ্গের ৫৪ আসনের মধ্যে অন্তত ৪০ আসনে জয় পাওয়া ছিল বিজেপির লক্ষ্য। ভোটের পর উত্তরবঙ্গ সেব্যাপারে সদর্থক বার্তা দিলেও তৃণমূল নেত্রীর দাবির পর নিজেদের হিসেবনিকেশ আরও একবার খতিয়ে দেখা দরকার বলে মনে করছে বিজেপি। সেকারণে প্রতিটি আসন ধরে ধরে মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই প্রক্রিয়ায় প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট এবং পর্যবেক্ষকদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

রেডি, স্টেডি, গো...

প্রথম পাতার পর

ফেসবুকে যে বিশেষজ্ঞ কম পড়ে যাবে।' রাজনীতির ক্ষেত্রে ছোটনদা আর টোটনদার যতই মতের অমিল থাকুক, এই জায়গায় এসে তাঁরা এক হয়ে গেলেন হঠাৎ। একযোগে বলে উঠলেন, 'আলোচনার কি কম বিষয় থাকে? এরপর আইপিএল চলছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ চলবে। তারপরে বিশ্বকাপ।'

এখন কি স্বচ্ছন্দে বাঙালি রাজনীতি থেকে ফুটবলে বিচরণ করে! সব কিছুতেই এক্সপার্ট। সব কিছুতেই সাংবাদিক। জুনে বিশ্বকাপ শুরু হলে বাঙালি ভিনিসিয়াসের কোন পা'টা ইয়ামালের কোন পায়ের থেকে ভালো, দিব্যি বলতে পারবে। এখন লোকের জ্ঞান প্রচুর! এখন লোকের আত্মবিশ্বাসও প্রচুর। যে কোনও সময় লোকে যে কোনও বিষয়ে ঢুকে যেতে পারে। শুধু একবার বলবেন, রেডি, স্টেডি, গো...। ব্যাস, ট্র্যাক বদলে যাবে।

তাই বুঝি মমতা-মোদি থেকে এই বঙ্গসন্তানের দল ট্রাম্প-নেতানিয়াহু হয়ে দিব্যি রোনাল্ডো-মেসিতে চলে যেতে পারে। শুধু চলে যেতে পারে না, বিশেষজ্ঞের মতামত দিতে পারে নির্দ্বিধায়। চার-পাঁচ লাইন লিখেও দেবে ফেসবুকে।

আসলে এসব ক্ষেত্রে বাঙালির যত আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, তত কমেছে লজ্জা এবং বিবেচনা বোধের দায়। কোনটাতে মন্তব্য করা উচিত, কোনটাতে নৈঃশব্দ জরুরি, সেই ভাবনাটাই আস্তে আস্তে কুয়াশাচ্ছন্ন। বাঙালি সাহিত্যিক থেকে শুরু করে পরিচালক, প্রযোজক থেকে অভিনেতা নিজেকে সামলাতে পারছেন না কেউই। সবাই কিছু না কিছু মন্তব্য করছেন। এবং তাতে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এঁদের নিজেদের হিংসা, ঈর্ষা, ল্যাং মারামারির খেলা। না পাওয়ার ক্ষোভ। ধান্দাবাজি। সুবিধেবাদের গল্প। অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী জেনেও প্রবলভাবে নেমে পড়ছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক হওয়ার লোভে।

এক অদ্ভুত তাড়নায় সবাই কিছু না কিছু বলছেন। আর সেই বলাবলির ভেতরেই উঁকি দিচ্ছে একে অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার সুপ্ত প্রতিযোগিতা। ডিজিটাল দুনিয়ায় লাইক-কমেন্টের লোভে এই যে তড়িঘড়ি 'বিশেষজ্ঞ' হয়ে ওঠা, তাতে পাণ্ডিত্যের চেয়েও আত্মপ্রচারের নেশাই যেন বেশি।

এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ। এঁদের পাশাপাশি এই বঙ্গে আর এক দল রয়েছে দেখার মতো। অধিকাংশই দেওয়ালের ওপর চিন্তিত মুখে বসে। ক্ষমতার ভরবিন্দু পালটালেই এদিক ভুলে ওদিকে লাফাবেন নিশ্চিতভাবে। প্রত্যাবর্তন হলে একরকম ভল্ট, পরিবর্তন হলে আর একরকম। এঁরা কখনও মনে করাবেন হাইজাম্পের জেভিয়ার সোতোমেয়ারকে, কখনও পোল ভল্টের সের্গেই বুবকাকে, কখনও লংজাম্পের কার্ল লুইসকে। কখনও ৫৯ বছরের আগের হরিয়ানার নেতা গয়ালালকে। দু'সপ্তাহে তিনবার দল পালটানোর পর যাঁর কথা ভেবে শুরু হয়েছিল 'আয়ারাম গয়ারাম' বলা।

এই বঙ্গসন্তানরা আবার ডিগবাজি খাওয়ার বিশেষজ্ঞ। আয়ারাম গয়ারামের দল এখন বাংলার ঘরে ঘরে। ভরে গিয়েছে রাজ্যে। তাঁরা স্টার্টিং ব্লকে দাঁড়িয়ে লাফানোর অপেক্ষায়। রেডি, স্টেডি, গো...।

গণনায় সতর্ক মমতা

প্রথম পাতার পর

বুথফেরত সমীক্ষাকে কার্যত বিজেপির 'চক্রান্ত' বলে নস্যাৎ করেছেন। তাঁর কথায়, 'সত্যিটা বেরিয়ে এলে শেয়ার বাজারে ধস নামবে। সেটা আটকাতে এই সমীক্ষা দেখানো হয়েছে।'

মমতার অভিযোগ, 'সংবাদমাধ্যমকে দিয়ে ওরা শেষ খেলা খেলছে। আমার কাছে খবর আছে, শেয়ার মার্কেটকে সান্ত্বনা দিতে এটা ওরা করছে। তাছাড়া আমাদের কর্মীদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে।' এই প্রসঙ্গে ২০১৬ ও ২০২১-এর বুথফেরত সমীক্ষা কীভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছিল, তার উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, 'আমরা ২২৬ ক্রস করব। ২৩০-ও পেয়ে যেতে পারি। গতকাল বেলা ১টা ৮ মিনিটে বিজেপির দপ্তর থেকে টাকা দিয়ে এই সমীক্ষা দেখাতে বলা হয়েছে।'

ফলাফল সম্পর্কে এত আত্মবিশ্বাস দেখালেও গণনাকেন্দ্র সম্পর্কে কিন্তু বারবারই তাঁর অতিরিক্ত সাবধানি মনোভাব ধরা পড়েছে ভিডিওবার্তায়। তিনি নিজেও গণনাকেন্দ্রে যাবেন জানিয়ে তৃণমূল নেত্রী কর্মীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'গণনার সময় ঠায় বসে থাকবেন। শৌচালয়ে যেতে কিংবা খাওয়ার জন্য উঠতে হলেও যেন দু'মিনিটের বেশি না হয়। সেসময় এমন কাউকে বসিয়ে যাবেন, যিনি বিশ্বস্ত। যাঁকে টাকা দিয়ে কেনা যায় না।'

এই ভিডিওবার্তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচন কমিশন বিবৃতি দিয়ে জানায়, 'স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা ত্রিস্তরীয়। সেখানে সিসিটিভি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারি রয়েছে। ইভিএম বদলে ফেলার কোনও প্রশ্ন ওঠে না।' কমিশনের দাবি, গণনা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সব দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ইভিএমের সিল খোলা হবে। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'গণনাকেন্দ্রে নির্দিষ্ট দূরত্বে সবাই থাকতে পারে। তবে তার মধ্যে নয়।' মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'যেভাবে রোদ ও অত্যাচার সহ্য করে মানুষ দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন, তাতে আমরা কৃতজ্ঞ। দলের কর্মীদের কাছেও কৃতজ্ঞ। তাঁরা প্রাণপণ লড়াই করেছেন। অনেকে অত্যাচার সহ্য করেছেন।' তাঁর দাবি, 'যাঁরা বাংলাকে জব্দ করতে চেয়েছেন, তাঁরা ভোটবাক্সে জব্দ হয়ে গিয়েছেন।'

ভোটের দিন পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে তৃণমূল নেত্রীর দাবি, বাহিনীকে দিয়ে সাধারণ মানুষকে মারা হয়েছে, শিশুরাও রেহাই পায়নি। মমতার সুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, বিপুল ব্যবধানে তৃণমূল জিতবে। গণনার দিন বিজেপির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম একধাপ এগিয়ে বলেন, ৬ মে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন।

ছোট্ট তারা

হাকিমপাড়া জিএসএফপি বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী অর্পিতা পাল পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকায় পারদর্শী। নানা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সকলের নজর কেড়েছে।

গোরু চুরির অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : দামি গাড়িতে গোরু তুলে নিয়ে পালানোর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল খোলাইবকতরিতে। বুধবার গভীর রাতের এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার স্থানীয় বাসিন্দা অমিতকুমার গুপ্তা মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও জমা করেছেন। সেই ফুটেজে দেখা গিয়েছে, দামি গাড়ির পেছনে চারজন গোরুকে তুলে খাপরাইলের দিকে পালাচ্ছে। প্রসঙ্গত, মাটিগাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই এভাবে গাড়িতে গোরু তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মাসখানেক আগে শিবমন্দির এলাকায় এভাবেই গোরু ও বাছুরকে নিয়ে যাওয়ার সময় একটি গাড়িতে আগুন লেগে গিয়েছিল। ঘটনায় অভিযুক্তরা পালিয়ে গেলেও ওই গাড়ির সঙ্গে ভেতরে থাকা গোরু ও বাছুর পুড়ে যায়। অমিতের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অমিতের কথায়, 'প্রশাসনের উচিত অভিযুক্তদের পাকড়াও করা।'

দুর্ঘটনায় আহত ৫

শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার সাত মাইলের কাছে বেঙ্গল সাফারি সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৫ জন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে একটি পর্যটকবাহী সিকিমের গাড়ি সেবকের দিকে যাচ্ছিল। উলটোদিক থেকে আসা একটি খালি ডাম্পারের সঙ্গে সেই গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় সিকিমের গাড়ির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সিকিমের গাড়িতে থাকা পাঁচজন আহত হন। যদিও প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

হাতাহাতি

শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার দুপুরে হায়দরপাড়া মেইন রোডে এক বাইকচালক ও স্কুটারচালকের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হায়দরপাড়া রোড ধরে যাওয়ার সময় স্কুটার ও বাইকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এরপরই চালকরা নিজেদের মধ্যে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন। খবর পেয়ে ভক্তিনগর থানার পুলিশ গিয়ে ওই বাইক ও স্কুটারচালককে আটক করে। এদিকে, চার্চ মোড়ে নম্বরবিহীন একটি টোটোচালকের হুজ্জতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, নম্বরবিহীন ওই টোটোর চালক সিগন্যাল না মেনেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ট্রাফিক পুলিশ ওই টোটোচালককে দাঁড় করালে হুজ্জতি শুরু করেন। এরপর চালককে আটক করে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

বৃষ্টির মধ্যে স্কুলের পথে পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

বর্ষায় জমা জলে ভুগবে শহর

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : জমা জলের সমস্যা মেটাতে শিলিগুড়ি পুরনিগম কর্তৃপক্ষ শহরের বেহাল নালাগুলি সংস্কারের কাজ শুরু করেছে। মাস তিনেক আগেই সংস্কার শুরু হয়েছে। যদিও বর্ষার আগে সেই কাজ শেষ করা সম্ভব নয় বলেই শিলিগুড়ির মেয়র স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি এবারও শহরবাসীকে ভরা বর্ষায় জমা জলে ভুগতে হবে? এনিয়ে মেয়র আশ্বস্ত করলেও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা পুরনিগমের ভূমিকায় মুখ খুলতে শুরু করেছেন। তাঁদের দাবি, পুর কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনাহীন কাজের জেরে প্রাক-বর্ষাতেই শহরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে।

নির্বাচনি আবহে মার্চ মাসে শিলিগুড়ি পুরনিগমে মাসিক অধিবেশন হয়নি। তবে, শহরের নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে বৃহস্পতিবার ৫০তম মাসিক অধিবেশন করা হয়। এদিন ৪৭ জনের মধ্যে ৩৭ জন কাউন্সিলার মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের শুরুতেই প্রশ্নোত্তরপর্ব চলে। সেখানে নিকাশিনালা সাফাই থেকে শুরু করে একাধিক ইস্যুতে আলোচনা হয়। এরপর এসআইআর প্রসঙ্গ উঠতেই বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন সহ বিজেপি কাউন্সিলারেরা অধিবেশন কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যান। ঘটনায় তৃণমূল সহ অন্য কাউন্সিলাররা কিছুটা তাজ্জব বনে যান। যদিও চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী জানিয়েছেন, অনুমতি নিয়েই বিরোধীরা অধিবেশন কক্ষ ছেড়ে বেরিয়েছেন। বিরোধী দলনেতাও পরবর্তীতে সেকথা স্পষ্ট করেছেন।

এক ঘণ্টারও কম সময় ধরে চলা এদিনের মাসিক অধিবেশনে ১০০টির বেশি প্ল্যান পাশ করা হয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকে মেয়র বলেন, 'বর্ষাকালীন জরুরি কাজ করা হচ্ছে। প্রায় ৮০ কোটি টাকা খরচে নিকাশিনালার সংস্কার করা হচ্ছে। তবে বর্ষার আগে কোনওভাবেই সেই কাজ শেষ করা সম্ভব হবে না। এই কাজে সময় লাগে। যদিও জল জমা রুখতে নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'চার বছর ইতিমধ্যে পার হয়ে গিয়েছে। পুর কর্তৃপক্ষ এখনও শহরের নালাগুলির বাস্তব কোনও ম্যাপ তৈরি করতে পারেনি। সঠিকভাবে নালা সংস্কার ও পরিষ্কার করা হয়নি। শহরবাসীকে তার ফল ভোগ করতে হবে।'

শিলিগুড়িতে সামান্য বৃষ্টিতেই একাধিক এলাকায় জল দাঁড়িয়ে পড়ে। গোষ্ঠ পালের মূর্তি সংলগ্ন রাস্তা থেকে হাসপাতাল রোড- সর্বত্র এক ছবি দেখা যায়। বিভিন্ন বাজারে জল থইথই অবস্থায় বিপাকে পড়েন ক্রেতা-বিক্রেতারা। শহরের নিকাশি ব্যবস্থার দশা তথৈবচ। বহু এলাকায় নিকাশিনালা প্রয়োজন অনুযায়ী চওড়া নয়। বহু এলাকায় নালা ভেঙেছে। এই পরিস্থিতিতে যদি বর্ষার আগে সংস্কার করা না যায়, তবে সমস্যা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

এদিন এসআইআর ইস্যুতে পুরনিগমের বৈঠকে আলোচনা হয়। বাম কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী বলেন, 'শিলিগুড়ি শহরের অনেকের নামই ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। তাঁরা যাতে আগামীতে নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন বা কোনও প্রকার প্রশাসনিক জটিলতার মধ্যেও যেন তাঁদের না পড়তে হয়, সেটা দেখতে হবে।' সেইসঙ্গে প্রত্যেকের নাম যাতে তোলা যায় তাও সুনিশ্চিত করার দাবি তোলেন। উত্তরে মেয়র গৌতম দেব পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, 'প্রত্যেকের নাম তোলার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। একজনও কোনও প্রকার সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে।' এরপরেই তিনি জানান, তালিকায় নাম থাকার পরেও একাংশ কেন্দ্রীয় কর্মচারী ভোট দিতে পারেননি। প্রত্যেকেই যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতে সিইও-কে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

মেয়র এদিন জানিয়েছেন, পুরনিগমে পর্যটনবান্ধব একটি সেল খোলার চিন্তাভাবনা রয়েছে। সেইসঙ্গে পথশ্রীর কিছু কাজ নিয়ে অভিযোগ এসেছে। সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই সমস্ত পেন্ডিং কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

পুরনিগমের বোর্ড মিটিংয়ে মেয়র গৌতম দেব। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

বর্ষাকালীন জরুরি কাজ করা হচ্ছে। প্রায় ৮০ কোটি টাকা খরচে নিকাশিনালার সংস্কার করা হচ্ছে। তবে বর্ষার আগে কোনওভাবেই সেই কাজ শেষ করা সম্ভব হবে না। এই কাজে সময় লাগে। যদিও জল জমা রুখতে নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে।

গৌতম দেব

সুবিধা নেই স্বাধীনতা আছে

কাজে উপার্জন কম। সুযোগসুবিধাও তেমন নেই। তবু এই কাজকেই ভালোবেসেছেন অনেকে। কেন না এখানে বসের চোখরাঙানি নেই। ছুটির জন্য আবেদন করার বাধ্যবাধকতা নেই। আর নিজের সময়মতো কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। মে দিবসের প্রাক্কালে সেই গিগ কর্মীদের ওপর আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস।

শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : গিগ কর্মীদের প্রথাগতভাবে কোম্পানির আওতাভুক্ত করা নিয়ে জাতীয় স্তরে নানা বিতর্ক রয়েছে। 'কর্মী' হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়ায় বহু সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁরা। মিলছে না পিএফ, গ্র্যাচুইটি, সবেতন ছুটি থেকে ন্যূনতম মজুরি ইত্যাদি। অথচ, মে দিবসের প্রাক্কালে শিলিগুড়ি শহরের পথেঘাটে কর্মরত গিগ কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে অন্য এক ছবি ধরা পড়ল। অধিকাংশ কর্মীই বর্তমান কাজের ধরনের স্বাধীনতায় বেশ খুশি।

ফ্রিল্যান্সিং হিসেবে এই কাজে নেই বসের চোখরাঙানি, নেই ছুটির জন্য বারবার আবেদন করার বাধ্যবাধকতা। নিজেদের সময়মতো কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে তাঁদের। কেউ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অ্যাপে অফলাইন থাকলে সেই মুহূর্তে অর্ডার আসা বন্ধ হয়ে যায়। আবার ছুটির প্রয়োজন হলে গোটা দিনই লগ আউট করে কাটানো যায়। কাজের ফাঁকে অন্য কাজ করার সুযোগও রয়েছে। যদিও মাসের শেষে নির্দিষ্ট বেতন, পিএফ বা ইএসআই-এর মতো স্থায়ী সুবিধা নেই, তবুও এই স্বাধীনতাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন তাঁরা।

মাটিগাড়ার নেহা তিওয়ারি বছরখানেক ধরে এই পেশায় যুক্ত। বলছিলেন, 'বাড়ির কাজ ও মেয়ের স্কুলের দায়িত্ব সামলে এখানে কাজ করতে সুবিধা হয়। কোনও বেসরকারি সংস্থায় কাজ করলে অনেক ধরাবাঁধা নিয়ম থাকে, এখানে তেমনটা নেই। তাছাড়া কোম্পানি থেকে অ্যাক্সিডেন্টাল ইনসুরেন্সও পাওয়া যায়।'

সুভাষপল্লির আকাশ গুপ্তা বা রবি তালুকদারের মতো কর্মীরা জানান, একটি কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত থাকলে একাধিক জায়গায় কাজ করা সম্ভব হত না। রবির কথায়, 'একটি অর্ডার ডেলিভারি দেওয়ার পর যাত্রী পরিবহণের কাজও করতে পারি। এই বহুমুখী কাজের সুযোগটাই আমাদের কাছে বড় পাওনা।'

তবে এই প্রবণতাকে অনেকেই সচেতনতার অভাব হিসেবে দেখছেন। আইনজীবী অত্রি শর্মার মতে, 'চাকরিগত নিরাপত্তার বিষয়টি তাঁরা বুঝতেই পারছেন না। এর ফলে নানা সমস্যাও তৈরি হচ্ছে।'

সবমিলিয়ে, গিগ কর্মীরা সাময়িক স্বাধীনতা ও নমনীয়তাকে পছন্দ করলেও, ভবিষ্যতের পেশাগত সুরক্ষার প্রশ্নটি যে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কোনও বেসরকারি সংস্থায় কাজ করলে অনেক ধরাবাঁধা নিয়ম থাকে, এখানে তেমনটা নেই। তাছাড়া কোম্পানি থেকে অ্যাক্সিডেন্টাল ইনসুরেন্সও পাওয়া যায়।

নেহা তিওয়ারি

বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

সেন্ট মাইকেলসের নজরকাড়া মেয়েরা

কৃপা মিত্তল

আরশি ভগত

অনন্যা ঝা

শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : শিলিগুড়ির সেন্ট মাইকেলস গার্লস স্কুলের পড়ুয়ারা আইসিএসই দশম শ্রেণির পরীক্ষায় নজর কাড়ল। স্কুলের ছাত্রী কৃপা মিত্তল পরীক্ষায় ৯৮.৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। কৃপা বিহারের খাগাড়িয়ার বাসিন্দা। ওই ছাত্রী বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম হয়েছে। অপর দুই ছাত্রী আরশি ভগত ৯৮.৪ শতাংশ পেয়ে দ্বিতীয় ও অনন্যা ঝা ৯৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে তৃতীয় হয়েছে। আরশি ও অনন্যা দুজনই বিহারের বাসিন্দা। বিদ্যালয় থেকে এবছর মোট ৭৭ জন দশম শ্রেণির পরীক্ষা দিয়েছিল। যার মধ্যে ২২ জন ৯৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে। ৩০ জন ছাত্রী ৯০ থেকে ৯৪ শতাংশের মধ্যে নম্বর পেয়েছে। ৮৫ থেকে ৮৯ শতাংশের মধ্যে ১৪ জন, ৮০ থেকে ৮৪ শতাংশের মধ্যে ৭ জন এবং ৭৫ থেকে ৭৯ শতাংশের মধ্যে ৪ জন নম্বর পেয়েছে।

সেন্ট মাইকেলসের নজরকাড়া ছেলেরা

শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : বিগত বছরগুলির মতো এবছরও আইসিএসই দশম শ্রেণির পরীক্ষায় নজরকাড়া ফল করল শিলিগুড়ির সেন্ট মাইকেলস বয়েজ স্কুল। বিদ্যালয়ের ছাত্র রৌনক কুমার ৯৯.৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়েছে। বিহারের পূর্ণিয়ার বাসিন্দা রৌনক দেশের মধ্যে মিলিতভাবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বিদ্যালয়ের অপর ছাত্র উমাঙ্গ আগরওয়াল ৯৯.৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। উমাঙ্গের গোটা দেশের মধ্যে সম্মিলিত র‍্যাংক তৃতীয়। স্কুলের ছাত্র আদিউল ইসলাম ও দিব্যাংশু কুমার ৯৯.৪ শতাংশ করে নম্বর পেয়েছে। এবছর স্কুল থেকে ১০৫ পড়ুয়া দশমের পরীক্ষা দিয়েছিল। যার মধ্যে ৬১ জন ছাত্র ৯৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে। ১৭ জন ছাত্র এমন রয়েছে যাদের প্রাপ্ত নম্বর ৯০ শতাংশের বেশি। ৮৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ১৬ জন। ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ৯ জন। দুজন পড়ুয়া রয়েছে যাদের প্রাপ্ত নম্বর ৭৮ শতাংশের বেশি।

পাড়ায় পাড়ায়

নালা সাফাই হচ্ছে না

ইসলামপুর, ৩০ এপ্রিল : ইসলামপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লি এলাকায় নিকাশিনালা নিয়মিত সাফাই না করার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষ। এলাকার বাসিন্দা শ্যামল বিশ্বাস বলেন, 'নিকাশিনালা নিয়মিত সাফাই না হওয়ার কারণে আবর্জনা জমে নালা রুদ্ধ হয়ে উঠছে। অথচ কারও কোনও হেলদোল নেই।' এলাকার বাসিন্দারাই বলছেন, ১০ দিন কেটে গেলেও অনেক সময় নালা সাফাই হয় না। ফলে নালা রুদ্ধ হয়ে দুর্গন্ধ যেমন ছড়াচ্ছে তেমনি বাড়ছে মশা ও কীটপতঙ্গের দাপট। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বধূ বলেন,

ইসলামপুর

'আসলে কাউন্সিলার নিজেই নিয়মিত এলাকা পরিদর্শনে আসেন না। ফলে আমাদের যন্ত্রণা বুঝবেন কী করে।'

আবর্জনা নিয়ে এই ওয়ার্ডে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। সঙ্গে নিকাশিনালা সাফাই না হওয়ার অভিযোগ ক্ষোভে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এলাকার বাসিন্দা বাবু দত্ত বলেন, 'এই নিকাশিনালা নিয়ে সমস্যা দীর্ঘদিনের। আশাকরি কর্তৃপক্ষ দ্রুত সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ করবে।'

এলাকার কাউন্সিলার মানিক দত্তের প্রতিক্রিয়া, 'এই সমস্যার জন্য সাধারণ মানুষ দায়ী। নালায় আবর্জনা ফেলে দিয়ে তাঁরাই রুদ্ধ করে দিচ্ছেন।'

হাউজিং ফর অল প্রকল্প

প্রথম কিস্তির টাকা আত্মসাৎ!

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : বছরের পর বছর ঘুরলেও হাউজিং ফর অল প্রকল্পে ঘর তৈরির কাজ শুরু করেনি উপভোক্তাদের একাংশ। অথচ প্রত্যেকেই প্রথম কিস্তির টাকা হাতে পেয়েছেন নির্দিষ্ট সময়েই। তাৎপর্যপূর্ণভাবে শিলিগুড়ি পুরনিগম সংশ্লিষ্ট উপভোক্তাদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও, তাতে কোনও লাভ হয়নি। চাপে পড়ে হাতেগোনা কয়েকজন নির্মাণকাজ শুরু করলেও, সেই পথে হাঁটেননি অধিকাংশই। প্রশ্ন উঠছে, প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করার পরিকল্পনা কি আগাম করে রেখেছিলেন ওই উপভোক্তারা? এমন পরিস্থিতিতে পুরনিগম কি ওই উপভোক্তাদের বিরুদ্ধে আদৌ কোনও কঠোর পদক্ষেপ করবে? এনিয়ে অবশ্য পুর কর্তৃপক্ষের তরফে তেমন কোনও সদুত্তর মেলেনি। যে কারণে বিরোধীদের কটাক্ষ, ওই তালিকায় শাসক-ঘনিষ্ঠরা থাকায় পুর কর্তৃপক্ষ কঠোর পদক্ষেপ করতে পারছে না।

পুরনিগম সূত্রে খবর, ২০১৬-'১৭, ২০১৮-'১৯, ২০১৯-'২০ এবং ২০২১-'২২ অর্থবর্ষ মিলিয়ে শহরে মোট ৪ হাজার ৯৫১ জন উপভোক্তা হাউজিং ফর অল প্রকল্পে তালিকাভুক্ত। প্রথম কিস্তির অঙ্ক ৪৫ থেকে ৭০ হাজার টাকা পর্যন্ত ছিল। তালিকাভুক্ত প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে প্রথম কিস্তির টাকা হাতে পেয়েছেন। প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে উপভোক্তাদের অনেকেই বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেন। তাঁদের অনেকেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তির টাকাও হাতে পেয়েছেন। কিন্তু অন্তত ২০ শতাংশ উপভোক্তা প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েও ঘর তৈরির কাজ শুরু করেননি। যে কারণে গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে পুরনিগমের তরফে ওই উপভোক্তাদের চিহ্নিত করে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরবর্তীতে একপ্রকার চাপে পড়ে প্রায় ৫ শতাংশ উপভোক্তা নির্মাণকাজ শুরু করেন। অন্যদিকে, ২ শতাংশ উপভোক্তা পুরনিগমে পৌঁছে প্রথম কিস্তির টাকা ফিরিয়ে দেন। কিন্তু বাকি ১৩ শতাংশ উপভোক্তা এখনও পর্যন্ত বাড়ি তৈরি বা টাকা ফেরত, কোনওটাই করেননি। যা নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছে পুর কর্তৃপক্ষ।

পুরকর্তাদের একাংশ মনে করছে, ওই উপভোক্তারা সরকারি প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ করার ছক করেই হাউজিং ফর প্রকল্পের তালিকায় নিজেদের নাম তুলেছিলেন। প্রথম কিস্তির টাকা হাতে পাওয়ার পর তাই চুপ করে রয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে শাসকদের বিঁধছেন বিরোধীরা। বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'যাঁরা এখনও কাজ শুরু করেননি, তাঁদের থেকে টাকা ফিরিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পুরনিগম অবশ্য মাঝেমধ্যে লোক দেখাতে কিছু একটা অ্যাকশন নেয়। কিন্তু তার কোনও ফল নজরে আসে না। হতে পারে তাঁদের লোক সেই তালিকায় রয়েছে বলে কড়া কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না।' মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নির্বাচনি আদর্শ আচরণবিধি প্রত্যাহারের পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

রংদার

কালবৈশাখী

এ কেবল ঋতু পরিবর্তনের কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়, বরং বাঙালির মনন, স্মৃতি ও জীবনদর্শনের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। দুর্যোগ যখন জীবনের প্রান্তে আছড়ে পড়ে, তখন কীভাবে অপরাজেয় চিত্তে অটল থাকতে হয়— রবীন্দ্রনাথ থেকে চাঁদ সদাগর, তাঁদের অদম্য জীবনবোধে সেই পাঠই দিয়েছেন। একদিকে ঝড়ে আম কুড়োনো, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ আর লোডশেডিংয়ের মায়াবী রূপকথা; অন্যদিকে আধুনিক জলবায়ুর প্রকোপে নিজস্ব ছন্দ হারানো এক রুদ্র প্রকৃতি। সবমিলিয়ে কালবৈশাখী আমাদের এক অমলিন ও দুরন্ত নস্টালজিয়া। আজও।

প্রচ্ছদ কাহিনী দেবদূত ঘোষঠাকুর, জয়শীলা গুহ বাগচী ও অদিতি চট্টোপাধ্যায়
রম্যরচনা অজিত ঘোষ
ছোটগল্প অনিন্দ্য সরকার
অণুগল্প অনুরাধা সেন ও শুভঙ্কর পাল
কবিতা স্বামী শিবপ্রদানন্দ, উজ্জ্বল আচার্য, মিহির দে ও জয়দেব সাহা

শ্রীনগর-জম্মু বন্দে ভারতের যাত্রা শুরু

শ্রীনগর, ৩০ এপ্রিল : জম্মুর সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকার যোগাযোগে নতুন দিগন্তের সূচনা হল। বৃহস্পতিবার জম্মু তাওয়াই স্টেশন থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত প্রথম সরাসরি ২০ কোচের বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ফ্ল্যাগ অফ করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। এই পরিষেবার মাধ্যমে ভারতের রেল মানচিত্রে সরাসরি যুক্ত হল কাশ্মীর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

এর ফলে যাত্রীরা খুব সহজে জম্মু ও শ্রীনগরের মধ্যে যাতায়াত করতে পারবেন। এই পরিষেবা শুধু পর্যটন ও বাণিজ্যে গতি আনবে না, বরং বারবার বন্ধ হওয়া শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় সড়কের ওপর নির্ভরশীলতাও কমাবে। রেলমন্ত্রী জানান, এই ট্রেনটি বিশ্বের অন্যতম কঠিন ভূখণ্ড যেমন চেনাব ও আনজি ব্রিজ পার করে হিমালয়ের বুক চিরে গন্তব্যে পৌঁছাবে। সপ্তাহে ছয় দিন দু'জোড়া ট্রেন (২৬৪০১/০২ এবং ২৬৪০৩/০৪) এই রুটে যাতায়াত করবে। প্রথম ট্রেনটি (মঙ্গলবার বাদে) সকাল ৬টা ২০ মিনিটে জম্মু থেকে ছেড়ে বেলা ১১টা ১০ মিনিটে শ্রীনগর পৌঁছাবে। অন্য ট্রেনটি (বুধবার বাদে) শ্রীনগর থেকে সকাল ৮টায় যাত্রা শুরু করবে। ট্রেনগুলি শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা এবং বানিহালে থামবে।

কাশ্মীরের হিমাঙ্কের নীচে থাকা তাপমাত্রার কথা মাথায় রেখে এই বন্দে ভারতে প্রথমবার 'উইন্টারাইজেশন' প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত ১৭

ভোপাল ও জয়পুর, ৩০ এপ্রিল : দুই রাজ্যে পথ দুর্ঘটনার বলি ১৭ জন। মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় শ্রমিক বোঝাই পিক-আপ ভ্যান ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। আহত ২০। বুধবার রাতে বাগগাদ এলাকা থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন শ্রমিকরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ভ্যানটি দ্রুত গতিতে আসছিল। চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটোদিক থেকে আসা গাড়িতে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের ফলে রাস্তায় ছিটকে পড়েন শ্রমিকরা। রক্তে ভেসে যায় এলাকা। পুলিশের সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয়রা। দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অন্যদিকে রাজস্থানে চলন্ত গাড়িতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫ পুণ্যার্থীর। সকলেই মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা।

শব্দদানবের বলি

লখনউ, ৩০ এপ্রিল : খামার মালিকের বিয়েবাড়ির আনন্দ মুহূর্তে বিষাদে পরিণত হল। উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরের দারিয়াপুর গ্রামে বরযাত্রীদের শোভাযাত্রায় তারস্বরে ডিজে বাজানো হচ্ছিল। অভিযোগ, সেই কান ফাটানো শব্দে আতঙ্কিত হয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয় সাবির আলির পোলট্রি ফার্মের মুরগিরা। হুড়োহুড়ি শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায়, অন্তত ১৪০টি মুরগি নিথর হয়ে পড়ে আছে। খামার মালিকের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ডিজে অপারেটরের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে। মাত্রাতিরিক্ত শব্দ শুধু মানুষ নয়, পশুপাখির জন্যও কতটা প্রাণঘাতী হতে পারে, এই ঘটনা তারই উদাহরণ।

শেষ বিশ্রাম

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : ডিউটি শেষ করে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। কিন্তু সেই বিশ্রামই স্থায়ী হয়ে গেল। দিল্লি থেকে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অবতরণের পর বুধবার হোটেলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এয়ার ইন্ডিয়ার এক ৪০ বছর বয়সি পাইলট। হঠাৎ অসুস্থবোধ করায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। মাত্র কয়েক মাস আগে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছিল এবং তাতে কোনও সমস্যা ধরা পড়েনি। অতিরিক্ত কাজের চাপ না থাকা সত্ত্বেও এই আকস্মিক মৃত্যু বিমান চালকদের শারীরিক নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

এআই ফাঁদ

আহমেদাবাদ, ৩০ এপ্রিল : আপনার অজান্তেই বদলে যাচ্ছে আধার কার্ডের সঙ্গে যুক্ত মোবাইল নম্বর, আর ফোনে ওটিপি আসার আগেই ফাঁকা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট! আহমেদাবাদে এমনই এক ভয়ংকর জালিয়াতি চক্রের পর্দা ফাঁস করল পুলিশ। ধৃত ৪ জালিয়াত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের 'ডিপফেক' ভিডিও তৈরি করত। সেই ফেক ভিডিওর মাধ্যমে আধারের বায়োমেট্রিক সুরক্ষাকবচ টপকে নম্বর বদলে ফেলত তারা। এরপর নিজেদের ফোনে ওটিপি আনিয়ে অনায়াসে লোন নেওয়া থেকে শুরু করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার কাজ করত। সাইবার দুনিয়ার এই নতুন বিপদ থেকে বাঁচতে বায়োমেট্রিক তথ্য ব্যবহারে বাড়তি সতর্কতা জরুরি।

প্রথমবার... *চেনাব সেতু পার হচ্ছে বন্দে ভারত। বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীরে।*

পাক ভূমিকায় ক্ষুব্ধ আমেরিকা

দীর্ঘস্থায়ী অবরোধের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৩০ এপ্রিল : যেনতেন প্রকারেণ... ইরানকে নতজানু করতে মরিয়া ট্রাম্প। হোয়াইট হাউস থেকে এক বার্তায় বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, ইরানের বিরুদ্ধে চলমান নৌ-অবরোধ আরও কয়েক মাস জারি থাকতে পারে। কূটনীতির পথে অচলাবস্থা কাটানোর বদলে ট্রাম্পের এই অনড় অবস্থানের কারণে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম এক লাফে গত চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচার ৭.৬ শতাংশ বেড়ে ১১৯.৬৯ ডলার হয়েছে।

আমেরিকার প্রথমসারির তেল উৎপাদক সংস্থাগুলির কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প দাবি করেন, ইরানের ওপর এই অর্থনৈতিক ও সামরিক চাপ বোমাবর্ষণের চেয়ে বেশি কার্যকর। ইরানকে বিদ্রুপ করে তিনি বলেন, 'তারা এখন দমবন্ধকর অবস্থায় আছে এবং পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে।' এদিকে ইরানও পশ্চিমী দেশগুলির ওপর পালটা চাপ সৃষ্টির কৌশল নিয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ হরমুজ প্রণালীর ওপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর চেষ্টা করছে তেহরান। এই অঞ্চল দিয়ে বিশ্বের মোট তেলের এক-পঞ্চমাংশ পরিবাহিত হয়।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ট্রাম্পকে সতর্ক করে বলেছেন, 'আমেরিকা ও ইজরায়েল যদি নতুন করে ইরানের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, তবে তার ফল হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।' পুতিন ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম রাশিয়ায় সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে পরমাণু জট কাটানোর প্রস্তাব দিলেও ট্রাম্প তাতে বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। উলটে পুতিনকে ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর দিকে মন দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

> **আমেরিকা ও ইজরায়েল যদি নতুন করে ইরানের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, তবে তার ফল হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।**
>
> **ভ্লাদিমির পুতিন**

হরমুজ অবরুদ্ধ থাকায় ট্রাম্পের ওপর অভ্যন্তরীণ চাপ বাড়ছে। মার্কিন নাগরিকরা জ্বালানির আকাশছোঁয়া দামে নাজেহাল। ইউরোপীয় মিত্রদের সঙ্গেও ওয়াশিংটনের দূরত্ব বাড়ছে। বিশেষ করে জার্মানি এই যুদ্ধে সমর্থন দিতে অস্বীকার করায় চ্যান্সেলার ফ্রেডরিখ মেরৎজ-এর ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ট্রাম্প। জার্মানিতে মোতায়েন মার্কিন সেনা কমানোর হুমকি দিয়েছেন।

পাকিস্তানের মধ্যস্থতা নিয়েও দেখা দিয়েছে সংশয়। একদিকে পাকিস্তান শান্তি আলোচনার আয়োজক হতে চাইছে, অন্যদিকে ইরানকে রাশিয়া ও চিনের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য ৬টি স্থলপথ খুলে দিয়ে আমেরিকার কোপে পড়েছে। মার্কিন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা ইসলামাবাদের এই দ্বিমুখী নীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, ট্রাম্প সরকার যখন বাণিজ্যিক অবরোধের মাধ্যমে ইরানকে চাপে রাখার চেষ্টা করছে, তখন পাকিস্তানের পদক্ষেপ সেই কৌশল ভেস্তে দেওয়ার শামিল। ইরান যুদ্ধের প্রভাব বিশ্লেষণ করে সতর্কবার্তা জারি করেছে রাষ্ট্রসংঘ।

কোহিনুর ফেরত দাও, চার্লসকে মামদানি

নিউ ইয়র্ক সিটি, ৩০ এপ্রিল : কোহিনুর হিরে ভারতকে হস্তান্তরের দাবি বহুদিন থেকে চলছে। এবার এই ইস্যুতে সরাসরি মুখ খুলে শোরগোল ফেলে দিলেন নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মামদানি জানিয়েছেন, ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসকে কোহিনুর হিরে ভারতকে ফিরিয়ে দিতে বলবেন তিনি। বুধবার নিউ ইয়র্কে ৯/১১-র ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে ছিলেন ব্রিটেনের রাজা সস্ত্রীক তৃতীয় চার্লস। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল মামদানির। অনুষ্ঠানের পর মামদানিকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি ব্রিটিশ সম্রাটকে কী বললেন। উত্তরে মামদানি স্পষ্ট বলেন, 'ওঁর সঙ্গে আলাদাভাবে যদি কথা হত, তাহলে কোহিনুর হিরে ভারতকে ফিরিয়ে দিতে বলতাম।' ব্রিটিশ সম্রাট চার্লস ও সম্রাজ্ঞী ক্যামিলা নিউ ইয়র্কে রয়েছেন। দ্বিতীয় ইন্দো-শিখ যুদ্ধে ব্রিটিশরা জয়ী হওয়ার পর শিখ সাম্রাজ্যের মহারাজা নাবালক দলীপ সিংহের সঙ্গে লাহোর চুক্তি করে কোহিনুর কেড়ে নেয় ব্রিটিশরা। ১০৫.৬ ক্যারেটের হীরক খণ্ডটি তখন থেকে লন্ডনে।

নারীদের সুরক্ষার উজ্জ্বল পরিসংখ্যান

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : ভারতের সামাজিক ভারসাম্য ও মহিলাদের ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল ছবি তুলে ধরল কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান। বুধবার প্রকাশিত 'ভারতে নারী ও পুরুষ ২০২৫: নির্বাচিত সূচক ও তথ্য' শীর্ষক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, দেশে জন্মের সময়ে নারী ও পুরুষের লিঙ্গ অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-'১৯ সালে পুরুষ-নারীর এই অনুপাত যেখানে ছিল প্রতি হাজারে ৯০৪, ২০২১-২৩ অর্থবর্ষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯১৭। সরকারি পরিসংখ্যান ইঙ্গিত দিচ্ছে, কন্যাসন্তানদের সুরক্ষা ও লালন-পালনে ভারত এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন।

ভুবনেশ্বরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক এই রিপোর্টটি প্রকাশ করে। সেখানে শুধু জন্মের হার নয়, বরং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানেও মহিলাদের জয়জয়কার দেখা গিয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, উচ্চশিক্ষায় নারীদের ভর্তির হার ২৮.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩০.২ শতাংশ হয়েছে। শিশুমৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে ২০০৮ থেকে ২০২৩-এর মধ্যে ধারাবাহিক সাফল্য মিলেছে।

- উচ্চশিক্ষায় নারীদের ভর্তির হার বেড়ে ৩০.২ শতাংশ হয়েছে
- গ্রামীণ ভারতে শ্রমশক্তিতে মহিলাদের হার ৪৫.৯ শতাংশে পৌঁছেছে
- উচ্চপদস্থ পদে নারীদের দাপট বেড়েছে

সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিয়ে। বিশেষ করে গ্রামীণ ভারতে শ্রমশক্তিতে মহিলাদের হার ২০২২ সালের ৩৭.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ৪৫.৯ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। শুধু নীচুতলার কর্মী হিসেবে নয়, উচ্চপদস্থ বা ম্যানেজার পদেও নারীদের দাপট বেড়েছে। ২০১৭ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে যেখানে পুরুষ ম্যানেজারের সংখ্যা ৭৩.৮০ শতাংশ বেড়েছে, সেখানে মহিলা ম্যানেজারের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ১০২.৫৪ শতাংশ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মতো অভিযানে যখন কর্নেল সোফিয়া কুরেশি বা উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংরা নেতৃত্ব দেন, তখন তার প্রতিফলন ঘটে সমাজের তৃণমূল স্তরেও। সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এই লিঙ্গভিত্তিক তথ্যগুলি নীতিনির্ধারক ও গবেষকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে, যা ভবিষ্যতে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে।'

শ্রমদিবসের আগের ছবি ইটভাটায় বোঝা মাথায় শ্রমিক। বৃহস্পতিবার পাটনায়।

মানচিত্র বিতর্কে ক্ষমাপ্রার্থী নেপাল

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : ভারতের দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে দেখিয়ে তীব্র বিতর্কের মুখে পড়ল নেপাল এয়ারলাইন্স। সামাজিক মাধ্যমে এই ভুল মানচিত্র ছড়িয়ে পড়ার পর দেশজুড়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বৃহস্পতিবার তড়িঘড়ি একটি বিবৃতি জারি করে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে নেপালের এই রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা। তারা জানিয়েছে, এই ভুল মানচিত্র নেপাল সরকার বা বিমান সংস্থার সরকারি অবস্থানের প্রতিফলন নয়। জেন জি অভ্যুত্থানের পর নেপালে সম্প্রতি গঠিত হয়েছে বালেন্দ্র শাহর সরকার। নেপালের তরুণতম প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী সপ্তাহেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতে নেপাল যাচ্ছেন বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। তার আগে মানচিত্র বিতর্কে নতুন করে নয়াদিল্লি-কাঠমান্ডু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতি দাবি করেন নেটিজেনদের একাংশ। সেই দলে রয়েছেন বিখ্যাত ভোজপুরি গায়ক-অভিনেতা খেসারিলাল যাদবও। ক্ষোভ উগরে দিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'কেউ বলতে পারেন, নেপাল এয়ারলাইন্স কী করে ভারতের এমন বিকৃত মানচিত্র প্রকাশ করল? সেটাও আবার জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে? এটা কোনও ছোট্ট ঘটনা নয়। আমি মনে করি এটা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে, উসকানি দেওয়ার চেষ্টা চলছে।' বিতর্কের সূত্রপাত বুধবার নেপাল এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে সামাজিক মাধ্যমে একটি রুটম্যাপ শেয়ার করা হয়। সেখানে দেখা যায়, ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখকে পাকিস্তানের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চোখের নিমেষে ওই ছবি ভাইরাল হয় সমাজমাধ্যমে। বিতর্ক শুরু হতেই নেপাল এয়ারলাইন্স তাদের পোস্টটি মুছে ফেলে। এর আগে ২০২০ সালের মে মাসে তৎকালীন নেপাল সরকার একটি নতুন মানচিত্র প্রকাশ করেছিল, যেখানে ভারতের উত্তরাখণ্ডের লিম্পিয়াধুরা, কালাপানি এবং লিপুলেখকে নেপালের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছিল।

ভোট মিটতেই আইপ্যাক কর্তার জামিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট মিটতেই আইনি স্বস্তি পেলেন ভোটকুশলী সংস্থা 'আইপ্যাক-এর অন্যতম ডিরেক্টর ভিনেশ চান্দেল। দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্ট বৃহস্পতিবার তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে। তবে সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এদিন ভিনেশের জামিনের আবেদনের কোনও বিরোধিতাই করেনি ইডি। আদালত এদিন স্পষ্ট জানায়, যেহেতু খোদ ইডি-ই জামিনের বিরোধিতা করেনি, তাই আর্থিক তছরুপ আইনের কঠোর শর্তগুলো এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বিচারক অমিত বনসল জানান, ইডির আইনজীবীকে আপত্তির সুযোগ দেওয়া হলেও তিনি নীরব ছিলেন। আর সেই পথ ধরেই কারামুক্ত হলেন এই হাইপ্রোফাইল ভোটকুশলী।

পশ্চিমবঙ্গের কয়লা পাচার মামলার সূত্র ধরেই ভিনেশের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে ইডি। গত ১৩ এপ্রিল ভিনেশ চান্দেলকে গ্রেপ্তার করে ইডি। তারপর থেকে তিনি প্রথমে ইডি এবং পরে জেল হেপাজতেই ছিলেন। গত ২৮ এপ্রিল অসুস্থ মায়ের সেবা করার জন্য ভিনেশের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল আদালত। তবে বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোট মিটতেই ইডি-র মেজাজ হঠাৎ বদলে যাওয়া নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কানাঘুষো শুরু হয়েছে।

গ্রেপ্তার করে হেনস্তা করবেন না : পবন

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : গ্রেপ্তারি এড়াতে মরিয়া কংগ্রেস নেতা পবন খেরা। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার স্ত্রী রিনিকি ভুঁইয়া শর্মার বিরুদ্ধে তিনটি পাসপোর্ট থাকার অভিযোগ তুলে ঘোরতর আইনি বিপাকে পড়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত একটি মামলায় আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে খেরা বলেন, 'আমাকে গ্রেপ্তার করে হেনস্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই।' গুয়াহাটি হাইকোর্ট তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দেওয়ার পর তিনি শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি অতুল চন্দুরকরের বেঞ্চে খেরার মামলার শুনানি হয়। কংগ্রেস নেতার হয়ে সওয়াল করেন বিশিষ্ট আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। অপরদিকে অসম সরকারের অভিযোগ, পবন খেরা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। সিংভি আদালতকে জানান, যদি এই পর্যায়ে তাঁর মক্কেলকে আগাম জামিন না দেওয়া হয়, তবে এই আইনি প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। তিনি আশ্বাস দেন যে, পবন খেরা তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন এবং তাঁর পালিয়ে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই তাঁকে হেপাজতে নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। হিমন্তের মন্তব্যের সমালোচনা করে সিংভি বলেন, 'আম্বেদকর স্বপ্নেও ভাবেননি যে কোনও সাংবিধানিক পদাধিকারী একজন কনস্টিটিউশনাল কাউবয় বা কনস্টিটিউশনাল র‍্যাম্বোর মতো কথা বলবেন। খেরার বিরুদ্ধে যে ধরনের শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তা শুনলে আম্বেদকর হয়তো কবরে শুয়েও অস্থির হয়ে উঠতেন।'

> **আমাকে গ্রেপ্তার করে হেনস্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই।**
>
> **পবন খেরা**

জাতিভিত্তিক জনগণনায় বিলম্ব

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : জাতিভিত্তিক জনগণনার ঘোষণার পর থেকে একবছর পার হয়ে গেলেও তার বাস্তবায়ন নিয়ে এখনও দিশাহীন কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার এই অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ শানাল কংগ্রেস।

প্রধান বিরোধী দলের দাবি, প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে এই জনগণনা পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং বিরোধী দল বা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেননি।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (যোগাযোগ) জয়রাম রমেশ এক্সে অভিযোগ করেন যে, ঠিক এক বছর আগে ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে মোদি সরকার ঘোষণা করেছিল, আসন্ন জনগণনায় জাতিভিত্তিক গণনা অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু এক বছর পেরিয়ে গেলেও এর রূপরেখা নিয়ে সরকার এখনও নীরব।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ২০২৩ সাল থেকেই এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে একাধিকবার চিঠি দিয়েছেন।

গতবছর ৫ মে তিনি চিঠি লিখেছিলেন, যার কোনও উত্তর বা প্রাপ্তিস্বীকার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে আসেনি। জয়রাম রমেশের দাবি, প্রধানমন্ত্রী কেন হঠাৎ অবস্থান পরিবর্তন করলেন এবং কেনই বা গত এক বছর ধরে বিষয়টি ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা দিতে হবে।

প্রশ্ন কংগ্রেসের

সম্প্রতি সংসদের বিশেষ অধিবেশনের পর কংগ্রেসের আশঙ্কা আরও জোরালো হয়েছে। বিরোধীদের মতে, সরকার জনগণনা নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা না করে বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখতে চাইছে। জাতিভিত্তিক জনগণনার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া ও অনগ্রসর শ্রেণির প্রকৃত সংখ্যা এবং অবস্থা জানতে পারলে দেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নীতিতে বড় বদল আসতে পারে। তাই কেন্দ্র গড়িমসি করছে বলে অভিযোগ হাতশিবিরের।

সৌদি-আমিরশাহির সমীকরণে বদল

আবু ধাবি, ৩০ এপ্রিল : ইরান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে এক নতুন মেরুকরণ স্পষ্ট। একদিকে তেহরানের বিরুদ্ধে মার্কিন নৌ-অবরোধ, অন্যদিকে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির জোট ওপেক থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত, সব মিলিয়ে ওলটপালট হয়ে গিয়েছে দীর্ঘদিনের আঞ্চলিক সমীকরণ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সংকটের মূলে রয়েছে উপসাগরীয় অঞ্চলের দুই প্রধান শক্তি সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মধ্যে গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও নীতিগত দ্বন্দ্ব। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ আবদুল খালেক আবদুল্লাহর কথায়, 'সৌদি আরব এবং রাশিয়া ওপেক জোটকে তাদের নিজস্ব স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করছে, তারা অন্যদের কথা শোনার প্রয়োজনই মনে করছে না।' এই 'একনায়কতন্ত্র' মানতে না পেরে আমিরশাহির ক্রাউন প্রিন্স শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান জোট ছাড়ার সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এদিকে, এই ফাটলকে সুযোগ হিসেবে লুফে নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমিরশাহির এই সিদ্ধান্তকে 'চমৎকার' আখ্যা দিয়ে তিনি কার্যত সৌদি প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। ট্রাম্পের মতে, আবু ধাবি এখন তার নিজস্ব পথে চলতে সক্ষম। অন্যদিকে, রাশিয়া এই পরিস্থিতিতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছে। প্রেসিডেন্ট পুতিন যেমন একদিকে ট্রাম্পকে ইরান যুদ্ধের 'ভয়াবহ পরিণতি' নিয়ে সতর্ক করছেন, তেমনি অন্যদিকে ওপেক প্লাস জোটের মাধ্যমে তেলের বাজারের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতে চাইছেন।

মার্কিন-ইজরায়েল জোটের ইরান নীতি এবং তেলের বাজারের চলতি অস্থিরতা মধ্যপ্রাচ্যের রাজতান্ত্রিক দেশগুলির ঐক্যকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। একদিকে ট্রাম্পের উসকানি, অন্যদিকে পুতিনের নিজস্ব স্বার্থ রক্ষা, দুইয়ের চাপে পড়ে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি এখন এমন এক সন্ধিক্ষণে, যেখানে পুরোনো বন্ধুত্ব ভেঙে তৈরি হচ্ছে নতুন জোট।

টাকার দরে রেকর্ড পতন

মুম্বই, ৩০ এপ্রিল : ইরান যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্য সংকটের জেরে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়তেই ভারতীয় মুদ্রার ঐতিহাসিক পতন ঘটল। বৃহস্পতিবার ডলারের বিপরীতে টাকার দাম সর্বকালীন রেকর্ড ভেঙে ৯৫.৩৪ পয়সায় পৌঁছেছে। মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কায় ধস নেমেছে শেয়ার বাজারে। সূচক পড়েছে ১.৬ শতাংশ। ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১২৬ ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা ২০২২ সালের ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছে। টাকার পতন রুখতে রিজার্ভ ব্যাংক গত মার্চ মাসে ৪০ বিলিয়ন ডলার বাজারে ছাড়লেও তা বিশেষ কাজে আসেনি। চলতি বছর টাকার দাম প্রায় ৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির চাপে মার্কিন ফেডারেল ব্যাংক সুদের হার অপরিবর্তিত রাখায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ২০২৬-এর এপ্রিল পর্যন্ত রেকর্ড ১.৮ লক্ষ কোটি টাকা বাজার থেকে তুলে নিয়েছেন।

কালবৈশাখীর তাণ্ডবের বলি ১০

বেঙ্গালুরু, ৩০ এপ্রিল : গত বুধবার সন্ধ্যায় আচমকা তীব্র বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির কবলে পড়ে কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরু। কয়েক ঘণ্টার ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জনজীবন। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছেন মোট ১০ জন। এর মধ্যে বাউরিং এবং লেডি কার্জন হাসপাতালের পাঁচিল ধসে একটি শিশু সহ সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ও ভেঙে পড়া কাঠামোর তলায় চাপা পড়ে মারা গিয়েছেন আরও তিনজন।

বৃষ্টির দাপটে বিধান সৌধের মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তর সহ শহরের একাধিক এলাকা কোমর-সমান জলে তলিয়ে গিয়েছে। চার্চ স্ট্রিটের আইকনিক বুকস্টোর 'দ্য বুকওয়ার্ম'-এ জল ঢুকে প্রায় ৫ হাজার বই ও নথিপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শহরের অন্তত ৮৭টি গাছ উপড়ে পড়ে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়, ব্যাহত হয়েছে মেট্রো পরিষেবাও।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার।

ঘটনার পর কংগ্রেস সভাপতি তথা কর্ণাটকের ভূমিপুত্র মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'আমি দেখেছি পাঁচিলটিতে ফাটল ধরেছিল। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে রাজ্য সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।' দুর্যোগে মৃতদের মধ্যে ৩৫ বছর বয়সি রঘু এবং সৈয়দ সুফিয়ান নাম এক পড়ুয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান। এছাড়া চামরাজপেটে সিমেন্টের চাঙড়ের আঘাতে মৃত্যু হয়েছে মঞ্জুনাথ নামে এক ব্যক্তির। পুরকর্মীরা পাম্পের মাধ্যমে জল সরানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

পেনাল্টি বাতিলে ক্ষিপ্ত আর্তেতা

বিতর্কিত অ্যাটলেটিকো-আর্সেনাল ম্যাচ ড্র

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ-১
আর্সেনাল-১
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল : বুধবার মাঝরাতের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনাল দেখার পর সম্ভবত ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা ভারতীয় রেফারিদের সমালোচনা বন্ধ করে দেবেন! প্যারিস সাঁ জাঁ এবং বায়ার্ন মিউনিখের মধ্যে হওয়া প্রথম সেমিফাইনালে গোলের বন্যা বয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়দিন ১-১ ব্যবধানে ম্যাচ ড্র অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ও আর্সেনালের মধ্যে। কিন্তু মিকেল আর্তেতা থেকে প্রাক্তন ইংরেজ ফুটবলার কী বিশেষজ্ঞরা সকলেই একমত যে জয় কেড়ে নেওয়া হয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে থাকা দলের কাছ থেকে। দুই গোলই পেনাল্টি থেকে। যা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। কিন্তু ডেভিড হানকো ৭৮ মিনিটে এবেরেছি এজের পায়ের পাতায় পা তুলে দিলে পেনাল্টি দেন রেফারি ড্যানি ম্যাকেলেল। কিন্তু সেই পেনাল্টির সিদ্ধান্ত ফিরিয়ে নেওয়া হয় ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির সাহায্যে ফের দেখার পর। আর এতেই গোল বাধে। ক্ষিপ্ত আর্তেতা তো বলেই ফেলেন, 'এরপর আপনি যদি ১৩ বার দেখেন, প্রতিবারই পেনাল্টি দেওয়া হবে এটা।' তিনি যোগ করেছেন, 'আমি অত্যন্ত হতাশ এবং বিরক্ত। নিয়মের বাইরে গিয়ে এটা করা হল। এই পর্যায়ের খেলায় এরকম হওয়া উচিত নয়।' তাঁর বিরক্ত হওয়ার কারণও আছে। শুধু পেনাল্টি নয়, তাঁর দল আহামরি খেলতেও পারেনি এই ম্যাচে। বরং অ্যাটলেটিকোই বেশিরভাগ সময়ে নজর কাড়ে। ফলে এই পেনাল্টি পেয়ে গেলে খানিক সুবিধাজনক অবস্থাতেই থাকতে পারত আর্সেনাল। হতাশ হওয়ার কথা অ্যাটলেটিকোরও। বেশ ভালো খেলার পর ম্যাচটা না জেতার জন্য। জিতে থাকলে ২০ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে ওঠার রাস্তা অনেকটাই পরিষ্কার হত। দলের অধিনায়ক কোকে বলে দেন, 'আমরা যখন এতটা আসতে পেরেছি তখন আমাদের জেতার কথা মাথায় রাখতেই হবে। ওরা তো আহামরি কিছু খেলেনি।'

প্রথম গোল আর্সেনালের। ভিক্টর গোয়েকেরেসকে বক্সের মধ্যে হানকো টেনে ফেলে দিলে পেনাল্টি পায় আর্তেতার দল। গোল করেন ভিক্টর নিজেই। যার জবাব আসে হুলিয়ান আলভারেজের কাছ থেকে। মার্কোস লোরেন্তের শট বেন হোয়াইটের হাতে লাগায় পেনাল্টি দিলে সেই সময়ও বিতর্ক হয়। তবে ভিএআর দেখে সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন রেফারি। পেনাল্টি থেকে গোল করেন হুলিয়ান। শুধু রেফারিং নয়, ম্যাচ শুরুর আগে মেট্রোপলিটানো স্টেডিয়ামে বৃষ্টির মতো টয়লেট পেপার পড়াও অনেকের কাছে বিরক্তিকর এবং অত্যন্ত মোটা দাগের রসিকতা বলে মনে হয়েছে। তেমনি আবার ম্যাচ শেষে ফের অকারণে 'অ্যাটলেটিকো' লেখার উপর পা লাগিয়ে অকারণে ঝামেলা বাধানোয় হানকোও সমালোচনার মুখে। এদিনের ম্যাচে প্রথমার্ধটা ঠিকঠাক খেললেও আর্তেতা ম্যাচের আগে যে দাবি করেছিলেন তাঁর দল আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেবে দর্শকদের মাঠে কিন্তু তেমনটা দেখা গেল না। প্রথমার্ধটা তুলনায় ভালো খেললেও বিরতির পর ম্যাচের রাশ ছিল অ্যাটলেটিকোর হাতেই। আলভারেজের ফ্রি কিক অল্পের জন্য বাইরে এবং আতোঁয়া গ্রিজম্যানের শট ক্রসবারে ধাক্কা না খেলে বিপদ হত আর্সেনালের। আদেমোলা লুকম্যানের শটে ডেভিড রায়ার ক্লিয়ারেন্সও তারিফযোগ্য। পেনাল্টি না পাওয়ার মতো দুর্ভাগ্য তাদের লন্ডনেও তাড়া করে কিনা সেটাই এখন দেখার।

পেনাল্টি থেকে সমতা ফেরালেও অ্যাটলেটিকোকে জেতাতে পারলেন না হুলিয়ান আলভারেজ।

আর্সেনালকে এগিয়ে দেওয়ার পর চেনা সেলিব্রেশন সুইডিশ স্ট্রাইকার ভিক্টর গোয়েকেরেসের।

ভিএআরের পেনাল্টি বাতিলের সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না মিকেল আর্তেতা।

এরপর আপনি যদি ১৩ বার দেখেন, প্রতিবারই পেনাল্টি দেওয়া হবে এটা। আমি অত্যন্ত হতাশ এবং বিরক্ত। নিয়মের বাইরে গিয়ে এটা করা হল। এই পর্যায়ের খেলায় এরকম হওয়া উচিত নয়।
-মিকেল আর্তেতা

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের টানা হার চাপ বাড়াচ্ছে হার্দিক পাণ্ডিয়ার উপর। বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই হার্দিককে নেতৃত্ব থেকে সরানোর দাবি তুলেছেন।

প্রশ্নে অধিনায়ক হার্দিকের ভবিষ্যৎ

মুম্বই, ৩০ এপ্রিল : আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অন্দরমহলে এখন শুধুই হতাশা আর ব্যর্থতার ছবি। আট ম্যাচে মাত্র দুটি জয় নিয়ে পয়েন্ট তালিকার তলানিতে ধুঁকছে তারা। রোহিত শর্মাকে সরিয়ে হার্দিক পান্ডিয়ার হাতে নেতৃত্বের ব্যাটন তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে বুমেরাং হয়েছে, তা এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। বুধবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিজেদের ইতিহাসের সর্বাধিক ২৪৩ রান তুলেও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে আট বল বাকি থাকতেই হারতে হয়েছে মুম্বইকে। এই চরম ব্যর্থতার পরেই অধিনায়ক হিসেবে হার্দিকের ভবিষ্যৎ নিয়ে জোরালো প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

হার্দিকের নেতৃত্ব এবং তাঁর কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলো প্রতিটি ম্যাচেই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ছে। ওয়াংখেড়েতে গত ২১টি ম্যাচে টসজয়ী দল শিশিরের কথা মাথায় রেখে বোলিং নিলেও, হার্দিক সেই প্রথা ভেঙে অবলীলায় ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। ফিল্ডিংয়ের সময় ক্যাচ ফসকে যাওয়া এবং ডিআরএস নেওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁর সিদ্ধান্তহীনতা চোখে পড়ার মতো। চলতি মরশুমে মুম্বই ইতিমধ্যেই রেকর্ড ২২ জন খেলোয়াড় ব্যবহার করেছে, যা দলের অন্দরে চরম অস্থিরতা ও পরিকল্পনাহীনতারই প্রমাণ। হার্দিক সাংবাদিক সম্মেলনে বোলারদের কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ হলেও বাস্তবটা হল, জসপ্রীত বুমরাহর মতো বোলারের ৪ ওভারে ৫৪ রান দেওয়া প্রমাণ করে যে দলের বোলিং ইউনিট চূড়ান্ত দিশেহারা। দলের ব্যাটিং কোচ কায়রন পোলার্ড বুমরাহর পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং স্বীকার করেছেন যে দল হিসেবে তাঁরা এখনও একটিও সম্পূর্ণ ম্যাচ খেলতে পারেননি।

অধিনায়কত্বের এই প্রবল চাপ হার্দিকের ব্যক্তিগত পারফরমেন্সকেও খাদের কিনারাতে ঠেলে দিয়েছে। সাত ম্যাচে ১৫২ স্ট্রাইক রেটে মাত্র ১২৮ রান এবং ১২.২৬ ইকনমিতে মাত্র ৪ উইকেট-হার্দিকের নামের পাশে এই পরিসংখ্যান একেবারেই বেমানান। প্রাক্তন ক্রিকেটার সাবা করিমের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আধুনিক টি২০ ক্রিকেটে যেখানে ব্যাটাররা নিজেদের প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছেন, হার্দিক সেখানে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতেই আটকে রয়েছেন। প্রতিপক্ষ বোলাররা তাঁর দুর্বলতা ধরে ফেলেছেন। নিজের পছন্দের স্লটে বল না পেলেই তিনি খেই হারাচ্ছেন, বিশেষ করে অফ স্টাম্পের বাইরের শর্ট বলে তাঁর দুর্বলতা এখন সবার জানা। অন্যদিকে, প্রাক্তন কিউয়ি পেসার মিচেল ম্যাকক্লেনাঘানের মতে, বোলার হার্দিকও তাঁর আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। কঠিন সময়ে দায়িত্ব নেওয়ার বদলে নতুন বলে দ্রুত নিজের ওভার শেষ করার প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখা যাচ্ছে। নিখুঁত নিশানার অভাবেই তাঁকে প্রচুর রান হজম করতে হচ্ছে।

এই ঘোরালো পরিস্থিতিতে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মুম্বই ম্যানেজমেন্টকে এবার কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। সাইমন ডুল এবং পমি এমবাংওয়ার মতো প্রাক্তন তারকারা হার্দিকের অধিনায়কত্ব নতুন করে পর্যালোচনার দাবি জানিয়েছেন। ডুলের মতে, আগামী মরশুমে হার্দিক যদি অধিনায়ক না থাকেন, তবে তাঁকে দল থেকে রিলিজ করে দেওয়াই শ্রেয়। রোহিতের জুতোয় পা গলানোর প্রবল চাপ এবং দর্শকদের লাগাতার ব্যঙ্গবিদ্রুপের মাঝে হার্দিক তাঁর স্বাভাবিক খেলাটাই ভুলে গিয়েছেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মতো চ্যাম্পিয়ন দলের এই পতন রুখতে আগামীদিনে ফ্র্যাঞ্চাইজিকে যে হার্দিককে নিয়ে কিছু নির্মম সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত।

জেনসি কানাবার

সানিয়ার নজির ভাঙলেন জেনসি

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : বয়স মাত্র ১৪ বছর ৫ মাস। কিন্তু এর মধ্যেই তিনি ভেঙে ফেলেছেন টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জার ২৫ বছরের পুরোনো রেকর্ড। গুজরাটের জেনসি কানাবার ভারতীয় টেনিসে নতুন আলোচিত নাম। আইডব্লিউ১৫ নয়াদিল্লি ইভেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন জেনসি। শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ২২ বছরের সন্দীপ্তি সিংকে ৬-৩, ৭-৫ গেমে হারান এই গুজরাটি কন্যা। সেইসঙ্গে সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় মহিলা হিসেবে কোনও পেশাদার টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গলসের শেষ আটে ওঠার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এই নজির আগে সানিয়ার দখলে ছিল। তিনি ১৪ বছর ৫ মাস ১১ দিন বয়সে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। চলতি বছরের শুরুতে অনূর্ধ্ব-১৪ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়ে ভারতীয় টেনিস সার্কিটে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন জেনসি।

ধাক্কা বিবিএল বেসরকারিকরণে

পারথ, ৩০ এপ্রিল : বিগ ব্যাশ লিগের (বিবিএল) বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা ধাক্কা খাওয়ার পর এবার বিকল্প পথের সন্ধান করছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। সদস্য রাজ্যগুলির সঙ্গে মতৈক্যে পৌঁছাতে না পারায় এই সিদ্ধান্ত আটকে গিয়েছে। বিবিএলের দলগুলোতে ৪৯ শতাংশ স্টেক বিক্রির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নিউ সাউথ ওয়েলস এই প্রস্তাব খারিজ করেছে এবং কুইন্সল্যান্ড সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছে। সিএ-র চেয়ারম্যান মাইক বেয়ার্ড এবং সিইও টড গ্রিনবার্গের জন্য এটি বড় ধাক্কা। বেসরকারিকরণের মাধ্যমে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ডলার আয়ের লক্ষ্য রেখেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

আর্থিক জরিমানাতেই 'ছাড়' রিয়ানকে

মুম্বই, ৩০ এপ্রিল : কথায় আছে যে মেঘ যত গর্জায়, ততটা বর্ষায় না। রিয়ান পরাগ ইস্যুতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কার্যত সেই পথেই হাঁটল। আর্থিক জরিমানাতেই ছাড় পেয়ে গেলেন রাজস্থান রয়্যালস অধিনায়ক। ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ কাটা যাচ্ছে রিয়ানের। আর্থিক জরিমানার সঙ্গে ১ ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ফের নিয়ম ভাঙলে কড়া শাস্তি অপেক্ষা করবে রিয়ানের জন্য।

বোর্ডের তরফে যুক্তি দেখানো হয়েছে, প্রথমবার নিয়ম ভেঙেছেন রিয়ান। তাই জরিমানাতেই ছাড় পাচ্ছেন এবার। মঙ্গলবার পাঞ্জাব কিংস ম্যাচে দলের রানতাড়ার সময় সাজঘরে বসে ইলেক্ট্রনিক সিগারেট খাওয়ার ছবি ক্যামেরাবন্দি হয়। স্টেডিয়াম, বিশেষত সাজঘরে ধূমপান নিষিদ্ধ। প্রবল সমালোচনার পর বোর্ডের তরফে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। গতকাল জানানো হয়, রিয়ানকে শোকজ করা হবে।

এদিন (৩০ এপ্রিল) শোকজও করা হয়। রিয়ান দোষও স্বীকার করে নিয়েছেন। তারপরই জরিমানার সিদ্ধান্ত। বোর্ড প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ম্যাচ চলাকালীন সাজঘরে ধূমপান করে ক্রিকেটকে অসম্মানিত, কালিমালিপ্ত করেছেন রিয়ান। প্লেয়ার কোড অফ কনডাক্টের ২.১ ধারা ভঙ্গ করেছেন। প্রথম ভুল, তাই জরিমানাতেই ছাড় পাচ্ছেন।

চলতি মরশুমে বার্ষিক ১৪ কোটির চুক্তি রিয়ান। গ্রুপ লিগের ১৪ ম্যাচ ধরে ম্যাচ পিছু ১ কোটি। তার ২৫ শতাংশ, অর্থাৎ ২৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শাস্তির বিরুদ্ধে আবেদনের সুযোগ থাকছে। রিয়ান সেই পথে হাঁটলে ঘটনাটি নিয়ে আরও কাটাছেঁড়া হবে। নতুন করে তদন্তও হতে পারে। অযথা জল ঘোলা করার বদলে দোষ স্বীকার এবং ম্যাচ রেফারি অমিত শর্মার দেওয়া শাস্তি মেনে নিয়ে সামনের দিকে তাকাতে চাইছেন স্বয়ং রিয়ানও।

গোলের পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

জয়ের ধারা অব্যাহত রোনাল্ডোদের

রিয়াধ, ৩০ এপ্রিল : আল আহলিকে ২-০ গোলে হারিয়ে টানা ২০ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড গড়ল আল নাসর। দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। হেডে গোল করে তিনি কেরিয়ারের ৯৭০তম গোলটি পূর্ণ করেন। কিংসলে কোমান দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন। ম্যাচ শেষে আল আহলির দর্শকদের উস্কানির জবাবে নিজের ৫টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের কথা মনে করিয়ে দেন সিআরসেভেন। রেফারিং নিয়ে বিপক্ষ দলের লাগাতার অভিযোগের কড়া সমালোচনাও করেন এই পর্তুগিজ তারকা।

রটারডাম ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনলেন ফাফ

রটারডাম, ৩০ এপ্রিল : ইউরোপিয়ান টি২০ প্রিমিয়ার লিগের ইটিপিএল রটারডাম ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা কিনলেন জন্টি রোডস, হেনরিচ ক্লাসেন এবং ফাফ ডুপ্লেসি। ২৬ অগাস্ট থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই লিগের উদ্বোধনী মরশুম অনুষ্ঠিত হবে। ডুপ্লেসি জানিয়েছেন, ইউরোপীয় ক্রিকেটের এই জনপ্রিয়তার মাঝে দলের মালিকানায় যুক্ত হওয়াটা তাঁর কাছে দারুণ একটা অনুভূতি। গ্লাসগো, আমস্টারডাম, ডাবলিন, বেলফাস্ট এবং এডিনবার্গ হল লিগের অন্যান্য দল।

ক্লাসেনকে ফেরানোর দাবি কেপির!

অভিষেক-বন্দনায় হেড, বোমা ফাটালেন মুরলী

বেগুনি ও কমলা টুপির মালিক এখন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের এশান মালিঙ্গা (বাঁয়ে) এবং অভিষেক শর্মা।

মুম্বই, ৩০ এপ্রিল : শুরুতে ঠকঠকানি। চার ম্যাচের তিনটিতে হার। পঞ্চম ম্যাচ থেকে শুধু ঘুরে দাঁড়ানো নয়, অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটছে সানরাইজার্স হায়দরবাদ। টানা পঞ্চম জয়। বুধবার যার সামনে আটকে গিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্রত্যাবর্তনের আশা। আইপিএল ইতিহাসে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিজেদের সর্বাধিক ২৪৩/৫ স্কোর করেও সানরাইজার্সকে থামাতে পারেনি জসপ্রীত বুমরাহ সমৃদ্ধ মুম্বই।

অভিষেক শর্মা-ট্রাভিস হেডের ১২৯ রানের ওপেনিং জুটির পর নীতীশকুমার রেড্ডি (২১) সলিল অরোরাদের (১০ বলে অপরাজিত ৩০) নিয়ে ম্যাচ ফিনিশ করেন হেনরিচ ক্লাসেন (৩০ বলে অপরাজিত ৬৫)। চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত ৪১৪ রান করেছেন। স্ট্রাইক রেট তুলনায় কম (১৫৭.৪১) হলেও ৫৯.১৪ ব্যাটিং গড়ে দলকে শীতল ছায়া জোগাচ্ছেন ডেথ ওভারে।

২০২৭ বিশ্বকাপে যে ক্লাসেনকে দক্ষিণ আফ্রিকার দরকার বলে মনে করেন কেভিন পিটারসেন! সমাজমাধ্যমে ক্লাসেনকে ফেরানোর দাবিও তুললেন। কেপির কথায়, দক্ষিণ আফ্রিকা কখনও বিশ্বকাপ জেতেনি। অধরা লক্ষ্য পূরণে হেনরিক ক্লাসেনকে দরকার। আইপিএলে যে ফর্মে রয়েছেন, এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট বোর্ডের থেকে ফোন করে দলে ফেরার অনুরোধ আসা উচিত। সামনে বছর বিশ্বকাপ। যে অভিযানে ক্লাসেন কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠতে পারে।

হেড যদিও ম্যাচ শেষে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন ওপেনিং পার্টনার কমলা টুপির মালিক অভিষেককে (৪২৫ রান, ৫৩.১২ গড়, ২০৯.৩৫ স্ট্রাইক রেট)। স্পিনের বিরুদ্ধে অভিষেকের দুর্বলতা নিয়ে উঠতে থাকা সমালোচনাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। হেডের পালটা দাবি করলেন, 'স্পিনের বিরুদ্ধে শট খেলার নিরিখে সম্ভবত আমার দেখা সেরা ব্যাটার। আমার পরিকল্পনা ছিল, স্পিনাররা আক্রমণে এলে অভিষেককে স্ট্রাইক দেব। উলটো প্রান্তে দাঁড়িয়ে ওর শট উপভোগ করব। সবমিলিয়ে দুর্দান্ত পার্টনারশিপ।'

টানা পাঁচ জয়ে টিম এফোর্টকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। হেডের মতে, ব্যক্তিগত পারফরমেন্সে ধারাবাহিক সাফল্য পাওয়া মুশকিল। দলগত প্রয়াস জরুরি। বলেছেন, 'প্রতি ম্যাচে কারও পক্ষে রান পাওয়া কঠিন। সুযোগ থাকলে তা হাতছাড়া করা উচিত নয়। ২-৩ ম্যাচে জয়ের নায়ক হওয়াও প্রাপ্তি। অভিষেক ইতিমধ্যে গোটা দুয়েক ম্যাচে একার হাতে দলকে টেনেছে। ঈশান কিষান, ক্লাসেনও। একইসঙ্গে বোলারদের টিম এফোর্ট।'

এদিকে, প্রতি ম্যাচে ব্যাটিং বিস্ফোরণ নিয়ে বোমা পাঠালেন মুথাইয়া মুরলীধরন। পাঞ্জাব কিংস কয়েকদিন আগে দিল্লি ক্যাপিটালসের ২৬৪ রান তাড়া করে জয় পেয়েছে। গতকাল মুম্বইয়ের ২৪৩ ধোপে টেকেনি হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে। যে প্রসঙ্গে সানরাইজার্সের বোলিং কোচ মুরলীধরনের দাবি, ক্রিকেটের তুলনায় বাণিজ্যিক দিক বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে। তাই পাটা উইকেট, বোলারদের জন্য বধ্যভূমি বানানো হচ্ছে। দর্শকদের বিনোদন, আইপিএলের বাণিজ্যিক কথা ভেবে এটা করা হচ্ছে। কারণ স্পোর্টিং পিচ হলে দর্শকদের চার-ছক্কার বিনোদন কমার আশঙ্কা থাকবে। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়মও সেই ভাবনার ফসল। মুরলীর কথায়, দর্শকরা চার-ছক্কা দেখতে ভালোবাসে। সেভাবেই টুর্নামেন্টের ভাবনা, ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম। অতিরিক্ত ব্যাটার মানে লো-স্কোরিং ম্যাচের সংখ্যা কমবে। সবমিলিয়ে ক্রিকেট উন্নয়ন হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা অন্য প্রশ্ন। তবে বাণিজ্যিক গুরুত্ব অস্বীকার করা মুশকিল।

বৃহস্পতিবার ছিল রোহিত শর্মার ৩৯তম জন্মদিন। হিটম্যানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁদের এই পুরোনো ছবি পোস্ট করলেন রোহিতের স্ত্রী রীতিকা।

গোল করে ফাজিলা ইকওয়াপুট

ফাজিলার গোলে সেথু বধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল : ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে জয়ের দৌড় বজায় রাখল ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার সেথু এফসি-র বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জয় ছিনিয়ে নিল লাল-হলুদের প্রমীলাবাহিনী। ম্যাচের শুরু থেকে ক্রমাগত বিপক্ষের রক্ষণে চাপ তৈরি করলেও প্রথমার্ধে গোলমুখ খুলতে পারেনি অ্যান্টনি অ্যান্ড্রুজের ইস্টবেঙ্গল। ৬৪ মিনিটে অবশেষে জয়সূচক গোলটি তুলে নেন ফাজিলা ইকওয়াপুট। এই জয়ের সুবাদে ৮ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে আইডব্লিউএল পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল ইস্টবেঙ্গল। দুই নম্বরে থাকা সেথুর চেয়ে ৮ পয়েন্ট এগিয়ে গেল মহিলা মশাল ব্রিগেড।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **রাজনন্দিনী** : ২ বছর ধরে তুমি আমাদের জীবনে যে আনন্দ ও ভালোবাসা নিয়ে এসেছো, তার জন্য অনেক অনেক আদর। শুভ জন্মদিন, **মিহি, দাদাই, দিদি, ডাড্ডুমা, মা, বাবা ও মামাইরা,** জলপাইগুড়ি।

সূর্যবংশী কি এআই? প্রশ্ন বাটলারের

আহমেদাবাদ, ৩০ এপ্রিল : ১৫ বছরের বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে ক্রিকেট দুনিয়ায় এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) তত্ত্বের মশকরা এখন তুঙ্গে। পাকিস্তানের এক বিশ্লেষক মজার ছলে বলেছিলেন, বৈভবের শরীরে হয়তো এআই চিপ বসানো আছে। এবার সেই মজায় যোগ দিলেন জস বাটলার। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন পেসার স্টুয়ার্ট ব্রডের সঙ্গে এক পডকাস্টে বাটলার জানান, তিনি জোফ্রা আর্চারকে মেসেজ করে মজা করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বৈভব কি এআই-জেনারেটেড কোনও খেলোয়াড়, নাকি এলন মাস্ক তাঁকে তৈরি করেছেন! তবে মজা সরিয়ে রেখে বৈভবের ব্যাটিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন এই ইংরেজ তারকা। জসপ্রীত বুমরাহ, জোশ হ্যাজেলউড এবং প্যাট কামিন্সের মতো বিশ্বমানের তিন পেসারের মুখোমুখি হয়ে প্রথম বলেই বৈভবের ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ডে রীতিমতো বিস্মিত বাটলার। তাঁর মতে, এই তিন কিংবদন্তি বোলারকে প্রথম বলেই বাউন্ডারির বাইরে পাঠানোটা এক অবিশ্বাস্য এবং অসাধারণ কীর্তি।

প্রশ্নে অধিনায়ক হার্দিকের ভবিষ্যৎ

- খবর এগারোর পাতায়

জয়পুরে শুক্রবার ফের বৈভব সূর্যবংশীর তাণ্ডব দেখার অপেক্ষায় ক্রিকেটভক্তরা।

বৈভবকে থামাতে দিল্লির বাজি স্টার্ক

জয়পুর, ৩০ এপ্রিল : পাওয়ার প্লে-তে ৬/১৩! শেষপর্যন্ত টেনেটুনে ৭৫-এ পৌঁছোনো। জোশ হ্যাজেলউড, ভুবনেশ্বর কুমারের যে সুইং-আতঙ্কের ক্ষত নিয়ে শুক্রবার নবম ম্যাচে খেলতে নামছে দিল্লি ক্যাপিটালস। প্রতিপক্ষ তারুণ্যের তেজে বলিয়ান রাজস্থান রয়্যালস। মঙ্গলবার রাজস্থানের যে তেজের সামনে থমকে গিয়েছে পাঞ্জাব কিংসের বিজয় দৌড়।

পয়েন্ট টেবিলেও দুই দলের ব্যবধান পরিষ্কার। ৯ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম চারে গোলাপি ব্রিগেড। দিল্লি সেখানে সপ্তম স্থানে (আট ম্যাচে ৬)। শেষ হাফডজন ম্যাচের পাঁচটিতেই হার। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ২৬৪ রান করে জয় আসেনি। লোকেশ রাহুলের ১৫২ রানের দুরন্ত ইনিংসে জল ঢালে মিচেল স্টার্কহীন বোলিং ব্রিগেড। পরের ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে ৭৫-এর ক্ষত!

কোণঠাসা পরিস্থিতিতে ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচে দিল্লির জন্য অক্সিজেন জোগাচ্ছে মিচেল স্টার্কের প্রত্যাবর্তন। কাঁধের চোটে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে। টিম সূত্রে খবর, প্রতীক্ষার অবসানে আগামীকাল স্টার্কের ফেরার পালা। আর তিন মাস পর ফেরার ম্যাচেই বৈভব সূর্যবংশীর তাণ্ডব থামানোর চ্যালেঞ্জ।

বৈভবকে ঘিরে ফের চর্চায় 'এআই চিপ', 'এআই বৈভব'! জস বাটলার পর্যন্ত যা নিয়ে অবাক। পাক ক্রিকেট মহল তো মানতেই নারাজ পনেরো বছরের এক টিনএজারের পক্ষে ব্যাট হাতে এরকম তাণ্ডব চালানো সম্ভব! ব্যাপারটা উপভোগ করছেন বৈভবও। বন্দুক রেখেছেন স্বয়ং 'ঈশ্বরের' কাঁধে! তাঁর ব্যাটে নাকি এআই চিপজুড়ে দিয়েছেন ঈশ্বর! সেই ব্যাটটাই ব্যবহার করছেন! জোশ হ্যাজেলউড, জসপ্রীত বুমরাহ,

আইপিএলে আজ
INDIAN PREMIER LEAGUE
রাজস্থান রয়্যালস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : জয়পুর
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ভুবনেশ্বর কুমারদের যার সামনে স্রেফ উড়ে গিয়েছে। আগামীকাল কি কুলদীপ যাদব, থঙ্গরাসু নটরাজনদের সঙ্গে স্টার্কের পালা?

সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামের বাইশ গজে অবশ্য ব্যাট-বলের তুল্যমূল্য লড়াইয়ের হাতছানি। দাবি, একতরফা ব্যাটিং বিস্ফোরণ, বোলারদের কোণঠাসা দৃশ্যে ব্রেক লাগানোর রসদ মজুত মাঝের বাইশ গজে। ১৮০-১৯০ রানের পিচ। বাউন্ডারিও তুলনামূলক বড়। প্রশ্ন শুধু, সেই বাউন্ডারিও কম পড়ে যাবে না তো বৈভব-ধামাকার সামনে? উত্তরের জন্য অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই। তবে টপ থ্রি-র ওপর রাজস্থানের বাড়তি নির্ভরতা কিন্তু বুমেরাং হতে পারে।

বৈভব-যশস্বী জয়সওয়াল-ধ্রুব জুরেলরা দ্রুত ফিরলে মাঝে সেই চাপ সামলানো সহজ নয়। টানা ব্যাডপ্যাচের পর ইলেক্ট্রনিক সিগারেট কাণ্ডে রীতিমতো চাপে অধিনায়ক রিয়ান পরাগ। যার ছাপ দলের ওপর পড়লে অস্বস্তি বাড়বে। তবে ঘুরেফিরে পাওয়ার প্লে 'এক্স ফ্যাক্টর'। যেখানে বৈভবদের থামাতে দিল্লি বাজি নিঃসন্দেহে স্টার্ক।

অপরদিকে, দিল্লির ব্যাটিংয়ের পরীক্ষা নিতে প্রস্তুত জোফ্রা আর্চার-নান্দ্রে বার্জার-রবীন্দ্র জাদেজারা। আছেন বছর উনিশের লেগস্পিনার যশ রাজ পুঞ্জা। সাঁড়াশি চাপ সামলাতে দিল্লির সেরা ভরসা লোকেশ। তবে মাঝে ডেভিড মিলার, ট্রিস্টান স্টাবস, সমীর রিজভিরা ভরসা জোগাতে ব্যর্থ। হাল ফেরাতে পৃথ্বী শ-কে ব্যবহারের চিন্তাও অমূলক নয়। ঘুরেফিরে স্টার্ক অক্সিজেন। ধুঁকতে থাকা দিল্লিকে যে অক্সিজেন কতটা রসদ জোগাতে পারে, সেটাই এখন দেখার।

বদলার ম্যাচে জয় শুভমানদের

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু- ১৫৫
গুজরাট টাইটান্স-১৫৮/৬
(১৫.৫ ওভারে)

আহমেদাবাদ, ৩০ এপ্রিল : গত শুক্রবার এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বিরাট কোহলি স্পেশালে গুজরাট টাইটান্সের মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এক সপ্তাহের মধ্যে চিত্রটা বদলে গেল। বোলারদের হাত ধরে আরসিবি-কে ৪ উইকেটে হারিয়ে বদলা নিল শুভমান গিলের গুজরাট।

বৃহস্পতিবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে আরও একটি বিরাট ক্লাসিকের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন আহমেদাবাদের দর্শকরাও। তবে ঘরের মাঠে নজর কাড়ল গুজরাটের বোলিং ব্রিগেড। তাদের দাপটে আরসিবি অলআউট হয় ১৫৫ রানে।

বিরাট (১৩ বলে ২৮) শুরুটা চেনা মেজাজে করেছিলেন। দ্বিতীয় ওভারে কাগিসো রাবাদাকে টানা ৫টি চার মারেন। আরসিবি-র তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে আইপিএলে এক ওভারে অন্তত পাঁচটি বাউন্ডারি হাঁকানোর নজির গড়েন বিরাট। তবে জ্যাকব বেথেলকে (৫) তুলে নিয়ে মহম্মদ সিরাজ (৩৮/১) গুজরাটকে স্বস্তি দেন। পরের ওভারে ফের ধাক্কা খায় আরসিবি। এবার ছন্দে থাকা বিরাট মিড উইকেটে রশিদ খানের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন। শর্ট বলে কামাল করে বদলা নেন রাবাদা (৪৪/১)। চলতি আইপিএলে এই নিয়ে পাওয়ার প্লে-তে ১০টি উইকেট এল রাবাদার ঝুলিতে।

শুরুর ধাক্কা দেবদত্ত পাডিক্কাল (২৪ বলে ৪০) ও অধিনায়ক রজত পাতিদার (১৯) সামলানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আর্শাদ খানের (২২/৩) বলে রজত ফেরায় আরসিবি-র চাপ বেড়ে যায়। যদিও আউট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আর্শাদের হার্ড লেংথ ডেলিভারি পুল করতে গিয়ে বল আকাশে তুলে দেন রজত। জেসন হোল্ডার ডিপ স্কোয়ার লেগ থেকে ছুটে এসে দুরন্ত ক্যাচ ধরেন। যদিও ডাগআউটে কোহলি, আরসিবি কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার অভিযোগ জানান চতুর্থ আম্পায়ারকে। তাঁদের দাবি, ক্যাচ ধরার সময় পিছলে গিয়ে বল মাটিতে লাগিয়ে দিয়েছেন হোল্ডার। যদিও শেষপর্যন্ত পাতিদারকে মাঠ ছাড়তে হয়। পাডিক্কাল লড়াই চালালেও হোল্ডার (২৯/২), রশিদ খানদের (১৯/২) সামনে জিতেশ শর্মা (১), টিম ডেভিড (৯), ক্রুণাল পান্ডিয়া (৪ ও ইমপ্যাক্ট সাব ভেঙ্কটেশ আইয়ার (১২) সুবিধা করতে পারেননি।

রানতাড়ায় নেমে শুরুতে ঝড় তুলেছিলেন গুজরাট অধিনায়ক শুভমান (১৮ বলে ৪৩)। তিনি জোশ হ্যাজেলউডের (৫৬/০) প্রথম ওভারে ২৪ রান নেন। পাশে পেয়ে যান জস বাটলারকে (১৯ বলে ৩৯)। কিন্তু বি সাই সুদর্শন (৬), শুভমান, বাটলারকে তুলে নিয়ে বেঙ্গালুরুকে ম্যাচে ফিরিয়েছিলেন ভুবনেশ্বর কুমার (২৮/৩)। দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে টি২০-তে ৩৫০ উইকেটের মাইলস্টোনে পা রাখলেন ভুবি। তবে অঘটন ঘটতে দেননি রাহুল তেওয়াটিয়া (১৭ বলে অপরাজিত ২৭)। রশিদ খানকে নিয়ে ম্যাচ শেষ করে আসেন তিনি। গুজরাট ১৫.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৮ রান তুলে নেয়।

১৮ বলে ৪৩ রানে গুজরাটের জয়ের রাস্তা গড়ে দেন শুভমান গিল।

তিন উইকেট নিয়ে শুরুতে গুজরাটকে ধাক্কা দিয়েছিলেন ভুবনেশ্বর কুমার।

ট্রাভিষেকদের নিয়ে পরিকল্পনা শুরু নাইটদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল : ছবিটা বদলে গিয়েছে। পুরোপুরি বদলে গিয়েছে।

ইডেন গার্ডেন্সে গত ২ এপ্রিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মুখোমুখি হয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ৬৫ রানে সেই ম্যাচ হেরেছিলেন আজিঙ্কা রাহানেরা। ব্যাটিং-বোলিং, সবেতেই মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন নাইটরা। হায়দরাবাদও সেই ম্যাচের পর থেকে দারুণ ছন্দে ছিল, এমন নয়। সম্প্রতি ছবিটা বদলেছে হায়দরাবাদের।

শেষ পাঁচ ম্যাচে টানা জয়ের পর সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এখন প্লে-অফের স্বপ্নে ডুবে রয়েছে। শুধু তাই নয়, মাঝের সময়ে দল হিসেবে শক্তি আরও বেড়েছে হায়দরাবাদের। চোট সারিয়ে ফিট হয়ে নেতৃত্বের দায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছেন প্যাট কামিন্স। উপরি হিসেবে চলতি আইপিএলে ব্যাটারদের দাপটের মাঝে সানরাইজার্সের দুই জোরে বোলার প্রফুল হিঙ্গে ও সাকিব হুসেন বারবার সংবাদ শিরোনামে উঠে আসছেন। বল হাতে দাপট দেখাচ্ছেন।

এমন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রবিবার তাদেরই মাঠে ম্যাচ নাইটদের। ফের হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে টানা হারের যন্ত্রণা কাটিয়ে উঠেছেন রাহানেরা। শেষ দুই ম্যাচে জয়ও এসেছে। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন হল, দলের সমস্যা কি মিটেছে? আপাতত এই প্রশ্নের জবাব নেই। রবিবার সানরাইজার্সকে হারিয়ে নাইটরা জয়ের হ্যাটট্রিক করবে কিনা, সেদিনই জানা যাবে। কিন্তু তার আগে জয় একটা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলা হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নামার আগে নানা পরিকল্পনায় ডুবে নাইটরা। টানা তিনদিন বিশ্রামের পর আজ অনুশীলন শুরু হয়েছে কেকেআরের। সারাদিনে তিন ভাগে ভাগ হয়ে হায়দরাবাদের জিমখানা মাঠে অনুশীলন করেছেন রাহানেরা। আর তার মাঝেই 'ট্রাভিষেক'-দের নিয়ে চলছে পরিকল্পনার নীল নকশা তৈরির কাজ। ট্রাভিস হেড, অভিষেক শর্মাদের পাশে হেনরিচ ক্লাসেনও দারুণ ফর্মে। গতরাতে মুম্বই ম্যাচে ঈশান কিষান রান না পেলেও তিনিও ছন্দে রয়েছেন। এমন শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে নামার আগে নাইটরা কি প্রথম একাদশে কোনও বদল করবেন?

বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে নাইটদের অনুশীলন দেখে এমন পরিবর্তনের ইঙ্গিত মেলেনি। সূত্রের খবর, উইনিং কম্বিনেশনে বদল করতে চাইছে না কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট। পাশাপাশি সুনীল নারায়ণ, বরুণ চক্রবর্তীদের বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে 'ট্রাভিষেক'-কে থামানোর। প্রয়োজনে শুরুর পাওয়ার প্লে-তে নারায়ণ-বরুণকে বল করানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। কিন্তু তারপরও হায়দরাবাদের দখল নাইটরা নিতে পারবে কিনা, সেটাই দেখার।

অঙ্গকৃষ রঘুবংশীর আউট নিয়ে তৈরি হয়েছিল বিতর্ক।

অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড রঘুবংশী

আম্পায়ারের সমর্থনে আসরে এমসিসি

লন্ডন, ৩০ এপ্রিল : লড়াই ছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টসের। সেই ম্যাচের ফলাফলের পাশে সমানভাবে সামনে এসেছিল অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড বিতর্কও। কেকেআরের ব্যাটার অঙ্গকৃষ রঘুবংশী অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ডের শিকার হয়ে ফিরেছিলেন প্যাভিলিয়নে। তাঁর আউটের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্কও হয়েছিল। আজ মেরিলিবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) তরফে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে শিলমোহর দেওয়া হয়েছে। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রঘুবংশীর আউট নিয়ে বিতর্ক হলেও আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে কোনও ভুল ছিল না। ক্রিকেটের নিয়ম মেনেই আউট দেওয়া হয়েছিল অঙ্গকৃষকে।

এমসিসি-র দীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা সবারই জানা। এমসিসি-র তরফে নিয়মিতভাবে ক্রিকেটের আইন বদল ও প্রয়োজনে পরিমার্জন করা হয়। সেই এমসিসির তরফে আজ অঙ্গকৃষের অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড নিয়মে আউট হওয়ার সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানানোর পর আম্পায়াররা যেমন স্বস্তি পেয়েছেন। তেমনই যাবতীয় বিতর্কও থেমে গিয়েছে। এমসিসি-র তরফে আজ প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'কোনও ব্যাটার যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ফিল্ডিং দলের কাজে বাধা দেন, তাহলে তাঁকে আউট ঘোষণা করতে হবে আম্পায়ারকে।'

আয়ারল্যান্ড সিরিজে বৈভবকে চান মহারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল : ভারতীয় ক্রিকেটে এখন আলোচনার কেন্দ্রে ১৫ বছরের বিস্ময় বালক। বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। তাঁর প্রতিটা ইনিংসের দিকে দুনিয়ার সবার নজর।

জসপ্রীত বুমরাহ থেকে শুরু করে আইপিএল আঙিনায় দুনিয়ার সেরা বোলারদের রীতিমতো শাসন করছেন বৈভব। ব্যাট হাতে বৈভবের ছন্দ ও ধারাবাহিকতা দেখার পর এখনই ওয়ান্ডার কিডকে টিম ইন্ডিয়ায় সুযোগ দেওয়ার দাবি উঠে গিয়েছে। আইপিএলের পরই ভারতীয় দল আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরে যাবে। সেখানে টি২০ সিরিজের স্কোয়াডে বৈভবকে কি সুযোগ দেওয়া উচিত?

অজিত আগরকাররা শেষপর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেবেন, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মনে করছেন, আয়ারল্যান্ড সিরিজে বৈভবকে সুযোগ দেওয়া যেতেই পারে। কারণ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য বৈভব তৈরি। আজ বিকেলে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে মহারাজ বলেছেন, 'বৈভব স্পেশাল প্রতিভা। ওর ব্যাটিং দেখার মতোই। আয়ারল্যান্ড সিরিজের দলে ওকে রাখা যেতেই পারে। আমার মনে হয়, বৈভব আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য তৈরি। তবে শচীন তেন্ডুলকার হতে ওর সময় লাগবে। মনে রাখবেন, শচীন হতে ২৪ বছর সময় লেগেছিল।'

বৈভবের মতোই পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়েও চলছে আলোচনা। আইপিএলে স্বপ্নের ফর্মে শ্রেয়স। দলকে দুর্দান্তভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশে ব্যাট হাতে রানও করছেন। শ্রেয়সকেও ভারতীয় টি২০ দলে ফেরানো উচিত বলে মনে করছেন মহারাজ। চলতি আইপিএলে শ্রেয়স-বৈভবদের নিয়ে আলোচনার পাশে জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়েও চলছে চর্চা। একেবারেই ছন্দে নেই বুমরাহ। সৌরভ অবশ্য তার জন্য একেবারেই চিন্তিত নন। মহারাজের কথায়, 'মনে রাখবেন বুমরাহও মানুষ। সময় খারাপ যেতেই পারে। তাছাড়া বুমরাহর স্কিল, দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠতেই পারে না। নিজের দিনে ও সেরা।'

শেষ দুই ম্যাচে জিতলেও কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্লে-অফের রাস্তা কঠিন। সৌরভ মনে করছেন, অতীতেও এমন কঠিন সময় এসেছে কেকেআরের। খারাপ সময় কাটিয়ে দল ফাইনালও খেলেছে। এবারও তেমন ঘটতেই পারে। সৌরভের কথায়, 'অতীতেও কেকেআরের খারাপ সময় গিয়েছে। তারপরও টানা ম্যাচ জিতে ওরা ফাইনালও খেলেছে। এবারও বাকি থাকা সব ম্যাচ জিততে পারলে কেকেআরের পক্ষে প্লে-অফে যাওয়া সম্ভব।'

শ্রেয়সকে ভারতের টি২০ দলে চাইছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

আলবার্তোয় স্বস্তি বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ এপ্রিল : এফসি গোয়া ম্যাচের আগে স্বস্তি ফিরল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে। বৃহস্পতিবার থেকে মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করলেন আলবার্তো রডরিগেজ। পাঞ্জাব এফসি ম্যাচে গোড়ালিতে চোট পান আলবার্তো। তাঁকে ছাড়াই নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিল মোহনবাগান। তারপর বাকি দল ছুটিতে গেলেও কলকাতায় থেকে দলের ফিজিওর তত্ত্বাবধানে আপুইয়ার সঙ্গে রিহ্যাব সেরেছেন আলবার্তো। এদিন বল পায়ে মাঠে নেমে পড়লেন। গোয়া ম্যাচে তাঁকে মাঠে নামানোর বিষয়ে আশাবাদী সবুজ-মেরুন টিম ম্যানেজমেন্ট। যদিও আপুইয়াকে নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকেই গেল।

পেসার তুলে আনতে উদ্যোগ

নিজস্বপ্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০এপ্রিল: ফাস্ট বোলার তুলে আনার জন্য নয়া উদ্যোগ নিচ্ছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থা। যার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোজেক্ট 'গতি'।

প্রোজেক্ট 'গতি'-র মাধ্যমে গোটা জেলা থেকে অনূর্ধ্ব-১৪ ও ১৭ প্রতিভাবান বোলারদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। হেড কোচের দায়িত্বে থাকবেন সাগরময় সেনশর্মা। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই নয়া পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সংস্থার সচিব সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য (নবাব)। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি অবশ্য জেলা সংস্থার কর্তাদের ফাস্ট বোলারের পাশাপাশি স্পিনারদের দিকেও আলাদা নজর দেওয়ার কথা বলেছেন। এই অনুষ্ঠানে জেলা সংস্থার পক্ষ থেকে অনূর্ধ্ব-১০ বেবি ক্রিকেট লিগ আয়োজনের কথাও ঘোষণা করা হয়। প্রতিযোগিতাটি আগামী জুন মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

ব্রুনোকে রাখতে ভরসা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের টিকিট

ম্যাঞ্চেস্টার, ৩০ এপ্রিল : ব্রুনো ফার্নান্ডেজকে ধরে রাখতে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের তুরুপের তাস হতে পারে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের টিকিট।

এই মরশুমে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন ব্রুনো। ইউনাইটেড এই মুহূর্তে প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলে যে তিন নম্বরে রয়েছে, তার অন্যতম কারিগর তিনিই। এই পরিস্থিতিতে ব্রুনোর ওল্ড ট্র্যাফোর্ড ছাড়া নিয়ে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী সেই পথ খোলাও রয়েছে পর্তুগিজ তারকার সামনে। যদিও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড তাঁকে ধরে রাখার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। আর এর মূলে দুই মরশুম পর রেড ডেভিলদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার সম্ভাবনা।

প্রিমিয়ার লিগে শেষ চার ম্যাচ থেকে মাত্র দুই পয়েন্ট পেলেই আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ফেলবে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। শুধু তাই নয়, ব্রুনোর সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ মাইকেল ক্যারিকের রসায়নও বেশ ভালো। শোনা যাচ্ছে, ব্রুনো নাকি ক্যারিককে স্থায়ী কোচ হিসাবে দেখার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন ম্যানেজমেন্টের কাছে। ক্লাবের প্রতি তাঁর আবেগও রয়েছে। এই সবকিছু মিলিয়ে ব্রুনোকে রেখে দেওয়ার বিষয়ে বেশ আশাবাদী ইউনাইটেড ম্যানেজমেন্টও।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
মুর্শিদাবাদ - এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা হিমাংশু কর্মকার - কে 04.02.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 34E 32293 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারিতে জেতার আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমার পরিবারের সদস্যরাও তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য ডিয়ার লটারির টিকিট কিনতে খুব আগ্রহী। এই বিশাল পুরস্কারের টাকা দিয়ে একটি সুরক্ষিত ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করার বিষয়টি আমাকে পরম আনন্দ ও প্রজ্ঞা দেয়।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন সুমন সরকার। ছবি : অনীক চৌধুরী

৫ গোল পাণ্ডাপাড়ার

জলপাইগুড়ি, ৩০ এপ্রিল : জেওয়াইসিসি-র অলোক মুখোপাধ্যায় ও দীপক মুখোপাধ্যায় ট্রফি ফুটবলে বৃহস্পতিবার পাণ্ডাপাড়া বয়েজ ৫-১ গোলে জেওয়াইসিসি-কে হারিয়েছে। বিকি জমাদার ও ম্যাচের সেরা সুমন সরকার জোড়া গোল করেন। পাণ্ডাপাড়ার অন্য গোলটি সুজয় রায়ের। জেওয়াইসিসি-র একমাত্র গোলস্কোরার পাপ্পু রায়। ম্যাচের সেরা বেছে নেওয়া হয় পান্ডাপাড়ার সুমনকে। শুক্রবার সেমিফাইনালে খেলবে জেওয়াইএমএ ও টাউন ক্লাব।

ফাইনালে রাইজিং স্টার

মালদা, ৩০ এপ্রিল : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের ফাইনালে উঠল রাইজিং স্টার। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৪ উইকেটে হারিয়েছে হোয়াইট ইলেভেনকে। প্রথমে হোয়াইট ইলেভেন ৪০ ওভারে ১৫৫ রানে অল আউট হয়। তাদের সবাধিক ৩৮ রান অয়ন গুপ্তর। ভালো ব্যাটিং করেন অরূপ রায়। জবাবে রাইজিং ২৮ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অরূপ ৩ উইকেট নিয়েছেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন অরূপ রায়। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

জোড়া জয় রয়্যাল কিংসের

পারডুবি, ৩০ এপ্রিল : পশ্চিম পারডুবি প্রিমিয়ার লিগে বৃহস্পতিবার জোড়া জয় পেল রয়্যাল কিংস। এদিন প্রথম ম্যাচে তারা ১৮ রানে হারায় ভিকট্রি কিংসকে। প্রথমে রয়্যাল ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৩ রান তোলে। তাদের সবাধিক ২৬ রান দেবজ্যোতি বর্মনের। জবাবে ভিকট্রি ৬৫ রানে অল আউট হয়ে যায়।

পরের ম্যাচে রয়্যাল ৫ রানে জিতেছে রাইজিং টাইটান্সের বিরুদ্ধে। প্রথমে রয়্যাল ১২ ওভারে ৮৫ রান তোলে। চঞ্চল সরকারের অবদান ২৮ রান। প্রলয় রায় ৫ উইকেট নেন। জবাবে টাইটান্স ১০.১ ওভারে ৮০ রানে সব উইকেট হারায়। ৪ উইকেট নিয়েছেন সুকমল দাস।